উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ২ আশ্বিন ১৪৩০ বুধবার ৪.০০ টাকা 20 September 2023 Wednesday 14 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেটে সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in

তুরুপের তাস কুলদীপ

তেরোর পাতায়

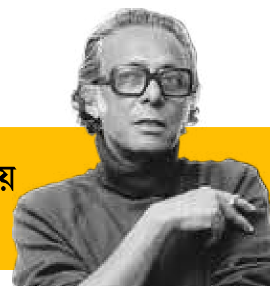

শত শ্রদ্ধায় পালান

বারোর পাতায়

গ্রামোন্নয়নে ৩২০০ কোটি টাকা ঋণ বাংলায়

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর : ঋণ নিচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন প্রকল্প চালু রাখতে ওই ঋণ দেবে বিশ্ব ব্যাংক। ঋণের পরিমাণ ৩২০০ কোটি টাকা। একশো দিনের কাজ, প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস, গ্রামীণ সড়ক যোজনা ইত্যাদি প্রকল্পে রাজ্যের পাওনা প্রায় ১৬ হাজার কোটি টাকা আটকে রাখলেও এই ঋণ নেওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে প্রাথমিক ছাড়পত্র দিয়েছে কেন্দ্র।

কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়নমন্ত্রকের ওই ছাড়পত্র ইতিমধ্যে নবান্নে পৌঁছেছে। রাজ্য পঞ্চায়েত দপ্তর সূত্রে খবর, আইএসজিপি বা ইনস্টিটিউশনাল স্ট্রেনদেনিং অফ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রকল্প চালু করার জন্য এই ঋণ। গ্রামাঞ্চলের পরিকাঠামোগত উন্নয়নে এই টাকা ব্যবহার করা হবে। কেন্দ্রের সম্মতি আসার পর রাজ্য পঞ্চায়েত দপ্তর ওই ঋণের অর্থব্যয় সংক্রান্ত একটি প্রাথমিক প্রস্তাব কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়নমন্ত্রককে পাঠাচ্ছে।

পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার বলছেন, 'কেন্দ্রের চিঠি পেয়েছি। বিশ্ব ব্যাংকের ঋণ গ্রামোন্নয়নের কাজে গতি আনবে।'

বিশ্ব ব্যাংকের ঋণ পাওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের অনুমোদন প্রয়োজন হয়। গ্রামোন্নয়নমন্ত্রকের সম্মতি থাকায় অর্থমন্ত্রকের অনুমোদন পেতে অসুবিধা হবে না বলে মনে করছে পঞ্চায়েত দপ্তর। বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের বরাদ্দ বন্ধ থাকায় রাজ্যে সৃষ্ট অর্থনৈতিক সংকট থেকে বিশ্ব ব্যাংকের ৩২০০ কোটি টাকা ঋণে কিছুটা হলেও স্বস্তি দেবে নবান্নকে।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর রাজ্যের প্রায় সর্বত্র বোর্ড গঠন হয়ে গেলেও অর্থের অভাবে পুরোদমে কাজ শুরু করা যায়নি। *এরপর দশের পাতায়*

আপাতত ঝুলে থাকবে মহিলা সংরক্ষণ

প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর : ইতিহাস তৈরির পথে পা বাড়াল সংসদ। নতুন সংসদ ভবনে অধিবেশনের প্রথম দিনে পেশ হল মহিলা সংরক্ষণ বিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই বিলটি অনুমোদনের জন্য দল নির্বিশেষে সমস্ত সাংসদের কাছে আর্জি জানান। যদিও বিল পেশের পরেই এর কৃতিত্বের ভাগ নিয়ে কংগ্রেস-বিজেপির তর্জা শুরু হয়ে যায়।

অভিযোগ উঠছে, ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে মহিলা ভোটারদের সমর্থন আদায়ে তড়িঘড়ি বিলটি পেশ করল কেন্দ্র। এই অভিযোগ জোরালো হচ্ছে বিলটি সংসদে অনুমোদিত হলেও আপাতত কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা না থাকায়। বিলেই বলা হয়েছে, ২০২৭ সালে পরবর্তী জনগণনার পর ডিলিমিটেশন শুরু হবে। সেই প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর মহিলা সংরক্ষণ বিল কার্যকর হবে।

এতে স্পষ্ট যে, ২০২৯ সালের আগে মহিলা সংরক্ষণ বিল কার্যকর হওয়া সম্ভব নয়। এজন্য মহিলাদের ক্ষমতায়নে কেন্দ্রের কৃতিত্ব দাবির

কার্যকর হতে হতে ২০২৯

বিরোধিতা করেছে কংগ্রেস। দলের প্রচার শাখার প্রধান জয়রাম রমেশ এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'মহিলা সংরক্ষণ বিল আইনে পরিণত হলেও দশকের প্রথম জনগণনার পর কার্যকর হবে। কিন্তু জনগণনা কবে হবে? ২০২৪ সালের নির্বাচনের আগে হবে কি?'

জয়রামের ভাষায়, 'নির্বাচনি জুমলার মরশুমে এটা সব থেকে বড় জুমলা। কোটি কোটি ভারতীয় মহিলার আশার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হচ্ছে।' একই অভিযোগ করেন মণীশ তিওয়ারি, কপিল সিবাল ও দিল্লির মন্ত্রী অতীশি। 'নারীশক্তি বন্দন অধিনিয়ম' নামে মহিলা সংরক্ষণ বিলটি মঙ্গলবার লোকসভায় পেশ করেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুনরাম মেঘওয়াল।

তারপরেই শুরু হয় বিলটির কৃতিত্ব নিয়ে তর্জা। কংগ্রেস শিবিরের দাবি, তারাই প্রথমে মহিলা সংরক্ষণ বিল এনেছিল। রাজ্যসভায় বিলটি এখন সজীব। কিন্তু কেন্দ্রের যুক্তি, সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই বিলটি লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। পাঁচদিনের অধিবেশনে বিলটি পাশ হয়ে গেলে জনপ্রতিনিধিত্বে মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণ কার্যকর হবে।

এরপর দশের পাতায়

সৌজন্যের ছবি। পুরোনো সংসদ ভবনে মুখোমুখি সোনিয়া গান্ধি-নরেন্দ্র মোদি। পাশে অধীর চৌধুরী এবং মল্লিকার্জুন খাড়গে। মঙ্গলবার। -পিটিআই

নাম জড়াল তৃণমূল নেতা, ডাক্তারদের

জামিনের মামলায় জালিয়াতি

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়িতে মাদক মামলায় কারারক্ষী গ্রেপ্তারের তদন্তে বিস্ফোরক তথ্য বেরিয়ে আসছে। গ্রেপ্তার হওয়া কারারক্ষী মোবারক আলির মাধ্যমেই ভুয়ো মেডিকেল সার্টিফিকেট জমা করে হাইকোর্ট থেকে জামিন নিয়েছিল জগদীশ মণ্ডল নামে এক মাদক কারবারি। পাশাপাশি শিলিগুড়ির বিশ্বাস কলোনির রুকসানা খাতুন এবং বিহারের বাসিন্দা চন্দন শা-ও একইভাবে ভুয়ো সার্টিফিকেট দিয়ে জামিন নিয়েছিল।

অভিযোগ, এই সমস্ত রিপোর্ট তৈরি হয়েছিল উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগ থেকে। মূলত রেডিওলজি বিভাগ এবং কার্ডিওলজি বিভাগ থেকেই এই নকল সার্টিফিকেটগুলি বেরিয়েছিল বলে অভিযোগ। মেডিকেলের এমআরআই বিভাগ থেকেও নকল রিপোর্ট তৈরি হয়েছিল। ওইসব রিপোর্টে সংশ্লিষ্ট বিভাগের প্রধান ও চিকিৎসকদের স্বাক্ষরও রয়েছে। ফলে বিষয়টি নিয়ে আরও গভীরে তদন্তের জন্য নবান্নের কাছে রিপোর্ট পাঠিয়েছে শিলিগুড়ি পুলিশ। এখানেই শেষ নয়, মাদক মামলায় অভিযুক্ত মোবারক ও জগদীশের হয়ে মামলা লড়েছিলেন জলপাইগুড়ি তৃণমূল যুব সভাপতি সৈকত চট্টোপাধ্যায়। সুতরাং জাল মেডিকেল সার্টিফিকেট আদালতে দাখিল করে জামিন নেওয়ার মামলাতেও এবার নাম জড়াল ওই 'ফেরার' তৃণমূল নেতার।

দুষ্টচক্র

- শীতলকুচির বাসিন্দা শম্ভু হালদারের অগ্ন্যাশয়ে স্টেজ-৪ ক্যানসারের রিপোর্ট জাল করে জামিন পেয়েছে জগদীশ মণ্ডল
- কারারক্ষী মোবারকের মাধ্যমে জাল রিপোর্ট তৈরি হয়েছে
- রিপোর্ট তৈরিতে সন্দেহে মেডিকেলের কয়েকটি বিভাগের চিকিৎসকরা
- মাদক কারবারিদের হয়ে মামলা লড়েছেন তৃণমূল নেতা সৈকত

তদন্তে নেমে পুলিশ আধিকারিকরা জানতে পেরেছেন, রিপোর্টগুলি তৈরির জন্যে অভিযুক্ত এবং মোবারকের মধ্যে লক্ষ লক্ষ টাকার লেনদেন হয়েছে। জেলবন্দি কোচবিহারের শীতলকুচির বাসিন্দা শম্ভু হালদারের রিপোর্টে কারচুপি করে জগদীশ সহ চারজনের নামে নকল রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছিল। শম্ভু বর্তমানে অগ্ন্যাশয় ক্যানসার নিয়ে মেডিকেলের প্রিজনার সেলে চিকিৎসাধীন। তাকেও মাদক মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। *এরপর দশের পাতায়*

রূপং দেহি

আটের পাতায়

উত্তরে বিনিয়োগ ৫১০ কোটি

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর : নিউ জলপাইগুড়ি লাগোয়া সাহুডাঙ্গিতে হবে রেলের নতুন কংক্রিট স্লিপার তৈরির কারখানা। জলপাইগুড়িতে ইথানল উৎপাদন কারখানা। শিলিগুড়িতে পাঁচতারা হোটেল। গজলডোবায় বিলাসবহুল রিসর্ট। চার প্রকল্পে উত্তরবঙ্গে ৫১০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে পিসিএম গোষ্ঠী।

মঙ্গলবার বার্সেলোনার একটি বিলাসবহুল হোটেলে মুখ্যমন্ত্রীর শিল্প সম্মেলন থেকে ঘোষণা করলেন পিসিএম গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান কমল মিত্তাল। প্রাথমিক পর্যায়ে চার প্রকল্পে দুই হাজার কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছেন। উত্তরের বিনিয়োগের প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়েছে বণিক সংগঠনগুলি।

লগ্নি আনতে সপার্ষদ স্পেন সফরে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর দীর্ঘদিন থেকেই সেখানে কারখানা গড়ে ব্যবসা করছে পিসিএম গোষ্ঠী। সোমবার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক করেন কমল। মঙ্গলবার বিনিয়োগের ঘোষণার পর তিনি জানিয়েছেন, চার প্রকল্প ছাড়াও উত্তরবঙ্গে রিয়েল এস্টেটের ব্যবসায় বড় বিনিয়োগের পরিকল্পনা করছে পিসিএম গোষ্ঠী। স্পেন থেকে টেলিফোনে কমলের বক্তব্য, '১৪টি দেশে ব্যবসা করলেও এখনও আমাদের প্রধান অফিস শিলিগুড়িতেই রয়েছে। উত্তরবঙ্গের প্রতি আমার আলাদা আবেগ আছে। আর পশ্চিমবঙ্গের শিল্পবান্ধব পরিবেশ অনেক বেশি করে কাজে উৎসাহ জোগায়। উত্তরবঙ্গের জন্য আরও বেশ কিছু পরিকল্পনা রয়েছে। ধীরে ধীরে সেইসব কাজ করব।'

সাহুডাঙ্গিতে পিসিএমের রেলের স্লিপার তৈরির একটি কারখানা চলছে। সেই কারখানাই সম্প্রসারিত করা হবে। সেই প্রকল্পে প্রাথমিকভাবে বিনিয়োগ করা হচ্ছে ১০০ কোটি টাকা। এছাড়া দিনে দু'লক্ষ লিটার উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন ইথানল কারখানা তৈরির জন্য ইতিমধ্যেই জমি দেখার কাজ শুরু হয়েছে। শিলিগুড়ি শহর লাগোয়া জলপাইগুড়ি জেলায় চার-পাঁচটি এলাকা চিহ্নিত করা হয়েছে। জমি চূড়ান্ত হলেই কারখানার কাজ শুরু করা হবে।

এরপর দশের পাতায়

ঘোষণা মিত্তালদের

- নিউ জলপাইগুড়িতে হবে ১০০ কোটির কংক্রিট স্লিপার ফ্যাক্টরি
- শিলিগুড়িতে ২০০ কোটির পাঁচতারা হোটেলের প্রস্তাব
- জলপাইগুড়িতে হচ্ছে ১৫০ কোটির ইথানল কারখানা
- গজলডোবায় ৬০ কোটি টাকায় বিলাসবহুল রিসর্ট

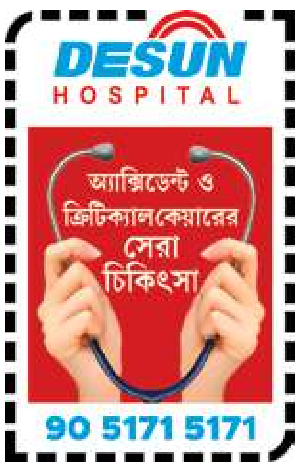

একনজরে

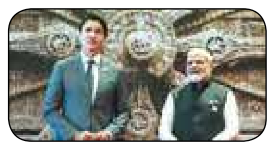

ভারত-কানাডা সম্পর্কে চিড়

কানাডায় খালিস্তানপন্থীদের সক্রিয়তার জেরে এবার খাদের কিনারায় পৌঁছে গেল ভারত-কানাডা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক। সদ্য ভারত সফর সেরে দেশে ফেরা কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো সোমবার পার্লামেন্টে দাবি করেছেন, কানাডাবাসী 'খালিস্তানপন্থী' শিখ নেতা হরদীপ সিং নিজ্জরের খুনের ঘটনায় ভারতের হাত রয়েছে। দু'দেশই একে অন্যের কূটনীতিককে বহিষ্কার করেছে।

বিস্তারিত সাতের পাতায়

'সিবিআই শুনলে এখন লোকে হাসে'

কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআইয়ে 'একগুচ্ছ বোকা' রয়েছে বলে মন্তব্য করলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। মঙ্গলবার নিয়োগ দুর্নীতি মামলার শুনানিতে ক্ষুব্ধ বিচারপতি তীব্র ভর্ৎসনা করেন সিবিআইকে। এমনকি সিবিআই সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে রিপোর্ট পাঠানোর হুমকিও দেন।

বিস্তারিত নয়ের পাতায়

লালসার শিকার আড়াই বছরের শিশু

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ১৯ সেপ্টেম্বর : ধর্ষণ, গণধর্ষণের পর ফাঁসিদেওয়া থানার ঘোষপুকুর এলাকায় এবার আড়াই থেকে তিন বছরের ঘুমন্ত শিশুকন্যাকে তুলে নিয়ে গিয়ে শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ উঠল। সোমবার গভীর রাতে ঘোষপুকুরে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে একটি ট্রাক টার্মিনাসের নৃশংস এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে এক লরিচালককে ঘোষপুকুর ফাঁড়ির পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। রক্তাক্ত অবস্থায় শিশুটিকে উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সেখানেই শিশুটি চিকিৎসাধীন রয়েছে।

এই ঘটনায় ধৃত সুবল মণ্ডল (৪১) বর্ধমানের বাসিন্দা বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। মঙ্গলবার অভিযুক্তের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। এদিনই তাকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ধৃতের ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। কন্যাসন্তানের মা-বাবা থেকে শুরু করে স্থানীয় বাসিন্দা সকলেই পাশবিক এই ঘটনায় দোষীর কঠোর শাস্তির দাবি তুলেছেন।

দার্জিলিংয়ের পুলিশ সুপার প্রবীণ প্রকাশ বলেন, 'শিশুটির মেডিকেল পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে। একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শিশুটির সঙ্গে ভালোভাবে কথা বলে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু হয়েছে।'

ওই কন্যাসন্তানের মা-বাবা এক ছেলে এবং মেয়েটিকে নিয়ে দীর্ঘদিন থেকে ওই ট্রাক টার্মিনাসের একটি ঘরে থাকতেন। সোমবার বিশ্বকর্মাপুজোর রাতে ঘরের উলটো দিকে বট গাছের পাকা বেদিতে ওই শিশুকন্যা এবং তার দাদা ঘুমিয়েছিল। রাত দেড়টা নাগাদ শিশুটির মা মেয়েকে দেখতে না পেয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। ট্রাক টার্মিনাসের সব দোকানদার মিলে খোঁজ করতে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা একটি গ্যাস ট্যাংকারের পিছনে মাটিতে রক্তাক্ত অবস্থায় শিশুটিকে পড়ে থাকতে দেখেন। শিশুটির পোশাক বদলে অন্য পোশাক পরিয়ে মেডিকেলে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়।

উদ্ধারের সময় শিশুটির কান্নায় মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন সকলেই। ওই টার্মিনাসে একমাত্র ছোট্ট এই শিশুটি সকলের আদরের ছিল। শিশুটির সঙ্গে এমন ঘটনা কেউ মেনে নিতে পারছেন না।

এরপর দশের পাতায়

ব্যক্তিগত হেরিটেজ সামগ্রীও স্থান পাবে সেখানে

সাবিত্রী লজে মিউজিয়াম

চাঁদকুমার বড়াল

কোচবিহার, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ কোচবিহারের পুরোনো ইতিহাস, রাজ আমলের নানা সামগ্রী, পুরোনো ভবনের মডেল, কয়েন, মুদ্রা, লেখনী নিয়ে তৈরি হচ্ছে কোচবিহার হেরিটেজ মিউজিয়াম। এই মিউজিয়ামে সাধারণ মানুষকেও প্রশাসনকে সাহায্যের আবেদন জানানো হয়েছে। কারও বাড়িতে ব্যক্তিগত সংগ্রহে কোনও পুরোনো জিনিস থাকলে সেটাও স্থান পাবে মিউজিয়ামে। অভিনব এই উদ্যোগের ঘোষণা হল মঙ্গলবার। কোচবিহারের পুরোনো সমস্ত কিছুকে বাঁচিয়ে রাখতে এই মিউজিয়াম কাজ করবে বলে প্রশাসন মনে করছে। যাঁরা তাঁদের সংগৃহীত জিনিস মিউজিয়ামে দেবেন, তাঁদের নামও ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত হবে।

কোচবিহারে হেরিটেজ মিউজিয়াম তৈরি হতে চলেছে। কোচবিহার শহরের সাবিত্রী লজটি হেরিটেজ মিউজিয়াম

ঘোষণা জেলা শাসকের

হিসেবে গড়ে তুলবে জেলা প্রশাসন। দুই থেকে তিন মাসের মধ্যে সেখানে এই সংক্রান্ত কাজ শুরু করবে পূর্ত দপ্তর। মঙ্গলবার কোচবিহারের জেলা শাসক পবন কাদিয়ান এই খবর জানিয়েছেন। জেলার পর্যটনের প্রসারে এবং অতীত-ইতিহাস, রাজ আমলের সমস্ত কিছুকে আগামী প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতেই এই উদ্যোগ বলে তিনি জানিয়েছেন। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, হেরিটেজ ভবন সাবিত্রী লজের সংস্কার হয়েছে। সেখানে হেরিটেজ মিউজিমায় তৈরি হবে। এই মিউজিয়ামে সাধারণ মানুষের সংগৃহীত পুরোনো দিনের নানা জিনিস স্থান পাওয়ার সুযোগ থাকবে। তার জন্য দাতাকে নির্দিষ্ট ফর্মে আবেদন করতে হবে। মিউজিয়াম কোনও কিছু গ্রহণ করলে সেখানে তাঁর নাম লেখা থাকবে।

পাশাপাশি তাঁকে শংসাপত্রও দেবে প্রশাসন। এর বাইরে কোচবিহারের প্রাচীন মুদ্রা, মোহর, লিপি, ট্রফি, পোস্ট কার্ড, কয়েন থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু থাকবে মিউজিয়ামে। এমনকি কোচবিহার রাজপ্রাসাদের ক্ষতিগ্রস্ত সর্বোচ্চ তলা, ল্যান্সডাউন হলের ক্লকরুম, নীলকুঠি, কাউন্সিল হাউস যেটা ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তারও থ্রিডি মডেল থাকবে মিউজিয়ামে। যাতে করে আগামী প্রজন্ম সেটা দেখে ধারণা করতে পারে।

কোচবিহারে হেরিটেজের উপর অনেক কাজ হচ্ছে। সেই কাজের অঙ্গ হিসেবে মিউজিয়াম তৈরি হচ্ছে। পাশাপাশি নর্থবেঙ্গল স্টেট লাইব্রেরিও ডিজিটাইজেশন হবে। সেখানেও একটি আলাদা ভাবে মিউজিয়াম গড়ে উঠবে এই লাইব্রেরিকে নিয়ে। যদি কারও কাছে পুরোনো বই, পুঁথি, লেখা থাকে সেটাও চাওয়া হচ্ছে।

গর্ভবতী কাদম্বিনীকে রক্ত দিলেন শামিম

মোজাম্মেল হক

রতুয়া, ১৯ সেপ্টেম্বর : 'মোরা এক বৃন্তে দু'টি কুসুম, হিন্দু মুসলমান'... কাজী নজরুল ইসলাম লিখেছিলেন। কবির বাণী বাস্তবেও সত্যি, প্রমাণ করলেন মহারাজপুরের শেখ শামিম (২০)। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট দেখে এক গর্ভবতীকে রক্ত দেন তিনি।

ওই গর্ভবতীর নাম কাদম্বিনী সরকার (৩৫)। তাঁর বাড়ি বৈষ্ণবনগরের দেওনাপুর ছইঘরিয়ায়। কাদম্বিনীর পরিবার জানিয়েছে, মালদার একটি নার্সিংহোমে অপারেশনের জন্য ভর্তি হন তিনি। দরকার ছিল রক্তের। মালদা ব্লাড ব্যাংক থেকে শুরু করে কোথাও রক্ত পাওয়া যায়নি। অবশেষে সামাজিক মাধমে রক্ত চেয়ে একটি পোস্ট দেখতে পান শামিম। তখনই যান মালদা ব্লাড ব্যাংকে। রক্ত দিয়ে প্রাণ বাঁচান ওই মহিলার।

কাদম্বিনীর স্বামী জিয়া সরকার বলেন, 'আমার স্ত্রী সন্তানসম্ভবা। তার অপারেশনের জন্য দুই ইউনিট রক্তের প্রয়োজন ছিল। অনেক চেষ্টা করেও রক্তের ব্যবস্থা করতে পারিনি। অবশেষে ফেসবুকের মাধ্যমে রক্তের সন্ধানে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করি। তাঁরাই আমার স্ত্রীর জন্য রক্তের ব্যবস্থা করে দেন। এই অসময়ে পাশে থাকার জন্য শামীমকে ধন্যবাদ জানাই।'

শেখ শামিম জানান, 'জেলায় রক্তের প্রয়োজন মেটাতে আমরা একটি সংস্থা পরিচালনা করছি। রবিবার বৈষ্ণবনগরের জিয়া সরকার আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তিনি তাঁর স্ত্রীর কথা জানান। গ্রুপ মিলে গিয়েছিল বলে রক্ত দিয়েছি। ওই পরিবারের পাশে দাঁড়াতে পেরে ভালো লাগছে।'

রক্ত দিচ্ছেন শেখ শামিম।

> "জেলায় রক্তের প্রয়োজন মেটাতে আমরা একটি সংস্থা পরিচালনা করছি। রবিবার বৈষ্ণবনগরের জিয়া সরকার আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তিনি তাঁর স্ত্রীর কথা জানান। গ্রুপ মিলে গিয়েছিল বলে রক্ত দিয়েছি।
> **–শেখ শামিম**

সুদেবকে সংবর্ধনা। মঙ্গলবার

দুই দুর্গম শৃঙ্গ জয়ে সংবর্ধিত সুদেব

বিদেশ বসু

মালবাজার, ১৯ সেপ্টেম্বর : করোনা পর্ব পেরিয়ে নবীন প্রজন্ম অনেকটাই মোবাইলে আসক্ত। খেলার মাঠ আর সেভাবে অনেককেই টানছে না। অ্যাডভেঞ্চার তো দূর অস্ত। সেখানে মাল শহরের যুবক সুদেব রায়, একের পর এক দুর্গম পর্বতশৃঙ্গ সাফল্যের সঙ্গে জয় করে নজির গড়েছেন। সুদেব মালবাজারে ফিরতেই তাঁকে ৯ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার এবং কমিটির পক্ষ থেকে সংবর্ধিত করা হল।

মাল শহরের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের দক্ষিণ কলোনির বাসিন্দা যুবক সুদেব সম্প্রতি হিমাচলপ্রদেশে পরপর দুটি পর্বতশৃঙ্গ জয় করেছেন। ৬১০০ মিটার উচ্চতার মাউন্ট ইউনাম এবং ৬০৮১ মিটার উচ্চতার শিনকুন পূর্ব তিনি জয় করেন। সুদেবের বাড়ির পাশেই ৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলারের বাড়ি। মঙ্গলবার কাউন্সিলারের বাড়িতেই সুদেবকে সংবর্ধিত করা হয়। কাউন্সিলার রুমা দাস বলেন, 'এখন নবীন প্রজন্ম অনেকটাই মাঠ বিমুখ হয়ে পড়েছে। সেখানে সুদেবের কর্মকাণ্ড সকলের কাছেই অনুপ্রেরণা। আমরা সুদেবকে এবং তাঁর অ্যাডভেঞ্চার কর্মকাণ্ডকে নবীন প্রজন্মের কাছে আরও ভালোভাবে তুলে ধরতে চাই।' সুদেব বলেন, 'পাহাড়ের প্রতি সেই ছেলেবেলা থেকেই একটা অদ্ভুত ভালোবাসা ছিল। পাহাড়-পর্বতে উঠে মনের শান্তি খুঁজে পাই। পরবর্তী জীবনে চলার জন্য আত্মবিশ্বাসও পাই।' সুদেব ২০১৩ সালে দার্জিলিংয়ের হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট থেকে পর্বতারোহণের বেসিক কোর্স করেন। শিলিগুড়ির হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশন এবং মালবাজারের মাউন্টেনিয়ার্স অ্যান্ড রানার্স অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য সুদেব।

চারদিনব্যাপী বাউল মিলনমেলা

ফুলবাড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর : মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের ফুলবাড়ির মেলারডাঙ্গা বাউলমেলা কমিটির চারদিনব্যাপী বাউল মিলনমেলা মঙ্গলবার সন্ধ্যায় শুরু হয়েছে স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে।

বাউলমেলা কমিটির সম্পাদক অসিত দাস জানান, এবছর বাউলমেলার অষ্টম বর্ষ। চারদিনের বাউলমেলায় উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন বাউলশিল্পীরা অংশ নেবেন। স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের টিচার ইনচার্জ সুনীল বালার ভাগবত পাঠের মধ্য দিয়ে মঞ্চে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। কমিটির সদস্যদের তরফে জানান হয়েছে, প্রতিবছরের মতো এবছরও বাউল মিলনমেলা দেখতে বহু মানুষের ভিড় জমবে।

উত্তরবঙ্গ সংবাদের অফিসে গণেশপুজো। মঙ্গলবার।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬০০০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬০৩০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৫৭৩৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৭২৮০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৭২৯০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Office of the Divisional Forest Officer, Malda Division
Open e-Tender Notice
Online (e-Tender) tender is invited for Supply of Jute Bag for 2023-24 under Malda Forest Division. NIT No. 01/MLD/SP/2023-24 (2nd Call), with bid closing online at 3.00 P.M. 03.10.2023. For further details contact in the Office of the Office of the Divisional Forest Officer, Malda Division, Nazrul Sarani, P.O. Mukdampur, P.S. English Bazar, Dist- Malda, Pin - 732101. Website http://wbtenders.gov.in or http://www.westbengalforest.gov.in/tender.php Sd/- Jiju Jaesper J, IFS, Divisional Forest Officer, Malda Division
ICA-T19404(4)/2023

এফওবি-এর ব্যবস্থা করা
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ১০০/ডব্লিউ-২/এপিডিজে; তারিখঃ ১৫-০৯-২০২৩। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ টেন্ডার নং.ঃ ৩২-এপি-III-২০২৩। কাজের নাম ঃ মুজনাল স্টেশনে এফওবি (৩.০০ এম প্রশস্ত)-এর ব্যবস্থা করা। টেন্ডার মূল্যঃ ২,১০,১৭,২৫২.৩ টাকা; বায়নার ধনঃ ২,৫৫,১০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ১১-১০-২০২৩ তারিখের ১৩.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা হবে ১১-১০-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD ELECTRONIC TENDER NOTICE
Assistant Engineer, Malda Highway Sub-Division, P.W. (Roads) Directorate invites electronic tender for Two (2) no. Work. e-NIT No.: WBPW(R)D/AEMHSD/e-NIT-06/2023-24. Tender ID: 2023_SH_568560_1 & 2023_SH_568560_2. (i) Closing date of Bid submission (online): 21.09.23 up to 2.00 pm. (ii) Time of opening of technical proposal (online): 25.09.2023 after 2.30 p.m. Details of e-N.I.T and Tender documents may be downloaded from https://wbtenders.gov.in Sd/- AE, MHSD, PW(R)D. ICA-T19455(1)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
EE, Jalpaiguri Highway Division, P.W.(Roads) Dte., Jalpaiguri, invites online e-tender for the work of ------- "Jalpaiguri to Choulhati road from ch.2.55km to 3.00km surfacing work under Jalpaiguri Highway Division during the year 2023-2024." Estimated Amount: Rs. 12,61,534.00. Tender Ref. No: WBPWD/EE/JHD/NIeT-05/23-24, Tender ID : 2023_SH_568447_1. Bid submission start date (online): 26/09/2023 from 18.00 P.M. Bid submission closing date (online): 05/10/2023 up to 12.00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details N.I.T. and Tender documents may be downloaded from: http://wbtenders.gov.in Sd/- EE, PW(R), JHD, Jalpaiguri, Govt. of W.B. ICA-T19468(4)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Executive Engineer, P.W.D., Dakshin Dinajpur Electrical Division invites online e-tender for the work of "Urgent Repairing of 250 KVA dry type Transformer installed at ITI Raiganj, Karnajoara, Uttar dinajpur." e-NIT No: WBPWD/EE/DDED/e-NIQ-12 of 2023-24 Tender Id: 2023_WBPWD_568792_1, Bid submission closing date (online): 27.09.2023 up to 18:45 Hrs. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and Tender Documents may be downloaded from: http://wbtenders.gov.in Sd/- Executive Engineer, P.W.D., Dakshin Dinajpur Electrical Division ICA-T19453(2)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
EE, JCD, Jalpaiguri, P.W.Dte. invites e-Tender for the work of Special Civil Repair work of Boys Hostel-2 at Jalpaiguri Govt. Engineering College under Jalpaiguri Construction Division, P.W.D., during the year 2023-2024 WBPWD/EE/JCD/PWDte NIeT No. 18 of 2023-2024. Estimated Amount put to Tender Rs. 88,82,490.00. Tender ID: 2023_WBPWD_568351_1. Bid submission start date (online) 16.09.23 from 11.00 AM. Bid submission closing date (online) 30.09.23 upto 11.00 A.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT & tender documents may be downloaded from http://wbtender.gov.in Sd/- EE, JCD, Jalpaiguri, P.W.Dte., Jalpaiguri, Govt. of W.B. ICA-T19478(4)/2023

DHUPGURI MUNICIPALITY
e-NIT (Abridged)
e-NIT are invited by the Chairperson, BOA, Dhupguri Municipality from Resourceful bonafide outsider for Supply of Hand Compression Knapsack Sprayer 16 Ltr.

Sl.No.	Tender ID
1	2023_MAD_572367_1

Bid Submission End Date : 26/09/2023 At 17.00 P.M.
Chairperson.
BOA
Dhupguri Municipality

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
EE, Jalpaiguri Highway Division, P.W.(Roads) Dte., Jalpaiguri, invites online e-tender for the work of - "Karatowa Bridge at chainage 3.80km Fatapukur to Gadra road, Rehabilitation work under Jalpaiguri Highway Division in the district of Jalpaiguri." Estimated Amount: Rs. 27,40,493.00. Tender Ref. No: WBPWD/EE/JHD/NIeT-03/23-24. Tender ID : 2023_SH_568399_1. Bid submission start date (online): 25/09/2023 from 6.00 P.M. Bid submission closing date (online): 04/10/2023 up to 12.00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details N.I.T. and Tender documents may be downloaded from: http://wbtenders.gov.in Sd/- EE, PW(R), JHD, Jalpaiguri, Govt. of W.B. ICA-T19466(4)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
A.E. P.W.D. Malda Sub-Division-I invites Tender, vide NIeT No.- 11 of 2023-2024, for i) Repair & Renovation work at District Registrar office, Malda with plastering, painting, grill, S & P work etc. and other allied works under Malda Division, PWD during the year 2022-2023 and ii) Renovation of existing verandah to convert visitors room at first floor of A.D.M & D.L & L.R.O, Malda under Malda Division, PWD during the year 2022-2023. Tender ID: 2023_WBPWD_569221_1. Tender ID: 2023_WBPWD_569221_2. Bid Submission Starting Date & Time - 19/09/2023 upto 11.30 A.M. Last date and time for Submission of Tender is - 27/09/2023 upto 3.00 P.M. Other details may be seen Website : http://www.pwdwb.in & from this office Notice Board. Sd/- Biswanath Paul, Assistant Engineer, P.W.D. ICA-T19489(2)/2023

Memo No : 549/DMS Dt : 19/09/2023
NOTICE INVITING E-Tender 01/DMS/CLTH/2023-24 dt 19/09/2023
E-Tenders on Behalf of the District Magistrate, Darjeeling for Purchasing of Ordinary Warm Cloths for Distribution through MLAs of Hill areas for Kurseong and Darjeeling from the reputed firms. The intending tenderers may visit Website - www.darjeeling.gov.in for the tender notice & other details. But submission of bid will be through the website www.wbtenders.gov.in only.
For District Magistrate, Darjeeling

Office of the Block Dev Officer
Bamangola Dev. Block, Malda
ABRIDGED TENDER NOTICE
NIT No : e-NIT/ 03 / 2023-24 / BDB (2nd call)
DATED : 12/09/2023
Tender is invited by the u/s for 4 (four) nos works for infrastructure strengthening of Health Sub Center under Bamangola Dev. Block.
Deadling for receiving bids online : 29/09/2023 (up to 05.00 PM)
For further details visit : www.malda.nic.in OR www.wbtenders.gov.in

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
RECRUITMENT ADVERTISEMENT NOTICE
No 43/RP/DD **Date : 19/09/2023**
Applications are hereby invited from the eligible candidates to the post of **Data Entry Operator** in Dakshin Dinajpur District Project Management Unit, Rupashree Prakalpa on contract basis. Last date of online application is 05.10.2023. For details, please visit www.ddinajpur.nic.in & https://recruitmentdd.in
Sd/-
District Magistrate
Dakshin Dinajpur

হারানো/প্রাপ্তি

আমার অরিজিনাল জমির দলিল, যাহার নং ১২৭৩/২০০৫ হারিয়ে গিয়েছে যদি কেউ পেয়ে থাকেন দয়া করে যোগাযোগ করুন :- মনোজ কুমার বিষ্ণু, পিতা মনমোহন বিষ্ণু, কুটিপাড়া, বাণেশ্বর, কোচবিহার। মো :- ৬২৯৭১৩০৬২৩। (C/A)

অ্যাফিডেভিট

আমি মিতু রায় পতি সমাপ্ত রায় হইতে ইং ১৫/০৯/২৩ তারিখে নোটারির মাধ্যমে নন্দিনী অধিকারী পতি বিশ্বজিৎ অধিকারী হইলাম। (C/107534)

●

গত 15.09.2023 কোচবিহার সদর, E.M. Court-এর অ্যাফিডেভিট বলে আমি জয়নাল মিঞা-এর বদলে জয়নাল আবেদিন হলাম। জয়নাল আবেদিন ও জয়নাল মিঞা একই ব্যক্তি। জয়নাল আবেদিন, দুধেরকুটি দেওয়ানবস, কোচবিহার। (C/A)

●

দিনহাটা E.M কোর্টে 19.09.23 ইং অ্যাফিডেভিট বলে পোস্টাল A/C No - 190000021-এ নাম ভুল থাকায় Ekta থেকে Mahi Ghosh হল। লতিকা ঘোষ, গ্রাম - ভোরাম, গিতালদহ। (A/A)

বিক্রয়

রথখোলা পৌনে ৩ কাঠা জমি সত্বর বিক্রয় হইবে পার কাঠা ৩০ লাখ। 7478015586. (C/107529)

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED TENDER NOTICE
Tender Reference No. WBPHED/EE/MAAD/NIT_1 of 2023-2024
Last date for submission of Technical and Financial Bid (online):- 29/09/2023 upto 3:00 P.M. Tender invited by the undersigned for six nos. Work under Malda Arsenic Area W/S Division, P.H.E. Dte. All details available in website www.wbphed.gov.in Sd/- Executive Engineer, Malda Arsenic Area W/S Division, P.H.E. Dte. Govt. of West Bengal ICA-T19439(2)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
EE, JCD, Jalpaiguri, P.W.Dte. invites e-Tender for the work of Minor immediate repairing / Annual maintenance of different buildings in Korok Children Home at Jalpaiguri under Jalpaiguri Construction Division, P.W.D., during the year 2023-2024, WBPWD/EE/JCD/PWDte NIeT No. 20 of 2023-2024, Estimated Amount put to Tender Rs. 4,96,749.00. Tender Id: 2023_WBPWD_569147_1. Bid submission start date (online) 18.09.23 from 11.00 A.M. Bid submission closing date (online) 25.09.23 up to 11.00 A.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT & tender documents may be downloaded from http://wbtenders.gov.in Sd/- EE, JCD, Jalpaiguri, P.W.Dte., Jalpaiguri, Govt. of WB. ICA-T19474(1)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PW(ROADS) TENDER NOTICE
AE, Cob Hwy. Sub-Divn, No-II, P.W.(Roads) Dte. invites online e-tender for the work of - 1) Emergent Potholes repairing of Dinhata-Balampur-Chilakhana road from 0.00 km to 1.30 km & 9.143 km to 9.566 km (in stretches) under Cooch Behar Highway Division in the district of Cooch Behar. NIT No. 05 of 2023-24, (Sl. No. 1). Estimated Amount: Rs. 4,81,982.00. Tender ID : 2023_WBPWD_569061_1. Bid submission Start Date (online): 19.09.2023 from 9.00 A.M. Bid submission closing date (online): 25.09.2023 upto 3.00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and Tender documents may be downloaded from: https://wbtenders.gov.in Sd/- Assistant Engineer, Cooch Behar Highway Sub-Division-II, Cooch Behar. ICA-T19470(2)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Siliguri Jalpaiguri Development Authority
Himanchal Vihar, Near-Passport Seva Laghu Kendra, Matigara - 734010
NOTICE INVITING e-QUOTATION
The Chief Executive Officer, Siliguri Jalpaiguri Development Authority, Siliguri invites electronic notice inviting e-bid (Online) under 2 (Two) bid system from eligible resourceful bonafide and experienced firms / companies / individual contractors for the following works : Tender No. NIQ No. 003/Engg/2023-24 of SJDA. Name of Work : Printing & Supply of Flexes, Hoardings and 'L' type Welcome Gates, displaying at different locations within the jurisdiction of SJDA. Earnest Money Rs. 50,000.00. Tender Documents Sale / Download Start Date & Time- 19.09.2023 at 4.00 P.M. and Bid Submission End Date & Time- 29.09.2023 upto 4.00 P.M. Date of opening of Technical Proposals- 03.10.2023 at 11.00 A.M. Date of opening of Financial Proposals - to be notified after technical evaluation. Corrigendum if any will be published in website only. All details can be obtained from the website : www.sjda.org or Log in http://wbtenders.gov.in or contact Engineering Section of SJDA at (0353) 2512922, 2515647. Sd/- Chief Executive Officer. ICA-T19411(4)/2023

তিনসুকিয়া ডিভিশনের অধীনে ভিডিও নজরদারি পদ্ধতির ব্যবস্থার পাশাপাশি বিভিন্ন নবীকরণের কাজ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. টিএসকে/ইএনজিজি/৮২ অব ২০২৩, তারিখ ঃ ১৫-০৯-২০২৩। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। আইটেম নং.১, আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ ধমলগাঁও-টিএনজিএন-এর মধ্যে বগিবিল ব্রিজ নং. ৪৪ -এর গাইড বান্ড ও সার্ভিস রোড থেকে নর্থ গাইড বান্ড পর্যন্ত সুরক্ষামূলক কাজ, লঞ্চিং অ্যাপ্রোন, স্লপ পিচিং ইত্যাদির নবীকরণ। ফেজ-II টেন্ডার মূল্য ঃ ২,৩১,৪৯,৮৭১ টাকা; বায়নার ধনঃ ২,৬৫,৮০০ টাকা। আই টেম নং.২, আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ তিনসুকিয়া ডিভিশনের অধীনে ০৯টি স্টেশনে ভিডিও নজরদারি পদ্ধতির (ভিএসএস) ব্যবস্থা করা (ফরকাটিং জং., যোরহাট টাউন, সিমালুগুড়ি জং., মরানহাট, ভজো, এলএলও, নাহরকটিয়া, তিনসুকিয়া ও ডিব্রুগড়)। টেন্ডার মূল্যঃ ২৩,২৫,৫৭৯ টাকা; বায়নার ধনঃ ৪,৫০০ টাকা। ই-টেন্ডার ০৯-১০-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে এবং ০৯-১০-২০২৩ তারিখের ১৬.০০ ঘণ্টায় খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৯-১০-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ওয়ার্ক)/তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

হোম ডেলিভারি

শিলিগুড়িতে বাড়িতে বসে মুখরোচক ও ফ্রেশ বিরিয়ানি, রোল, মোগলাই, মোমো, ফ্রাইড রাইস, চিলি চিকেন ও আরও অনেক খাবার ফ্রি-তে হোম ডেলিভারি পেতে ফোন করুন- 9339679699. (C/107516)

ব্যবসা-বাণিজ্য

পার্ট টাইমে অন/অফলাইন কাজে সিরিয়াস ব্যক্তি চাই। হোয়াটসঅ্যাপ/কল- 9433766101, 7595817526. (K)

চলচ্চিত্র

এ মাসে শুটিং। অভিনয়ে সাধারণ দেখতে নতুন মুখ চাই। রোজ 500/- - 5,000/-। ফ্রি অডিশন হচ্ছে। 8282979209. (C/107440)

লোন

প্রোজেক্ট লোন, হোম, ল্যান্ড পার্চেজ, মর্টগেজ, ক্যাশ ক্রেডিট, OD, বিজনেস, সিকিউরেড/আনসিকিউরেড, পার্সোনাল। Ph : 9002090243. (C/107439)

চিকিৎসা

প্রখ্যাত নিউরোলজিস্ট প্রফেসর পাহাড়ী ঘোষ আগামী ২৩ ও ২৪শে সেপ্টেম্বর, ২০২৩ শিলিগুড়িতে রোগী দেখবেন- 'শিলিগুড়ি মেডিকেল হল'। 0353-2538844, 9609225864. (C/107428)

কর্মখালি

শিলিগুড়ির স্থানীয়, পরিশ্রমী, ন্যূনতম HS, মার্কেটিং এক্সিঃ চাই। বয়সের বাধ্যতা নেই। এছাড়া সার্ভের জন্য পরিশ্রমী পুরুষ/মহিলা চাই। M- 9126145259. (C/112656)

●

রাজগঞ্জ Cafe-এর জন্য একজন রান্নার লোকের প্রয়োজন। থাকা-খাওয়া আমার, Salary 16 K to 18 K. 6295406489. (C/107524)

●

স্পট জয়েন। ডাইরেক্ট ফ্যাক্টরির জন্য 10 জন হেল্পার গার্ড চাই জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, ইসলামপুরের জন্য। থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস, মাসে 4টা ছুটি, বেতন 11,500/-+pf,esi. M- 8653710700. (C/107441)

●

১০ বছরের অভিজ্ঞ প্রাইভেট CAR ড্রাইভার (30-45 বছর) চাই। বেতন 10,000/-। বাবুপাড়া, শিলিগুড়ি, M- 9064261553. (C/107446)

●

শিলিগুড়িতে ভালো রান্না জানতে হবে এমন মহিলা বা পুরুষ চাই। দিন-রাত থাকতে হবে। M- 7001562584. (C/107446)

●

সমগ্র উত্তরবঙ্গে জেলাভিত্তিক কাজের জন্য ছেলে চাই। বেতন আলোচনাসাপেক্ষ। Cont :- (M) 96476-10774. (C/107442)

●

শিলিগুড়ি খামারবাড়ি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা এবং গোরু দেখাশোনার জন্য ১ জন লোক চাই। (M) 90025 90042. (C/107445)

●

Job Vacancy, Candidates for Micro Finance. M- 6294558569. (C/107447)

RESTAURANT STAFFS

Urgently required for a Cafetaria in Dagapur, Siliguri : Restaurant Manager / Supervisor, Multi Cuisine Cook, Pastry / Patisserie Chef, Stewards / Counter Service Boys / Girls, Store Keeper, Kitchen Helper, Cleaner. Whatsapp CV to 8336968617. (C/107443)

REQUIRED

Senior Accountant for a Star Hotel in Siliguri capable of handling IDS software and accounts independently. Ph - 93320-92691, 98831-76004, gm@hilandhotels.com (C/107444)

১০ ইউনিট দ্বি-তল টাইপ-II কোয়ার্টার নির্মাণ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ১০২/ডব্লিউ-২/এপিডিজে; তারিখঃ ১৫-০৯-২০২৩। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ টেন্ডার নং.ঃ ৩৭-এপি-II-২০২৩। কাজের নামঃ এডিইএন/ফকিরাগ্রাম জং. সেকশনের অন্তর্গত ধুবড়ি কলোনিতে জরাজীর্ণ কোয়ার্টার পরিবর্তন করে ১০ ইউনিট টাইপ-II কোয়ার্টার (দ্বি-তল) নির্মাণ। টেন্ডার মূল্যঃ ৪,১১,৯২,৭০৬.৫৭ টাকা; বায়নার ধনঃ ৩,৫৬,০০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ১২-১০-২০২৩ তারিখের ১৩.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা হবে ১২-১০-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া / Central Bank of India
মাথাভাঙ্গা ব্রাঞ্চ
মাথাভাঙ্গা
কোচবিহার-৭৩৬১৪৬ মোবাইল নং-৮৩৪৮৬৯০২৬৯

রুল ৮(১) সারফেইসি রুল-এর অধীনে দখল নোটিশ

এস নোটিশটি সেকশন ১৩(৪)-এর অধীনে প্রদত্ত আমাদের পূর্ববর্তী নোটিশের অধিগ্রহণে জারি করা হয়েছে, যা ০২.০৮.২০২৩ তারিখের নোটিশ। উল্লিখিত নোটিশটি এতদ্বারা প্রত্যাহার করা হচ্ছে। যেহেতু, সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, মাথাভাঙ্গা শাখার অনুমোদিত আধিকারিক-এর অধীনে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনানসিয়াল অ্যাসেটস্ অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস্ ২০০২-এর রুল ৩ সহযোগে পঠিত সেকশন ১৩(২) এবং ১৩(১২)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ০৫.০৪.২০২৩ তারিখে নিম্নের ঋণগ্রহীতাকে ডাক পাঠিয়ে **লোন অ্যাকাউন্ট -এর ক্ষেত্রে বিয়ারিং নং-৪০১২৯৫৯০৯৯ (সেন্ট হোম লোন)**

ঋণগ্রহীতা

শ্রী মানিক তালুকদার
মুকুন্দ তালুকদার-এর পুত্র,
বালাসি,
অন্দরন পক্ষীহাগা
থানা- মাথাভাঙ্গা
জেলা-কোচবিহার-৭৩৬১৪৬

নোটিশটিতে উল্লেখিত অর্থাঙ্ক **টাঃ ১০৫৩৩৯৩.৩৬ (টাকা দশ লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার তিনশত তিরানব্বই এবং ছত্রিশ পয়সা মাত্র)** (যা ০৫.০৪.২০২৩ অনুযায়ী আসল তদুপরি সুদ বকেয়া -কে প্রতিনিধিত্ব করে), তদুপরি সুদ ও অন্যান্য চার্জসমূহ ০৬.০৪.২০২৩ থেকে উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার জন্য একটি নোটিশ জারি করেছেন।
ঋণগ্রহীতা অর্থাঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারকে এবং জনসাধারণকে সাধারণভাবে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী **২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ১৮তম দিবসে** সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুল ২০২২-এর রুল ৮ সহযোগে পঠিত, উক্ত অ্যাক্ট-এর সেকশন ১৩(৪)-এর অধীনে পুরুষ/মহিলার উপর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এস্থলে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাকে ও জামিনদারকে বিশেষভাবে এবং জনসাধারণকে সাধারণভাবে সতর্ক করা হচ্ছে সম্পত্তিটির লেনদেন না করার জন্য ও সম্পত্তিটি সম্পর্কিত যেকোনো লেনদেন অর্থাঙ্ক **টাঃ ১০৫৩৩৯৩.৩৬ (টাকা দশ লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার তিনশত তিরানব্বই ও ছত্রিশ পয়সা মাত্র)** (যা ০৫.০৪.২০২৩ অনুযায়ী আসল তদুপরি সুদ বকেয়া -কে প্রতিনিধিত্ব করে), তদুপরি সুদ ও অন্যান্য চার্জসমূহ ০৬.০৪.২০২৩ থেকে)।
রক্ষিত সম্পদ পুনরুদ্ধার করার জন্য উপলব্ধ সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে, অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৮)-এর নিয়মাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতার মনোযোগ আহ্বান করা হচ্ছে।
স্থাবর সম্পত্তিটির বিবরণ ঃ

সম্পত্তির মালিক - শ্রী মানিক তালুকদার,
মুকুন্দ তালুকদার-এর পুত্র
থাক নং-২৮৬, জে.এল. নং-১২০, ওয়ার্ড নং-১০, আর.এন. রোড, মৌজা-পঞ্চগড়, মাথাভাঙ্গা, থানা-মাথাভাঙ্গা, জেলা-কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৬১৪৬, খতিয়ান নং-২৯৬২, এল.আর. প্লট নং-৪৭০৩ আর.এস. ও ৫৩৫০ এল.আর., এলাকা-৩.৪৮ ডেসিমেল, শ্রেণিবিভাগ-বাস্তু।
সীমানা-
উত্তরে - নিতাই রায় ও অন্যান্য
দক্ষিণে - স্বপ্না রায়
পূর্বে - জ্যোৎস্না বর্মন
পশ্চিমে - ১০ ফুট চওড়া রাস্তা

স্থান : কোচবিহার অনুমোদিত আধিকারিক
তারিখ : ১৮.০৯.২০২৩ সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া / Central Bank of India
মাথাভাঙ্গা ব্রাঞ্চ
মাথাভাঙ্গা
কোচবিহার-৭৩৬১৪৬ মোবাইল নং-৮৩৪৮৬৯০২৬৯

রুল ৮(১) সারফেইসি রুলের অধীন দখল নোটিশ

গত ১৭.০৪.২০২৩ তারিখে নোটিশ আইনের ধারা ১৩ (৪) এর অধীন আমাদের জারি করা বিগত নোটিশের বাতিলকরণের পর এই নোটিশ জারি করা হচ্ছে। উক্ত নোটিশ এতদ্বারা প্রত্যাহার করা হল। যেহেতু সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া মাথাভাঙ্গার অনুমোদিত আধিকারিক সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনানসিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২'এর রুল ৩ সহযোগে পঠিত ধারা ১৩(২) এবং ১৩(১২) এর অধীন তাং ০৭.০১.২০২৩ 'এতে ডিমান্ড নোটিশ **লোন অ্যাকাউন্ট নং ৩৯৬১১৮৩১৩২ (এমএসএমই লোন), ৩৬৫৮৫১৯৭৬৫ (এমএসএমই লোন), ৩৮৭৪৪৮৬৬৫১ (ডব্লিউসিটিএল লোন), ৩৮৭৪৪৮৬৫২৭ (ডব্লিউসিটিএল লোন) এবং ৫১৯৪৯৮৭৩৯৩ (সেন্ট জিইসিএল লোন) নিম্নবর্ণিত ঋণগ্রহীতাকে জারি করে।**

ঋণগ্রহীতা

শ্রী নিরঞ্জন দত্ত
প্রয়াত রবীন্দ্র চন্দ্র দত্তের পুত্র,
হসপিটালপাড়া,
পো:অ:+থানা- মাথাভাঙ্গা
জেলা-কোচবিহার-৭৩৬১৪৬

নোটিশে বর্ণিত অর্থাঙ্ক **টাঃ ৬৪২৫৩৪.৩৬ (ছয় লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার পাঁচশত চৌত্রিশ টাকা এবং ছত্রিশ পয়সা মাত্র)** (যেটি মূল যোগ ০৭/০১/২০২৩ পর্যন্ত ধার্য সুদ এবং ০৮.০১.২০২৩ থেকে অন্যান্য চার্জ উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে আজ পর্যন্ত ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন।
ঋণগ্রহীতা ব্যাংকের পুরো পাওনা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা, গ্যারান্টার এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুল ২০০২ এর রুল ৮ সহযোগে পঠিত উক্ত আইনের ধারা ১৩(৪) এর অধীন তাকে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **সেপ্টেম্বর ২০২৩'এর ১৮তম দিবসে** নিম্নবর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
ঋণগ্রহীতা এবং গ্যারান্টারকে নির্দিষ্টভাবে এবং জনসাধারণকে সাধারণভাবে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে তারা যেন সম্পত্তিটি নিয়ে লেনদেন না করেন এবং লেনদেন করা হলে অর্থাঙ্ক **টাঃ ৬৪২৫৩৪.৩৬ (ছয় লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার পাঁচশত চৌত্রিশ টাকা এবং ছত্রিশ পয়সা)** যেটি মূল যোগ ০৭.০১.২০২৩ পর্যন্ত সুদ এবং ০৮.০১.২০২৩ থেকে অন্যান্য চার্জের জন্য সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার চার্জসাপেক্ষে হবে।
বন্ধকী সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের জন্য সারফেইসি আইনের ধারা ১৩ 'এর উপধারা (৮) এর বিধানাবলিতে প্রাপ্ত বিধানের প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ :

জেলা-কোচবিহার, থানা-মাথাভাঙ্গা, পো:অ: মাথাভাঙ্গা, মৌজা-খাটেরবাড়ি, জেএল নং-১২১, থাক নং-২৮৫, এল আর খতিয়ান নং ২৫৫১, এল আর প্লট নং-৯৭৯২, জমির আয়তন-৫.০০ ডেসিমেল, জমির শ্রেণিবদ্ধকরণ - উদবাস্তু,
দলিল নং I-৭২৬৬ তাং ০৯.০৬.৮৭,
সম্পত্তির মালিক - শ্রী নিরঞ্জন দত্ত
চৌহদ্দি-
উত্তর - অনন্ত রায় ও বাঁধ
দক্ষিণ - রতন রায়
পূর্ব - সুকুমার ঘোষ
পশ্চিম - অজয় বর্মন ও বাঁধ

স্থান : কোচবিহার অনুমোদিত আধিকারিক
তারিখ : ১৮.০৯.২০২৩ সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

সৌরভের 'শিল্পপতি অবতার' ঘোর নাপসন্দ স্নেহশীল অশোকের

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর : রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী থাকাকালীন শিলিগুড়িতে যত বড় বড় প্রকল্পের কাজ হয়েছে, তার বেশিরভাগেরই কখনও শিলান্যাস কিংবা উদ্বোধন করার জন্য ভারতীয় ক্রিকেট দলের তারকা সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে আমন্ত্রণ জানাতেন অশোক ভট্টাচার্য। অশোকবাবু মন্ত্রী থাকাকালীন সৌরভ কতবার যে শিলিগুড়ি এসেছেন, তা হাতে গুনে শেষ করা যাবে না। শুধু শিলিগুড়িতে আসাই নয়, অশোক ভট্টাচার্যের বাড়িতেও গিয়েছেন বহুবার। অশোকবাবুর স্ত্রী রত্না ভট্টাচার্যের হাতের রান্নার প্রশংসাও করেছেন। অশোক ভট্টাচার্যও বেশ কয়েকবার সৌরভের বেহালার বাড়িতে গিয়েছিলেন। মূলত, অশোকের উদ্যোগেই সৌরভকে কলকাতার বুকে জমির ব্যবস্থাও করে দেয় রাজ্য সরকার। কিন্তু সেসব এখন অতীত। এর মধ্যে অশোকবাবুর স্ত্রীও প্রয়াত হয়েছেন। সেসময় একবার ফোন করে অশোকবাবুকে সৌরভ বলেছিলেন, তিনি একবার তাঁর বাড়িতে আসবেন। কিন্তু না, সৌরভ আর আসেননি। শুধু তাই নয়, দীর্ঘদিন ধরে প্রাক্তন মন্ত্রী অশোকের সঙ্গে কোনও যোগাযোগও রাখেন না প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেট অধিনায়ক।

কেন এরকম হল? ভারতীয় দলের উইকেটরক্ষক হিসেবে ভালো পারফরমেন্স সত্ত্বেও ঋদ্ধিমান সাহাকে ভারতীয় দল থেকে বাদ পড়ার সময় বিসিসিআইয়ের সভাপতি ছিলেন সৌরভ। শিলিগুড়ির ছেলে ঋদ্ধিমান বাদ পড়ার সময় অশোক শিলিগুড়ির মেয়র। তিনি সৌরভকে চিঠি লিখেছিলেন, 'তোমাকে যখন দল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল, তখন আমরা যেমন তোমার পাশে দাঁড়িয়েছিলাম, তেমনি তোমারও ঋদ্ধিমানের পাশে থাকা উচিত।' প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক চিঠিটি পেয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু এর কোনও উত্তর দেননি। তবে কি সেই কারণেই অশোকের সঙ্গে এখন কিছুটা দূরত্ব তৈরি হয়েছে মহারাজের? অশোকের কথায়, 'ঋদ্ধিমানের বিষয়টি আমি বলেছিলাম। বিষয়টি হয়তো ও ভালোভাবে নেয়নি। তাই ও আর ফোন করেনি।'

ঋদ্ধিমানের বিষয়টি আমি বলেছিলাম। বিষয়টি হয়তো ও ভালোভাবে নেয়নি। তাই ও আর ফোন করেনি।
–অশোক ভট্টাচার্য

তবে সৌরভ যোগাযোগ না রাখলেও ক্রিকেটার সৌরভকে এখনও ভালোবাসেন অশোক। বললেন, 'সৌরভের বিপদের সময় আমি, বুদ্ধবাবু (বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য) ওঁর পাশে দাঁড়িয়েছিলাম। ও যখন দল থেকে বাদ পড়েছিল, তখন আমরা একটা জনমত তৈরি করেছিলাম। কারণ সৌরভ শুধু বাংলার নয়, ভারতের গর্ব। ওঁর মতো অধিনায়ক ভারতীয় দলে কোথায়? এই বিষয়ে আমি ওঁর সঙ্গে ছিলাম এবং এখনও আছি।'

যদিও মাদ্রিদে গিয়ে সৌরভের শিল্প ঘোষণাকে ভালোভাবে দেখছেন না শিলিগুড়ির প্রাক্তন বিধায়ক। তাঁর মন্তব্য, 'শিল্পের ঘোষণা মাদ্রিদ থেকে না করে যদি সৌরভ কলকাতা থেকে করতেন, তবে তা মানুষের কাছে স্পষ্ট হত। কারণ এটা এখনও অস্পষ্ট থেকে গেল। এর জন্য মাদ্রিদ থেকে শিল্পের ঘোষণা করার কোনও দরকার ছিল না। আমার এটা ভালো লাগেনি।' যদিও সত্তরোর্ধ্ব এই বাম কমরেডের ঘোষণা, 'ক্রিকেটার সৌরভের সমর্থক আমি থাকব। কিন্তু রাজনীতিবিদ কিংবা শিল্পপতি সৌরভের জন্য নয়।'

কোচবিহার বিমানবন্দর

আরও একটি উড়ান চালুর সম্ভাবনা

কোচবিহার, ১৯ সেপ্টেম্বর : কোচবিহার বিমানবন্দর থেকে আরও একটি বিমান ওড়ানো নিয়ে পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। এখনকার যে বিমানটি রয়েছে, তাতে নয়টি সিটের ব্যবস্থা রয়েছে। এর চেয়ে বড় একটি বিমানও চালু হতে পারে। কলকাতা–কোচবিহার সেই বিমানের সম্ভাব্য রুট। কোচবিহারের জেলা শাসক মঙ্গলবার বলেন, 'একটি কোম্পানির সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। শীঘ্রই নতুন আরেকটি বিমান চালু হতে পারে। কিছু টেকনিকাল কাজ রয়েছে। আশা করছি, তিন–চার মাসে পরিকাঠামো ঠিক হয়ে যাবে।'

এদিকে, কোচবিহার বিমানবন্দরের রানওয়ে বাড়ানোর জন্য রাজ্য সরকারের তরফে এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার কাছে বিস্তারিত রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে। সেই সংক্রান্ত বিষয় এয়ারপোর্ট অথরিটির প্ল্যানিং ডিপার্টমেন্টে রয়েছে। কোচবিহার এয়ারপোর্ট নিয়ে মঙ্গলবার জেলা শাসকের দপ্তরে ওই বৈঠক হয়। এয়ারপোর্ট সংলগ্ন এলাকায় কয়েকটি গাছ কাটা, আরও সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো, রাস্তা ঠিক করা, রানওয়ে সংস্কার সহ বিভিন্ন পরিকাঠামোগত কাজ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, কোচবিহার বিমানবন্দরের আধিকারিক সহ অন্যরা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

ডেটা সায়েন্সে নয়া দিশা পিআই ডেটা সেন্টারে

নিউজ ব্যুরো

১৯ সেপ্টেম্বর : ভিআইটি–এপি ইউনিভার্সিটি ও পিআই ডেটা সেন্টার এবার ডেটা সায়েন্সের ব্যবহার আরও উন্নত করে তুলতে মউ স্বাক্ষর করল। হায়দরাবাদে পিআই ডেটা সেন্টারের নতুন অফিসের উদ্বোধনের সময় এই অনুষ্ঠানটি হয়। ডেটা সেন্টারের ফাউন্ডার ও সিইও কল্যাণ মুপ্পানেনি ও ভিআইটি–এপি ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলার ডঃ এসভি কোটা রেড্ডি এই মউ সই করেছেন। উপস্থিত ছিলেন আইএএস ও প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি তেলেঙ্গানা সরকার জয়েস রঞ্জন, ইউএস কনসালেট জেনারেল (অ্যাক্টিং) রেবেকা দ্রামে। তেলেঙ্গানার ব্রিটিশ ডেপুটি হাই কমিশনার গ্যারেথ উইন আওয়েন, ভিআইটি–এপি ইউনিভার্সিটির ডিরেক্টর অফ আইআইইসি ডঃ অমিত চাভন। মউ–এর আওতায় পিআই ডেটা সেন্টারগুলি ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রোগ্রামের উপর সচেতনতা, সিকিউরিটি যা নিশ্চিত করবে হাই–পারফরমেন্স এবং ডেটা প্রোটেকশনের উপর আরও কাজ করবে। এই অ্যাক্টিভিটিগুলির মধ্যে থাকবে সেমিনার, ওয়ার্কশপ, ফ্যাকাল্টি ট্রেনিং, স্টুডেন্ট ইনটার্নশিপ। ভিআইটি–এপি ইউনিভার্সিটির উন্নত পরিকাঠামো ও কম্পিউটার সায়েন্স স্পেশালিটিস–এর উপর বিশেষ নজর সম্পূর্ণ প্রোগ্রামটি চালিয়ে যেতে সাহায্য করবে।

ছাদ থেকে পড়ে মৃত্যু

খড়িবাড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর : বাড়ির ছাদ থেকে পড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হল এক যুবকের। মৃতের নাম রাহুল রায় (২৪)। সোমবার রাত ৩টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে খড়িবাড়ির পশ্চিম হাওদাভিটা এলাকায়। গরমের দিনে প্রায় প্রতি রাতে ছাদেই ঘুমোতেন ওই যুবক। কিন্তু হঠাৎ সোমবার গভীর রাতে আওয়াজ শুনতে পেয়ে পরিবারের সদস্যরা ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। বাড়ির পাশের গলিতে পাকা রাস্তায় রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন ওই যুবককে। গুরুতর অবস্থায় তৎক্ষণাৎ তাঁকে খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। খড়িবাড়ি থানার ওসি সুদীপ বিশ্বাস জানান, মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

গণেশ চতুর্থীতে অশ্বত্থপাতার ওপর গণেশ আঁকলেন ইসলামপুর শহর সংলগ্ন শ্রীকৃষ্ণপুরের গৃহবধূ দেবমিত্রা প্রামাণিক পাল। ছবি : রাজু দাস

খেতে কুয়োয় পড়ে হস্তীশাবকের মৃত্যু

শামুকতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর : হাতির দলের সঙ্গে খাবারের খোঁজে বক্সা ব্যাঘ্র–প্রকল্পের জঙ্গল লাগোয়া উত্তর শিবকাটা গ্রামে চলে এসেছিল এক হস্তীশাবক। হাতির দল ফিরে গেলেও দুই বছরের পুরুষ হস্তীশাবকটি চাষের জমিতে মাঝখানে থাকা জলসেচের জন্য তৈরি কুয়োয় পড়ে যায়। বিষয়টি ওই হাতির দলের নজরে পড়েনি।

বনকর্মীরা সেটিকে বাঁচানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন। কুয়োতে পড়ে বেঘোরে প্রাণ গেল ওই হস্তীশাবকের। বক্সা ব্যাঘ্র–প্রকল্পের ইস্ট রাজাভাতখাওয়া রেঞ্জের জঙ্গল লাগোয়া মাঝেরডাবরি গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর শিবকাটার শীতলপোঁতা এলাকায় এই ঘটনা ঘটেছে।

মঙ্গলবার সকালে কৃষকরা চাষের খেতে গিয়ে দেখতে পান, তাঁদের ধানখেত তছনছ করে দিয়েছে হাতির দল। এরপরই তাঁরা দেখতে পান, মাঠের মাঝখানে থাকা কুয়োর ওপরের রিং ভেঙে রয়েছে। তাঁরা এগিয়ে গিয়ে দেখতে পান, একটি হস্তীশাবক কুয়োর ভেতরে পড়ে রয়েছে। খবর দেওয়া হয় বন দপ্তরের কর্মীদের। রেঞ্জ অফিসার সহ বন দপ্তরের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান।

এরপরেই চলতে থাকে হস্তীশাবককে কুয়ো থেকে তোলার জন্য তৎপরতা। ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় রীতিমতো কপিকল বানিয়ে হস্তীশাবকটিকে ওপরে তোলেন বনকর্মীরা। কিন্তু কুয়োতে পড়ে প্রচণ্ড আঘাত লাগে হস্তীশাবকটির। তাতেই শাবকটির মৃত্যু হয়েছে।

উত্তর শিবকাটায় মৃত হস্তীশাবকের দেহ ঘিরে গ্রামবাসী ও বনকর্মীদের ভিড়।

“চাষের জমিতে মাঝখানে থাকা জলসেচের জন্য তৈরি কুয়োতে হস্তীশাবকটি পড়ে গিয়েছিল। বনকর্মীরা সেটিকে বাঁচানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন। কুয়োতে পড়ে ওই হস্তীশাবকের মৃত্যু হয়েছে বলে মনে করছি। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।

–পারভিন কাশোয়ান *ডেপুটি ফিল্ড ডিরেক্টর, পশ্চিম বিভাগ বক্সা ব্যাঘ্র–প্রকল্প*

রেঞ্জ অফিসার নুর ইসলাম বলেন, 'হস্তীশাবকটির কুয়োয় পড়ে আঘাত লেগে মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করছি। তবে ময়নাতদন্তের পরেই মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।' এদিকে, হস্তীশাবকের মৃত্যুর খবর পেয়ে চাষের খেতে দলে দলে মানুষ এসে ভিড় করেন।

বক্সা ব্যাঘ্র–প্রকল্পের পশ্চিম বিভাগের ডেপুটি ফিল্ড ডিরেক্টর পারভিন কাশোয়ান বলেন, 'চাষের জমিতে মাঝখানে থাকা জলসেচের জন্য তৈরি কুয়োতে হস্তীশাবকটি পড়ে গিয়েছিল। বনকর্মীরা সেটিকে বাঁচানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন। কুয়োতে পড়ে ওই হস্তীশাবকের মৃত্যু হয়েছে বলে আমরা মনে করছি। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।'

ওই গ্রামের বাসিন্দা রঞ্জিত দাস জানান, পানবাড়ি জঙ্গল থেকে হাতির দল বের হয়ে এসে প্রতিনিয়ত লোকালয়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। বন দপ্তর সমস্যা মেটাতে ব্যবস্থা নিচ্ছে না বলেও তাঁর অভিযোগ। হাতির হানা ঠেকাতে গ্রামের চারপাশে বৈদ্যুতিক তারের বেড়া দেওয়ার দাবিও তিনি তুলেছেন।

জলপাইগুড়ির সেন্টারের বিরুদ্ধে অভিযোগের ভিডিও ভাইরাল

নার্সিং প্রশিক্ষণে প্রতারণা

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর : প্রশিক্ষণের শুরুতে চাকরির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও আখেরে তা মিলছে না। চাকরি না পেয়ে জলপাইগুড়ি শহরের পান্ডাপাড়া এলাকার একটি বেসরকারি নার্সিং ট্রেনিং সেন্টারের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ উঠল। ওই সেন্টারে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রীরা চাকরি না পেয়ে একটি ভিডিওতে তাঁদের ক্ষোভ উগরে দেন। তাঁদের অভিযোগ, দাবিমতো টাকা দিয়ে প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর তাঁদের যে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে, তা দেখিয়ে কোথাও চাকরি মিলছে না। ওই ভিডিওটি বর্তমানে ভাইরাল হয়েছে। যদিও সেই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ।

ঘটনার কথা জানাজানি হতেই জলপাইগুড়ি শহরজুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। কীভাবে শহরের বুকে একটি নার্সিং ট্রেনিং সেন্টার কীভাবে 'প্রতারণা' করেছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। আদৌ কি এই সংস্থার বৈধ কাগজপত্র রয়েছে? এই বিষয়ে জেলা প্রশাসন বা স্বাস্থ্য দপ্তরে কোনও অভিযোগ জমা না পড়লেও ভিডিও ভাইরাল হওয়ায় মঙ্গলবার জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের এক প্রতিনিধিদল ওই সংস্থার অফিসে যায়। এক স্বাস্থ্য আধিকারিকের নেতৃত্বে পাঁচজন ওই সেন্টারে গিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে কথা বলেন।

জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক অসীম হালদার বলেন, 'এই বিষয়ে এখনও কোনও অভিযোগ আমার কাছে আসেনি। কিন্তু একটি ভিডিও হাতে আসার পর স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রতিনিধিদের খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য পাঠানো হয়েছিল। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

খোঁজ নিল স্বাস্থ্য দপ্তর

- বেসরকারি নার্সিং ট্রেনিং সেন্টারের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ
- যে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে, তা দেখিয়ে কোথাও চাকরি মিলছে না
- প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রীরা চাকরি না পেয়ে একটি ভিডিওতে তাঁদের ক্ষোভ উগরে দেন
- ভিডিও ভাইরাল হওয়ায় মঙ্গলবার জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের এক প্রতিনিধিদল ওই সংস্থার অফিসে যায়

কয়েক বছর আগে পান্ডাপাড়ার একটি বাড়িতে ওই নার্সিং ট্রেনিং সেন্টারটি চালু হয়। যে সাইনবোর্ডটি সেখানে লাগানো হয়েছে, তাতে লেখা রয়েছে, ওই সেন্টারে নার্সিংয়ের বিএসসি এবং জিএনএম ট্রেনিংয়ের কোর্স করানো হয়ে থাকে। সম্প্রতি আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটা এলাকা থেকে একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়। যেখানে দেখা যায়, কয়েকজন মহিলা ওই নার্সিং ট্রেনিং সেন্টারটির বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ করছেন।

তাঁদের একজন জানান, তাঁরা ওই সেন্টারে প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য এক বছরের কোর্সে ভর্তি হয়েছিলেন। এর জন্য তাঁদের কাছ থেকে ২০ হাজার টাকা করে নিয়েছিল সংস্থাটি। কিন্তু মাস ছয়েক পরেই ওই সেন্টারের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়, কোর্স শেষ হয়ে গিয়েছে। সার্টিফিকেটের জন্য কোনও পরীক্ষা দিতে হবে না। ফি ছাড়া অতিরিক্ত পাঁচ হাজার টাকা দিলেই সার্টিফিকেট দেওয়া হবে। সেই মতো তাঁরা অতিরিক্ত টাকা দিয়ে সার্টিফিকেট সংগ্রহ করেন।

কিন্তু সেই সার্টিফিকেট নিয়ে ওই মহিলারা যখন নার্সিংহোমে চাকরির জন্য আবেদন করছেন, তখন তাঁদের বলা হচ্ছে ওই সার্টিফিকেটের কোনও গুরুত্ব নেই। সার্টিফিকেট অনুযায়ী তাঁরা যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নার্স, তাও মানতে চাইছে না কোনও নার্সিংহোম।

ওই ভিডিওতে অপর একজন মহিলা জানিয়েছেন, ২০২০–২০২১ সালে তাঁরা একসঙ্গে ১০০ জন প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। প্রশিক্ষণের শুরুতেই তাঁদের বলা হয়েছিল যে সার্টিফিকেট দেওয়া হবে, তা দিয়ে সরকারি চাকরি হবে না। কিন্তু নার্সিংহোমে চাকরির সুযোগ মিলবে। কিন্তু গত তিন বছর ধরে তাঁদের কেউই কোনও নার্সিংহোমে চাকরি পাননি। শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমের তরফে তাঁদের কয়েকজনকে ওয়ার্ডগার্ল হিসেবে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ওই সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে নার্সের স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি।

ওই মহিলারা আগামীতে বিষয়টি নিয়ে জেলা প্রশাসনের দ্বারস্থ হবেন বলে জানিয়েছেন। সংশ্লিষ্ট ট্রেনিং সেন্টারটির কর্তৃপক্ষ এই বিষয়টি নিয়ে কোনও কথা বলতে রাজি হয়নি।

পাটচাষিদের মিছিল

জলপাইগুড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর : উত্তরবঙ্গ পাটচাষি সংগ্রাম কমিটি মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি বিভাগীয় কমিশনারের কাছে তাদের দুরবস্থার কথা জানাল। আট দফা দাবি জানানো হয়েছে। কোচবিহার জেলার রহুল আমিন, জলপাইগুড়ি জেলার হরিভক্ত সর্দার, দার্জিলিং জেলার আবুল কাসেম, আলিপুরদুয়ার জেলার একতা রায়ের নেতৃত্বে মিছিল বের হয়। মিছিল করে কমিটির তরফে বিভাগীয় কমিশনারের উদ্দেশে আট দফা দাবি জানানো হয়। সংগঠন জানিয়েছে, সারা দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভালো ও উন্নত প্রজাতির পাট উৎপন্ন হয় উত্তরবঙ্গে। অথচ উত্তরবঙ্গের পাটচাষিরাই বঞ্চিত। পাট উৎপাদনের খরচ যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। সার, কীটনাশকের দাম লাগামছাড়া।

“সত্তরের দশকে পাটচাষিদের সুবিধার্থে কেন্দ্রীয় সরকার জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া গঠন করেছিল। অথচ এই কর্পোরেশনের কোনও প্রতিনিধি উত্তরবঙ্গে পাট কিনছে না। খোলা বাজারে অসাধু ফড়ে এবং দালালদের নিয়ন্ত্রণে চলে গিয়েছে।'

–হরিভক্ত সর্দার *আন্দোলনকারীদের নেতা*

দাবিপত্র দেওয়ার পর হরিভক্ত সর্দার বলেন, 'সত্তরের দশকে পাটচাষিদের সুবিধার্থে কেন্দ্রীয় সরকার জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া গঠন করেছিল। অথচ এই কর্পোরেশনের কোনও প্রতিনিধি উত্তরবঙ্গে পাট কিনছে না। খোলা বাজারে অসাধু ফড়ে এবং দালালদের নিয়ন্ত্রণে চলে গিয়েছে। ফলে পাটচাষিরা ক্ষতির মুখে পড়ছেন।' তিনি জানান, পাটচাষিদের স্বল্প সুদে ঋণ দেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে। এছাড়া, উত্তরবঙ্গজুড়েই জলাশয় বুজিয়ে বহুতল বাড়ি নির্মাণ করা হচ্ছে। ফলে পাটচাষিরা পাট পচানোর জায়গার অভাবে বহু সময়েই বিপাকে পড়েন। সেই সমস্যার কথাও জানানো হয়েছে।

সংগঠনের দাবি, উত্তরবঙ্গের পাটচাষিদের সুবিধার্থে মহানন্দা নদীর তীরবর্তী এলাকায় সরকারি উদ্যোগে পাটকল স্থাপন করা জরুরি। পাটকল স্থাপিত হলে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে।

করোনার সময় থেকে বন্ধ প্যাসেঞ্জার ট্রেন চালুর দাবি

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১৯ সেপ্টেম্বর : করোনাকাল থেকে বন্ধ। তারপর থেকে আর চালুই করা হয়নি আলিপুরদুয়ার জংশন থেকে শিলিগুড়ি জংশন অবধি চলা প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি। অথচ ট্রেনটির পরিচিতি ছিল ডুয়ার্সের গরিবের ট্রেন হিসেবে। কম ভাড়ায় আলিপুরদুয়ার জংশন থেকে শিলিগুড়ি যাতায়াতের ক্ষেত্রে চা বাগান ঘেরা ডুয়ার্সের বিস্তীর্ণ জনপদের বাসিন্দাদের অন্যতম মূল ভরসা ছিল ওই ট্রেনেই। ডুয়ার্সের ছোট, বড়, মাঝারি সমস্ত স্টেশনেই স্টপ থাকা ট্রেনটি ফের চালু করার দাবি ক্রমশ জোরালো হচ্ছে নানা মহল থেকে। আলিপুরদুয়ারের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী জন বারলা বলেন, যে সমস্ত ট্রেন করোনার সময় বন্ধ হয়েছিল সেগুলি যাতে ফের চালু করা যায় এমন কথা রেলকে বলা হয়েছিল। ফের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। জলপাইগুড়ির সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত রায় বলছেন, গত ১১ সেপ্টেম্বর রেল আধিকারিকদের উপস্থিতিতে আলিপুরদুয়ারে একটি বৈঠক হয়েছিল। সেখানে বর্তমানে যে ডিএমইউ ট্রেনটি চলছে সেটিকে বানারহাট, নাগরাকাটা, চালসার মতো নানা স্টেশনে স্টপ দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে। রেল বিষয়টি দেখছে বলে আধিকারিকরা জানিয়েছেন।

করোনাপর্বের আগে সকালে শিলিগুড়ি যেতে ডুয়ার্সের বাসিন্দাদের কাছে ইন্টারসিটি ও প্যাসেঞ্জার এই দুই ট্রেনে চাপার সুযোগ ছিল। এর মধ্যে প্যাসেঞ্জারের ভাড়া ছিল নামমাত্র। যেমন নাগরাকাটা স্টেশন থেকে শিলিগুড়ি যেতে লাগত মাত্র ২০ টাকা। ওই ট্রেনটির ন্যূনতম ভাড়া ছিল ১০ টাকা।

ফলে চা শ্রমিক, ব্যবসায়ী, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পছন্দের তালিকায় প্রথমেই ছিল প্যাসেঞ্জার। এখন সকালে শিলিগুড়ি যেতে বেশিরভাগ স্টেশনে থামে এমন ট্রেন হিসেবে ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস রয়েছে বটে। তবে ভাড়া প্যাসেঞ্জারের চেয়ে বেশি। যেমন নাগরাকাটা থেকে ৪০ টাকা।

অন্যদিকে শিলিগুড়ি থেকে সকালে ডুয়ার্সে আসতে রয়েছে ভোরের ধুবড়ি ডিএমইউ ইন্টারসিটি ও তার ঘণ্টা দুয়েক পর শিলিগুড়ি–বামনহাট ইন্টারসিটি। ব্যবসার কাজে প্রতিদিন শিলিগুড়ি থেকে নাগরাকাটায় আসেন বাদল সরকার। তিনি বলেন, বামনহাট ইন্টারসিটির নিউ মাল জংশন পর্যন্ত ৪টি স্টেশনে স্টপ রয়েছে। অথচ এরপর চালসা, নাগরাকাটা, ক্যারনে না থেমে একবারে বানারহাটে স্টপ দিচ্ছে। ফলে আমার মতো অনেকেই আর ট্রেনে যাতায়াত করতে পারছেন না। অন্যদিকে, ভোরের ট্রেনটি সবার পক্ষে ধরা সম্ভব নয়। ডুয়ার্সের অন্য স্টেশনেও বামনহাটের স্টপের দাবি জানিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি। লুকসান ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মিন্টু গোস্বামী বলেন, ডুয়ার্সের ব্যবসায়ীরা শিলিগুড়ির ওপর নির্ভরশীল। আগে যখন প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি চালু ছিল তখন মালপত্র নিয়ে খুব সহজেই যাওয়া–আসা করা যেত। এখন দারুণ সমস্যার মধ্যে পড়তে হচ্ছে। বানারহাট ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি ডাঃ পার্থপ্রতিম বলেন, এখন সকালে শিলিগুড়ি যেতে বেশি ভাড়ার ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস থাকলেও পরিষেবা পুরোনো প্যাসেঞ্জারের মতোই। আবার শিলিগুড়ি থেকে ফেরত আসার সময় বিকেলে যে ট্রেন রয়েছে তা জংশন থেকে। একটা সময় টাউন স্টেশন থেকেও ধরা যেত। মহাবীরস্থান থেকে মালপত্র কেনা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের এতে খুব সুবিধা হত।

নাগরাকাটা সাংস্কৃতিক মঞ্চের সম্পাদক কেয়া বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি ফের চালুর দাবিতে আমরা শীঘ্রই রেলকে চিঠি দেব। আগে বহুবার লিখিতভাবে জানানো হয়েছিল। রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইক সম্প্রতি নাগরাকাটায় এসেছিলেন। বিষয়টি নিয়ে তাঁরও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

ডুয়ার্সের পথে যাত্রীবাহী ট্রেন। –সংবাদচিত্র

একনজরে

- আলিপুরদুয়ার জংশন থেকে শিলিগুড়ি জংশন অবধি চলত প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি
- নামমাত্র ভাড়া থাকায় সেই ট্রেনে বাগান শ্রমিকদের যাতায়াতের খুব সুবিধে হত
- ডুয়ার্সের ব্যবসায়ীদেরও শিলিগুড়ি থেকে মালপত্র আনা সহজ হত
- সেই ট্রেন বন্ধ থাকায় ক্ষোভ জমছে ডুয়ার্সে

আলাদা রাজ্যের দাবিতে বৈঠক

জয়গাঁ, ১৯ সেপ্টেম্বর : আলাদা রাজ্যের দাবিতে আন্দোলন কি তবে দানা বাঁধছে উত্তরে? মঙ্গলবার এই বঙ্গভঙ্গের দাবি নিয়েই দলসিংপাড়ায় বৈঠক করলেন ১২টি সংগঠনের প্রতিনিধিরা। সেখানে অংশগ্রহণকারী সব সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি জোট তৈরি হয়েছে দাবি আদায়ের লক্ষ্যে। যদিও দাবি আদায়ের ক্ষেত্রে কর্মসূচি কী হবে, বা আন্দোলনের রূপরেখা কী, সেব্যাপারে এদিন উপস্থিত নেতারা কোনও মন্তব্য করেননি। এরপরের বৈঠক হবে শিলিগুড়িতে। সেই বৈঠকের পর এসব প্রশ্নের জবাব মিলতে পারে।

সোম ও মঙ্গলবার, জয়গাঁ ও দলসিংপাড়ায় বৈঠক করলেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা নেতা বিমল গুরুং। সোমবার জয়গাঁয় মোর্চা কর্মীদের নিয়ে বৈঠক করেছিলেন। আর মঙ্গলবার ১২টি সংগঠনের নেতাদের নিয়ে বৈঠক করলেন। গত সপ্তাহে দার্জিলিং জেলার সিঙ্গিমারিতে সব সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে আরও একটি বৈঠক করেছিলেন বিমল। তখনই জানানো হয়েছিল জয়গাঁর বৈঠক নিয়ে।

মঙ্গলবার দলসিংপাড়ার গোর্খা ভবনে তিন ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে বিমলের নেতৃত্বে ওই বৈঠক চলে। ওই বৈঠকের চৌহদ্দিতে বাইরের কাউকে ঘেঁষতে দেওয়া হয়নি। বৈঠকে কী কী আলোচনা হল, তা নিয়ে বিশদে প্রশ্ন করা হলেও উত্তর এড়িয়ে গিয়েছেন বিমল। এদিনের বৈঠকে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা, কামতাপুর প্রগ্রেসিভ পার্টি, গ্রেটার কোচবিহার অ্যাসোসিয়েশন, নর্থবেঙ্গল পিপলস পার্টি, কামতাপুর পিপলস পার্টি (ইউনাইটেড), উত্তরবঙ্গ নস্যশেখ যুব পরিষদের মতো সংগঠন অংশ নিয়েছিল।

দলসিংপাড়ায় বৈঠকে বিমল গুরুং। –সংবাদচিত্র

কেপিপি'র সাধারণ সম্পাদক উত্তমকুমার রায় বলেন, 'আমাদের একটিই দাবি। আটটি জেলা নিয়ে পৃথক রাজ্য গঠন করা। যে কোনও মূল্যে আমরা সেই দাবি পূরণ করতে চাই।' তাঁর কথায়, 'খুব শীঘ্রই শিলিগুড়ির বৈঠকে আমাদের ওই যৌথ সংগঠনের নাম চূড়ান্ত করা হবে এবং আগামীদিনের কর্মসূচির রূপরেখা তৈরি করা হবে।'

তাঁদের এই দাবিতে পাশে পাওয়া যাবে কোন সরকারকে? কেন্দ্র না রাজ্য? এপ্রসঙ্গে উত্তমের সাফ কথা, আমাদের দাবির কথা দুই সরকারই জানে। আমরা আমাদের লড়াই নিজের মতো করে লড়ব।

বিমলদের এই বৈঠককে বিশেষ গুরুত্ব দিতে রাজি নয় তৃণমূল কংগ্রেস। বৈঠক প্রসঙ্গে আলিপুরদুয়ারের তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান মৃদুল গোস্বামী বলেন, 'পাহাড়ে হালে পানি না পেয়ে বিমল গুরুং এখন ডুয়ার্সে ঘোলা জলে মাছ ধরতে নেমেছেন। তাঁর ওই অলীক স্বপ্নপূরণ হবে না। আমাদের দল বাংলাভাগের চক্রান্ত রুখবেই।' বিজেপির মন্তব্য জানতে কালচিনির বিজেপি বিধায়ক বিশাল লামাকে ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি ফোন ধরেননি।

রংধামালিতে হস্তচালিত চা কারখানা

জলপাইগুড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর : জলপাইগুড়ির রংধামালিতে মঙ্গলবার একটি হস্তচালিত মিনি চা কারখানার উদ্বোধন করা হয়। কারখানাটি পরিচালনা করবে রুকরুকা এফপিও।

জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সহযোগিতায় ও একাধিক বেসরকারি সংস্থার ব্যবস্থাপনায় এই চা কারখানাটি চালু হয়। জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সভাপতি রজতকুমার রায়কার্জি জানান, এই কারখানায় হ্যান্ডমেড চা তৈরির পর প্যাকেটের ওপর বার কোড লাগানো থাকবে।

নিরাপত্তা উড়িয়ে ঝুঁকির যাতায়াত

নিবেদিতা দাস

মাটিগাড়া, ১৯ সেপ্টেম্বর : যাত্রী নিরাপত্তার বালাই নেই মহকুমা এলাকার বিভিন্ন রাস্তায়। বিশেষ করে যে রাস্তাগুলো পাহাড়ের দিকে চলে গিয়েছে। সেই রাস্তাগুলোতে যাত্রী পরিবহণে নিয়ম মানছে না অটোগুলি। এমনটাই অভিযোগ স্থানীয়দের। মাটিগাড়ার খাপরাইল মোড় থেকে খাপরাইল, গাড়িধুরা দিকের রাস্তায় নিয়ম ভাঙার এই ছবি হামেশাই দেখা যায়। একই দৃশ্য পানিঘাটা থেকে ত্রিহানা যাওয়ার রাস্তাতেও। এই রুটের অটোগুলো প্রতিদিনই এভাবে যাত্রী নিয়ে চলাচল করলেও প্রশাসনের কোনও হেলদোল নেই বলে অভিযোগ। ফোন না তোলায় এবিষয়ে এডিসিপি ট্রাফিক পূর্ণিমা শেরপার প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

এদিন খাপরাইল মোড় থেকে খাপরাইলের দিকে যেতেই নজরে পড়ল, ছোট গাড়িতে যাত্রীরা ঝুলে যাতায়াত করছেন। ওই রুটে অটোচালকরা বেশি ভাড়াও নিচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। নিয়ম ভেঙে পণ্যবাহী ছোট গাড়িগুলিও বাদুড়ঝোলা করে যাত্রী নিয়ে যাচ্ছে।

যাত্রীসুরক্ষার বিষয়টি এড়িয়ে এভাবে ঝুঁকির যাতায়াত কেন? কম টাকার বিনিময়ে পণ্যবাহী গাড়িগুলিতে যাচ্ছে কিছু মানুষ। এতে যে কোনও মুহূর্তে দুর্ঘটনার আশঙ্কা করছেন অনেকে।

মাটিগাড়া থেকে গাড়িধুরা রুটে যাতায়াত করেন শান্তি রায়। তিনি বললেন, 'প্রতিদিন আট থেকে দশটি ছোট মালবাহী গাড়ি এভাবেই লোক নিয়ে যাতায়াত করে। তবে তাদের মধ্যে বেশিরভাগই শ্রমিক। অটোর থেকে কম টাকা ভাড়া হওয়ায় মালবাহী গাড়িতে এভাবেই ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করেন অনেকে। বিষয়টি প্রশাসনের দেখা উচিত বলে তাঁর মন্তব্য।

ছোট গাড়ির পেছনে ঝুলে যাচ্ছে পড়ুয়ারা। মঙ্গলবার। –সংবাদচিত্র

পানিঘাটা থেকে ত্রিহানা যাওয়ার রাস্তাতেও ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করছে পড়ুয়ারা। বেশিরভাগ চার চাকার অটো ছাদের ওপরে ছাত্রদের নিয়ে যাতায়াত করছে। ভেতরেও ঠেসে চলছে যাত্রী পরিবহণ। যদিও মাটিগাড়া–গাড়িধুরা এবং পানিঘাটা–ত্রিহানা রুটের অটোচালকরা অতিরিক্ত যাত্রী পরিবহণের বিষয়টি অস্বীকার করেছেন।

সপ্তম শ্রেণির ছাত্র দিবস ছেত্রী বলে, পানিঘাটা থেকে ত্রিহানা পর্যন্ত খুব কম গাড়ি চলাচল করায় আমাদের এভাবেই যাতায়াত করতে হয়। পানিঘাটার বাসিন্দা পরেশ ওরাওঁয়ের বক্তব্য, এখানকার মানুষ এইসব অটোর ওপরই নির্ভর করেন। তাঁর অভিযোগ, পুলিশের চোখের সামনেই এভাবে ছাদের ওপরে স্কুল ছাত্র নিয়ে যায় গাড়িগুলি। দিনের পর দিন এমনটা চলছে। দেখার কেউ নেই। কোনও অঘটন ঘটে গেলে এর দায় নেবে কে, প্রশ্ন পরেশের।

ইসলামপুর মণ্ডলপাড়ার যুব সংঘের এবছর প্রথম গণেশপুজো। মঙ্গলবার রাজু দাসের তোলা ছবি।

বিরোধীরা অসুস্থ, দাবি অনীতের

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর : পাহাড়ে যে সব রাজনৈতিক দল জমির পাট্টার বিরোধিতা করছে, তাদের নেতা–নেত্রীদের অসুস্থ বলে মন্তব্য করলেন ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা (বিজিপিএম)–এর সভাপতি ও জিটিএ প্রধান অনীত থাপা। মঙ্গলবার মিরিকে অনীত বলেন, 'সমালোচনা না করে বিরোধীরা নিজেদের কাজটা করুন। বিজেপিও ওই বিরোধী জোটে রয়েছে। যে বিজেপি ২০০৯ সাল থেকে গোর্খাল্যান্ড এবং ১১টি জনজাতির তপশিলি উপজাতির মর্যাদা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসছে। কিন্তু কী করছে বিজেপি?' তাঁর সংযোজন, 'জমির পাট্টা নিয়ে চিৎকার না করে বিজেপি এবং তার সঙ্গে থাকা রাজনৈতিক দলগুলি এই দাবি আদায়ের জন্য দরবার করুন।'

আগামী রবিবার দার্জিলিংয়ে বিশাল জনসভার ডাক দিয়েছে বিজিপিএম। এই সভাকে সফল করতে মঙ্গলবার মিরিকে দলের নেতা–কর্মীদের নিয়ে বৈঠক করেন অনীত থাপা। সেখানে তিনি বলেন, 'আমরা পাঁচ ডেসিমাল জমির পাট্টার ব্যবস্থা করেছিলাম। কিন্তু বিজেপির নেতৃত্বাধীন জোটে থাকা রাজনৈতিক দলগুলি প্রথম থেকেই এর বিরোধিতায় সরব হয়েছে। অথচ এই বিজেপি এবং তার সহযোগী দলগুলি গোর্খাল্যান্ড নিয়ে কিছু করতে পারছে না, এটা লজ্জাজনক।'

তিনি বলেছেন, 'চা বাগান শ্রমিকদের পাশে সবসময় আমরা রয়েছি। বাগান শ্রমিকরা যাতে দাবিমতোই পুজোর বোনাস পান, সেটাও দেখা হচ্ছে। শ্রমিকদের দখলে থাকা পুরো জমির পাট্টা দেওয়ার দাবিতে আমরাই প্রথম রাজ্য সরকারকে চিঠি লিখেছি। মুখ্যমন্ত্রী স্পেন থেকে ফিরলে কলকাতায় গিয়ে বৈঠক করব। শ্রমিকদের মর্যাদা দেওয়াটাই আমাদের লক্ষ্য।'

অনীতের অভিযোগ প্রসঙ্গে বিজেপির দার্জিলিং পার্বত্য শাখার সভাপতি কল্যাণ দেওয়ান বলেন, 'বিরোধীদের আন্দোলনের চাপে পড়েই অনীতরা রাজ্যকে বলে পাট্টার সমীক্ষা স্থগিত রেখেছেন। এটাই আমাদের জয়।' তিনি বলেন, 'গোর্খাল্যান্ড ইস্যু নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার কাজ করছে।'

পুরনিগমে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের সূচনা

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর : কারও বরোতে লোকের অভাব, কারও বরোতে গাড়ির অভাব। অনেক জায়গায় টেন্ডার হওয়া সত্ত্বেও রাস্তা মেরামতের কাজ শুরুই হয়নি। মঙ্গলবার বরো অফিসগুলির সঙ্গে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ভিডিও কনফারেন্সিং ব্যবস্থার সূচনা হতেই মেয়র গৌতম দেবের কাছে অভিযোগ করলেন তাঁর দলেরই দুই বরো চেয়ারপার্সন। ৫ নম্বর বরো অফিসের চেয়ারপার্সন প্রীতিকণা বিশ্বাস এদিন প্রথমে বলেন, তাঁর বরোয় গাড়ির অভাবের জন্য সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের কাজ ব্যাহত হচ্ছে। তাছাড়া প্রচুর রাস্তা ভাঙাচোরা থাকলেও সেগুলি মেরামত করা হচ্ছে না। একই রকম অভিযোগ করেন ৩ নম্বর বরোর চেয়ারপার্সন মিলি সিনহা। তাঁর অভিযোগ, ওয়ার্ডে শ্রমিকের প্রচুর অভাব রয়েছে। দুর্গাপুজোর আগে শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। তাই অল্প সংখ্যক শ্রমিক নিয়ে কাজ চালানো একপ্রকার অসম্ভব হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া গাড়িরও সমস্যা রয়েছে ওয়ার্ডে।

শিলিগুড়ি পুরনিগমে নতুন উদ্যোগ। এখন থেকে আর বরো অফিসগুলির সঙ্গে যোগাযোগের জন্য সেখানে না গিয়ে মেয়র, ডেপুটি মেয়র কিংবা পুরকর্তারা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারবেন।

প্রথম দিনেই দুই বরো চেয়ারপার্সনের অভিযোগ শুনলেন গৌতম

মঙ্গলবার এই পরিষেবার উদ্বোধন করেন মেয়র। পরিষেবার উদ্বোধন করে বরো চেয়ারম্যানদের উদ্দেশে বক্তৃতা দেওয়ার পর বরো চেয়ারম্যানদেরও কথা বলার সুযোগ দেওয়া হয়।

সেসময় পুরনিগমের ১ নম্বর বরোর চেয়ারম্যান গার্গী চট্টোপাধ্যায়, ২ নম্বর বরোর চেয়ারম্যান আলম খান ও ৪ নম্বর বরো চেয়ারম্যান জয়ন্ত সাহা পুরনিগমের এই পরিষেবার ভূয়সী প্রশংসা করেন ও মেয়রের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানান। কিন্তু এই সময়ই তাল কাটে দুই মহিলা চেয়ারপার্সনের বক্তব্যে।

প্রীতিকণা ও মিলির অভিযোগ প্রসঙ্গে মেয়র বলেন, 'রাস্তা মেরামতের বিষয়ে বেশ কিছু টেন্ডার করা হয়েছে। যেখানে পুজোর সময় জরুরি ভিত্তিতে এই মেরামতের কাজ হবে। তবে এজেন্সির থেকেও আমরা সহযোগিতা আশা করছি। তবে যে বিভাগের কাজ নিয়ে সমস্যা হচ্ছে তার জন্য পুরনিগমে এসে কথা বলুন।' গৌতম আরও বলেন, '৩ নম্বর বরোতে একটি গাড়ি গ্যারাজে রয়েছে। সেটা মেরামতের কথা বলা হয়েছে। গাড়ির চালক ও তেলের টাকা আমাদেরই দিতে হয়। পুজোর আগে বিভিন্ন বিভাগ নিয়ে আবার বৈঠক করব। বরো চেয়ারম্যানদের সঙ্গেও আমরা ভার্চুয়াল মিটিং করব। কারণ আমরা চাই বরো প্রতিটি বিষয়ে অবগত থাকুক।'

গণেশ চতুর্থীর দিনে গরুমারায়। মঙ্গলবার অর্ঘ্য বিশ্বাসের তোলা ছবি।

ডলোমাইট মিশ্রিত ধুলোয় সমস্যা

বানারহাট, ১৯ সেপ্টেম্বর : ভুটান থেকে আসা ডাম্পারের সংখ্যা বাড়ছে। একইসঙ্গে ডলোমাইট মিশ্রিত বালি–পাথরের ধুলোয় অতিষ্ঠ ভুটান সীমান্তবর্তী চামুর্চি চেকপোস্টের ব্যবসায়ী এবং এলাকার বাসিন্দারা। ভুটান থেকে ডাম্পারগুলি যখন ভুটান থেকে ভারতে ঢোকে সেইসময় ডলোমাইট মিশ্রিত বালি–পাথরের গুঁড়ো আন্তর্জাতিক সড়কে জমা হয়। এরপর গাড়ি যাতায়াত করলে সেই ধুলো উড়তে থাকে এলাকায়। এক কিমি ব্যাসার্ধের মধ্যে থাকা আড়াইশোর বেশি ব্যবসায়ীর দোকানে বসা কার্যত অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। চামুর্চি চেকপোস্ট ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি সরিফুল আনসারি বলেন, 'অনেকবার স্থানীয় প্রশাসনকে জানিয়েছি, ভুটানের সামসী জেলার জেলা শাসককেও জানানো হয়েছে। কোনও দেশই সমস্যার সমাধানে উদ্যোগ নিচ্ছে না। ভুগতে হচ্ছে প্রায় ২৫০ ব্যবসায়ীকে।'

নতুন জিনিসপত্র এক সপ্তাহে নোংরা হয়ে যাওয়ায় লোকসানের মুখে পড়তে হচ্ছে ব্যবসায়ীদের। পুজোর বাজার জমতে শুরু করলেও তাঁরা লোকসানের ভয়ে মালপত্র আনতে পারছেন না। ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, ভুটান ব্যবসা করছে বাংলাদেশের সঙ্গে, সমস্যায় পড়তে হচ্ছে ভারতের ব্যবসায়ীদের। ধুলোর জন্য শারীরিক নানা সমস্যাও দেখা দিচ্ছে।

অযোধ্যার রাম মন্দির এবার ওদলাবাড়িতে

ওদলাবাড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর : অযোধ্যায় নির্মীয়মাণ রাম মন্দির নিয়ে মানুষের আগ্রহকে পুঁজি করেই এবার রাম মন্দিরের আদলে মণ্ডপ তৈরি করতে চলেছে দক্ষিণ ওদলাবাড়ি সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটি।

মঙ্গলবার খুঁটিপুজোর মাধ্যমে মণ্ডপ নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। ৩৫তম বর্ষে তাঁদের বিশেষ আকর্ষণের মধ্যে রয়েছে আলোকসজ্জাও। আধুনিক স্পটলাইট এবং পালকোর পাশাপাশি রাস্তার দু'পাশে মোট ২০টি আলোর কলকা, ৫০ ফুট ও ৪০ ফুট উচ্চতার একাধিক আলোকতোরণ থাকছে। প্রায় ৮ লক্ষ টাকা বাজেটের ওই পুজো ওদলাবাড়ি ও আশপাশের এলাকায় সাড়া ফেলবে বলে আশাবাদী পুজো কমিটির সদস্যারা।

প্রতিবছরের মতো এবছরও দক্ষিণ ওদলাবাড়ি সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটির পুজোর আয়োজন নিয়ে চারিদিকে মানুষের উৎসাহ চোখে পড়ছে। মণ্ডপসজ্জার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে স্থানীয় এক ডেকোরেটার সংস্থাকেই। ইতিমধ্যে এই কাজে পারদর্শী কারিগররা কাজ শুরু করে দিয়েছেন। আর সেই কারুকার্যের কিছু ছবি সমাজমাধ্যমে ছড়িয়েও পড়েছে।

তবে জায়গা ছোট বলে অযোধ্যার মতো বড় মন্দির না তৈরি করতে পারলেও চেষ্টার কোনও ত্রুটি রাখছেন না বলে জানিয়েছেন পুজো কমিটির সভাপতি জেলার লামা, সহ সভাপতি বাবলু তিরকি। জেলারের কথায়, '৫৫ ফুট উঁচু এবং ৬০ ফুট চওড়া মণ্ডপ তৈরি করে সেটা সূক্ষ্ম কারুকাজে ফুটিয়ে তোলা হবে।'

ডেকোরেটার সংস্থার তরফে প্রীতম দাস বলেন, 'মণ্ডপসজ্জায় বাঁশ তো বটেই, এছাড়া, কাপড়, ফোম, শোলা এবং বিভিন্ন ধরনের ছোট সামগ্রী ব্যবহার করা হবে। পুজোর আর কয়েকদিন বাকি। জোরকদমে এখন প্রস্তুতি চলছে।'

মণ্ডপসজ্জার পাশাপাশি এখানে বহু বছর ধরে নিয়ম মেনে পুজো করা হয়। সপ্তমী থেকে নবমী তিনদিন ধরে পাড়ার লোকজন ছাড়াও দর্শনার্থীদের জন্য পংক্তিভোজনের আয়োজন করা হয়। থাকছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও।

দুর্ঘটনায় আহত

শিলিগুড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর : সোমবার রাতে সাইকেল ও স্কুটারের সংঘর্ষে আহত হন এক ব্যক্তি। শিলিগুড়ি সংলগ্ন ফুলবাড়ি ক্যানাল রোডের লক্ষ্মীজোত এলাকার ঘটনা। দুর্ঘটনায় সাইকেলচালক গোপাল রায় গুরুতর আহত হন। ফুলবাড়ি ট্রাফিক পুলিশ ও স্থানীয়দের সহযোগিতায় তাঁকে ফুলবাড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

সমতলে পাট্টার সমীক্ষা স্থগিতের দাবি বিজেপির

সিদ্ধান্ত পরিবর্তন না হলে আন্দোলনের হুমকি

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর : পাহাড়ে পাট্টা সমীক্ষা স্থগিত হলে সমতলে নয় কেন, এই নিয়ে প্রশ্ন তুলল বিজেপি। সরকার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন না করলে দল বড় আন্দোলনের পথে হাঁটবে বলে মঙ্গলবার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ। এদিন সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, 'সরকার পাট্টা দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তা আইনের পরিপন্থী। কারণ শিল্প সংক্রান্ত কাজের সঙ্গে যারা যুক্ত, তারা পাট্টা পেতে পারে না আইনে বলা হয়েছে। অথচ চা শ্রমিকরা শিল্পের সঙ্গেই যুক্ত। ফলে মূল আইন–ই আগে পরিবর্তন প্রয়োজন। কিন্তু তা করা হচ্ছে না। আসলে ভোট নির্ভর রাজনীতি করা হচ্ছে।' পাট্টা সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনার জন্য তাঁদের তরফে গত ২৪ অগাস্ট বিধানসভায় প্রস্তাব আনা হলেও এখন পর্যন্ত আলোচনার জন্য স্পিকার কিছু জানাননি বলে অভিযোগ করেন শংকর।

> “সরকার পাট্টা দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তা আইনের পরিপন্থী। কারণ শিল্প সংক্রান্ত কাজের সঙ্গে যারা যুক্ত, তারা পাট্টা পেতে পারে না আইনে বলা হয়েছে। অথচ চা শ্রমিকরা শিল্পের সঙ্গেই যুক্ত। ফলে মূল আইন–ই আগে পরিবর্তন প্রয়োজন। কিন্তু তা করা হচ্ছে না। আসলে ভোট নির্ভর রাজনীতি করা হচ্ছে।
>
> –শংকর ঘোষ
> *বিধায়ক, শিলিগুড়ি*

১ অক্টোবর শিলিগুড়ির দাগাপুরে চা শ্রমিক সমাবেশের ডাক দিয়েছে বিজেপির ট্রেড ইউনিয়ন রিলেশন সেল। তার আগেই চা শ্রমিকদের পাট্টা সংক্রান্ত বিষয়কে সামনে রেখে সুর চড়াতে শুরু করেছে বিজেপি। ১২ সেপ্টেম্বর ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের তরফ থেকে একটি নির্দেশিকা জারি করে পাহাড়ে চা শ্রমিকদের পাট্টা দেওয়ার সমীক্ষার কাজ স্থগিত রাখার কথা জানানো হয়।

এই প্রসঙ্গ তুলে এদিন শংকরের বক্তব্য, 'প্রত্যেকটি চা বাগানে বোনাস নিয়ে এখন অস্থিরতা চলছে। যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পাট্টার বিষয়টি। পাহাড় এবং সমতলের ক্ষেত্রে ভিন্ন নিয়ম এবং আইন কেন হবে, প্রশ্ন তুলছেন শ্রমিকরা। একই বক্তব্য আমাদেরও।' পাট্টা সংক্রান্ত নানান বিষয় তুলে এদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি পাঠিয়েছেন বলে জানান শংকর। পাট্টা নিয়ে নিজের চিঠিতে চা শিল্পের সঙ্গে যুক্ত সকলের সঙ্গে আলোচনার দাবি তুলেছেন শিলিগুড়ির বিধায়ক।

পাঁচ ডেসিমাল জমির পাট্টা দেওয়ার সিদ্ধান্ত তাঁরা কোনওভাবে মানবেন না বলেও এদিন স্পষ্ট করে দেন শংকর। বলেন, 'যে যেখানে বসবাস করছেন, সেখানে তাঁদের পাট্টা দিতে হবে। আর তা না হলে পাহাড়ের মতো সমতলেও সমীক্ষা বন্ধ রাখতে হবে। এই দাবিতে তরাইয়ের পাশাপাশি ডুয়ার্সের সর্বত্র আন্দোলনে নামবে বিজেপি।'

চিতাবাঘের কামড়ে ঘায়েল বাছুর

ফাঁসিদেওয়া, ১৯ সেপ্টেম্বর : তারবান্ধার ভোলাজোতের পর এবার নয়নজোতে চিতাবাঘের আতঙ্ক ছড়াল। স্থানীয় এক মহিলা মঙ্গলবার চা বাগানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় চিতাবাঘটিকে সেখানে বাঁধা এক বাছুরকে ঘায়েল করতে দেখেন। খবর পেয়ে গ্রামবাসীরা সেখানে আসতেই বাছুরটিকে ছেড়ে পালিয়ে যায় চিতাবাঘটি। তবে, আতঙ্ক বহাল গোটা গ্রামে। স্থানীয়দের দাবি, চিতাবাঘটিকে খাঁচাবন্দি করে অন্যত্র পাঠানো হোক।

চা বাগান এবং কৃষিজমিতে ঘেরা ওই গ্রামে হাজার হাজার মানুষের বসবাস। এর আগেও ওই এলাকায় চিতাবাঘ দেখা গিয়েছিল বলে স্থানীয়রা দাবি করেছেন। এমনকি গোরুকে মেরে নিয়ে গিয়েছিল চিতাবাঘ। এদিন সকালে স্থানীয় কান্ধ্রু ওরাওঁ বাড়ির পাশ দিয়ে রাস্তার একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্তে এক চিতাবাঘকে চা বাগানে চলে যেতে দেখেন। বিকেল নাগাদ মাঠে বাঁধা ছাগল আনতে গিয়ে চিতাবাঘটি দেখেন গ্রামের বাসিন্দা ননীবালা সিংহ। পরে, বাছুরটিকে জখম অবস্থায় মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এদিন সন্ধ্যায় ওই এলাকায় চিতাবাঘ দেখা গিয়েছে। লোকালয়ে চিতাবাঘের আনাগোনা বাড়ছে দেখে আতঙ্কে সন্ধ্যা নামতেই ঘরবন্দি গোটা গ্রামের বাসিন্দারা। ননীবালার কথায়, 'চিতাবাঘ আগে কখনও নিজের চোখে দেখিনি। এদিন বাছুরকে ধরতে যাচ্ছে দেখে ভয় পেয়ে যাই। চিৎকার করতেই সকলে এসে বাছুরটি উদ্ধার করে।' কান্ধ্রু ওরাওঁয়ের কথায়, 'চিতাবাঘ চা বাগানে সব সময় দৌড়ে বেড়ায়। ছাগল–মুরগি মেরে খাচ্ছে। সন্তানদের নিয়ে বড্ড ভয়ে আছি।' স্থানীয় স্বদেশ সিংহের মন্তব্য, 'বাচ্চাদের সন্ধ্যার পর ঘর থেকে বের হতে দিচ্ছেন না অভিভাবকরা। গ্রামবাসীরাও চিতাবাঘের আতঙ্কে ভীত। এর আগে নয়নজোত থেকে বন দপ্তরের কর্মীরা চিতাবাঘ খাঁচাবন্দি করেছিলেন। এবারেও চিতাবাঘটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হোক।' বন দপ্তর সূত্রের খবর, ওই এলাকায় একটিই চিতাবাঘ রয়েছে। সেটিই বিভিন্ন সময় নানাভাবে উৎপাত করছে। তবে, এদিন বনকর্মীরা এলাকায় গিয়ে চিতাবাঘ দেখতে পাননি বলে বাগডোগরার রেঞ্জ অফিসার সোনম ভুটিয়া মন্তব্য করেছেন।

তাঁর কথায়, 'বিষয়টি নিয়ে কার্সিয়াংয়ের ডিএফও'র সঙ্গে কথা হয়েছে। আমরা চিতাবাঘটিকে নজরে রাখছি। ভোরে বনকর্মীরা ফের এলাকায় টহল দেবেন। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে পদক্ষেপ করা হবে।' চলতি বছর ১৪ সেপ্টেম্বর তারবান্ধার ভোলাজোতে বাছুরের গলায় কামড়ে ধরেছিল একটি চিতাবাঘ। মানুষ দেখেই পালিয়ে যায় চিতাবাঘটি। তবে, বাছুরটির মৃত্যু হয়েছিল। ফলে, চিতাবাঘের আতঙ্কে শুধু ভোলাজোত, নয়নজোতই নয় ভূষিভিটা সহ একাধিক গ্রামে বহাল আতঙ্ক।

গ্রামীণ চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণ দাবি

খড়িবাড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর : বিভিন্ন দাবিতে প্রগ্রেসিভ মেডিকেল প্র্যাক্টিশনার্স অ্যাসোসিয়েশনের (গ্রামীণ চিকিৎসক) খড়িবাড়ি ব্লক কমিটি মঙ্গলবার ১০ দফা দাবিতে খড়িবাড়ি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিককে স্মারকলিপি দিল। খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নয়ন, ডাক্তার, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ, খড়িবাড়ি ব্লকের গ্রামীণ চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণ সহ বিভিন্ন দাবিতে এদিন সংগঠনের তরফে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের উত্তরবঙ্গের কনভেনর বিপ্লব দেবনাথ, খড়িবাড়ি ব্লক সম্পাদক অরুণ সিংহ, কমিটির উপদেষ্টা বাবুলাল বৈঠা, জয় লোধ প্রমুখ। খড়িবাড়ি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ শফিউল আলম মল্লিক জানান, তাঁদের দাবিপত্র ওপরমহলে পাঠানো হয়েছে।

বদলি নিয়ে দ্বিমত

চোপড়া, ১৯ সেপ্টেম্বর : চোপড়ায় অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের এক সুপারভাইজারকে বদলির দাবি ঘিরে দ্বিমত দেখা দিয়েছে। সম্প্রতি কর্মীদের একটি সংগঠন বিভিন্ন দাবিদাওয়ার পাশাপাশি এক সুপারভাইজারকে বদলির দাবিতে সিডিপিও'র দপ্তরে স্মারকলিপি দেন। আর এতেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে কর্মীদের অন্য অংশ। তারা আবার ওই বদলির দাবির বিপক্ষে। যাতে ওই সুপারভাইজারকে বদলি করা না হয়, পালটা সেই দাবি তুলে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের একাংশ মঙ্গলবার সিডিপিও'র দ্বারস্থ হয়। তবে এখনই বদলির ব্যাপারে কোনও খবর নেই বলে সিডিপিও দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে।

স্কুলে চুরি

নকশালবাড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর : স্কুলে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। সোমবার রাতে চুরির ঘটনাটি ঘটেছে নকশালবাড়ি থানার অন্তর্গত বেঙ্গাইজোত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এই স্কুলের মিড–ডে মিলের ঘরের তালা ভেঙে বাসনপত্র চুরি হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। মঙ্গলবার স্কুল খুলতেই ঘটনাটি সামনে আসে। প্রধান শিক্ষকের পক্ষ থেকে নকশালবাড়ি থানায় চুরির লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। স্কুল সূত্রে জানা গিয়েছে, মিড–ডে মিলের দুটি অ্যালুমিনিয়ামের গামলা, গ্যাস সিলিন্ডার, লোহার উনুন, দুটো হাতা, বালতি ও জল রাখার বাসনপত্র চুরি হয়েছে।

জোড়া দুর্ঘটনায় মৃত ১

চোপড়া, ১৯ সেপ্টেম্বর : বিশ্বকর্মাপুজোয় দুটি সড়ক দুর্ঘটনায় একজনের মৃত্যু হল, আহত ৩। ঘটনা দুটি ঘটেছে চোপড়ায়। মৃত ব্যক্তির নাম বাপ্পা দাস (২৪)। তাঁর বাড়ি দাসপাড়া এলাকায়। সোমবার কালাগছ ও সদর চোপড়া এলাকা থেকে দুটি মোটরবাইকে মোট চারজন বাড়ি ফিরছিলেন। পথে চুটিয়াখোর গ্রাম পঞ্চায়েতের কলোনি এলাকায় একটি বাইক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললে চালকের আসনে থাকা বাপ্পা ছিটকে নয়নজুলিতে পড়ে যান। বাইকে থাকা দুজনকেই উদ্ধার করে প্রথমে দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ও সেখান থেকে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে আনা হলে চিকিৎসক বাপ্পাকে মৃত ঘোষণা করেন। জখম অন্যজনকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে চোপড়া থানার পুলিশ।

অন্যদিকে, ওই রাতে সদর চোপড়া এলাকায় জাতীয় সড়কে দুটি লরির সংঘর্ষে একটি লরির চালক ও খালাসি গুরুতরভাবে জখম হন। পুলিশ তাঁদের উদ্ধার করে দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠালে দুজনকেই উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে রেফার করা হয়। চোপড়া থানার পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, রাস্তার অবস্থা খারাপ থাকায় একটি লরির পিছনে আরেকটি লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে।

রাস্তার কাজ ফেলে রেখে ঠিকাদার উধাও, সমস্যায় বাসিন্দারা

মনজুর আলম

চোপড়া, ১৯ সেপ্টেম্বর : কোটি টাকার রাস্তার কাজ শেষ না করেই ঠিকাদার জিনিসপত্র নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার অভিযোগে মাঝিয়ালি এলাকায় ক্ষোভে ফুঁসছেন বাসিন্দারা। প্রায় তিন মাস আগে ঠিকাদার জিনিসপত্র গুটিয়ে নিয়ে পালালেও দুটি রোলার আটকে রেখেছেন স্থানীয়রা। পুজোর আগে কাজ শেষ করার দাবি তুলেছেন এলাকার বাসিন্দারা। এ ব্যাপারে পঞ্চায়েত ও প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগও জানিয়েছেন তাঁরা। স্থানীয় ফকিরানি থেকে খুজালুগছ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে ছয় কিলোমিটার রাস্তার কাজ নিয়ে অভিযোগ। এলাকায় পাঁচ–সাতটি গ্রামের বাসিন্দারা ওই রাস্তা ধরে চলাচল করেন। স্থানীয়দের সূত্রে জানা গিয়েছে, এক দশক আগে একবার অর্ধেক রাস্তার কাজ করে ঠিকাদার পালিয়ে যান। ফের একই রাস্তার একাংশের কাজ শুরু হয়। চলতি বছরের গত মার্চ মাসে কাজের উদ্বোধন হয়। মোট বরাদ্দ ১ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা। এলাকাবাসীর অভিযোগ, নামকাওয়াস্তে রাস্তার উপর বালি–পাথর বিছিয়ে পঞ্চায়েত ভোটের আগে কাজের বরাত পাওয়া ঠিকাদারের লোকজন জিনিসপত্র গুটিয়ে পালিয়ে যান। ওই রাস্তা দিয়ে দিনভর চা পাতার গাড়ি চলাচল করে। তাছাড়া ডাকুয়াগছ, বলাইগছ, সেবকগছ, আঠারোখারি, খুজালুগছ, ফকিরানি ও সুইগছ সহ বেশ কয়েকটি গ্রামের মানুষ যাতায়াত করেন।

স্থানীয় বাসিন্দা মদনমোহন সিংহ বলেন, 'প্রায় ২০ বছর থেকে বেহাল ও অসমাপ্ত রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে হচ্ছে। এবার সমস্যা মিটে যাওয়ার কথা। কিন্তু কাজ শেষ না করেই ঠিকাদার পালিয়ে গিয়েছেন। গোটা রাস্তায় এখন শুধু ভাঙা পাথর গড়াগড়ি খাচ্ছে। আর পথচলতি মানুষকে সমস্যার সম্মুখীন হয়ে হচ্ছে। স্থানীয় সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, এলাকার কংগ্রেস কলোনি থেকে মাতৃ টি স্টেট পর্যন্ত ৩৬ লক্ষ টাকার একটি রাস্তার কাজ একইভাবে অসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মহম্মদ কাইয়ুম অবশ্য বলেন, 'ঠিকাদারের সঙ্গে যোগাযোগ করে এ ব্যাপারে খোঁজ নেওয়া হবে।' স্থানীয় বাসিন্দা চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কণিকা ভৌমিক বলেন, 'বাসিন্দারা বিষয়টি নজরে এনেছেন। ওই ঠিকাদারকে যোগাযোগ করা হচ্ছে।'

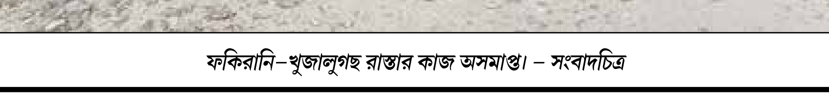

ফকিরানি–খুজালুগছ রাস্তার কাজ অসমাপ্ত। – সংবাদচিত্র

ইসলামপুর জেলার দাবি ভিক্টরের

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ১৯ সেপ্টেম্বর : দলের জেলা নেতৃত্ব পাশে না থাকলেও ইসলামপুরকে জেলা করার দাবিতে ব্লকে ব্লকে মিটিং করছেন ভিক্টর। জেলা করে দিয়ে ভোট নেব, ক্ষমতা থাকলে তৃণমূলের নেতারা এই স্লোগান নিয়ে মাঠে নামুন বলে চ্যালেঞ্জ করছেন চাকুলিয়ার প্রাক্তন বিধায়ক তথা কংগ্রেসের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক আলি ইমরান রমজ (ভিক্টর)। যদিও কংগ্রেসের জেলা সভাপতি মোহিত সেনগুপ্ত বলেছেন, 'আমরা জেলা ভাগের পক্ষে নই। ভিক্টরের আন্দোলনেও নেই।'

ভিক্টর অবশ্য জনসমর্থনই শেষ কথা বলবে বলে মোহিতের সঙ্গে সংঘাতে জড়াতে চাননি। ইসলামপুরকে জেলা ঘোষণার দাবিতে ভিক্টর করণদিঘি ব্লক থেকে মিটিং শুরু করেছেন। ইসলামপুর পুলিশ জেলার সমস্ত ব্লকেই ভিক্টর মিটিং করবেন বলে জানিয়েছেন। মঙ্গলবার ইসলামপুরে ভিক্টর জেলার দাবিতে সরব বেশ কিছু সংগঠনের পদাধিকারীদের নিয়ে বৈঠক করেছেন। মূলত ধূপগুড়িকে যে কায়দায় রাজ্য সরকার মহকুমা ঘোষণা করেছে সেই নিরিখে ইসলামপুরকে জেলা ঘোষণার ইস্যু নিয়ে ভিক্টর লোকসভা ভোটের আগে শাসকদলকে চাপে রাখার কৌশল নিয়েছেন বলে রাজনৈতিক মহলের অনুমান। ভিক্টরের মিটিংগুলিতে জেলা নয়, ভোট নয় এই স্লোগানও তাঁর অনুগামীরা তুলতে শুরু করেছে। ভিক্টরের চ্যালেঞ্জের প্রশ্নে উত্তর দিনাজপুর জেলা তৃণমূল সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়ালের প্রতিক্রিয়া, 'আমরা কী কৌশল নিয়ে মাঠে নামব তা ঠিক করার ভিক্টর কে?' যদিও ইসলামপুর জেলা নিয়ে কানাইয়াও দ্বিমত পোষণ করেননি।

ইসলামপুরকে জেলা করার দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে ট্রান্সফার্ড এরিয়া সূর্যাপুর অর্গানাইজেশন (টাসো) আন্দোলন করে আসছে। গত বছর শেষের দিকে কিছু ব্যবসায়ী সংগঠনও এই দাবিতে সরব হয়েছিলেন। তবে জেলার দাবিতে সবচেয়ে আলোচিত বিষয় ইসলামপুরের বিধায়ক আবদুল করিম চৌধুরী বনাম মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথোপকথন। রায়গঞ্জের একটি প্রশাসনিক বৈঠকে করিম ইসলামপুরকে জেলা করার দাবি তুলতেই মমতা কার্যত তাঁকে ধমকে বসিয়ে দেন। বর্ষীয়ান এই নেতার সঙ্গে জেলার দাবি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সেদিনকার অবস্থান এলাকাবাসী ভালো চোখে নেননি।

এই পরিস্থিতিতে লোকসভা ভোটের আগে ভিক্টর জেলার ইস্যুকে হাতিয়ার করে ছক কষতে শুরু করেছেন। এমনকি করিমের প্রতি মমতার ব্যবহারের বিষয়টি বিভিন্ন সভায় তুলে তিনি ইমোশনাল ভোটব্যাংকে থাবা বসানোর চেষ্টা করতেও কসুর করছেন না। ইতিমধ্যে ভিক্টর এই ইস্যু নিয়ে করণদিঘি, চাকুলিয়া, মন্ত্রী গোলাম রব্বানির এলাকা গোয়ালপোখরে ছোট ছোট সভা করেছেন। এদিন ইসলামপুরেও ছোট করে মিটিং হয়েছে।

ভিক্টর বলছেন, 'রাতারাতি ধূপগুড়ি যদি মহকুমা হতে পারে ইসলামপুর জেলা হবে না কেন? আসলে ইসলামপুরকে নিয়ে বঞ্চনা চলছেই। করিম সাহেবের অপমান আমরা ভুলে যাইনি। শীঘ্রই এই ইস্যুতে সরকারের ঘুম কেড়ে নেওয়ার মতো আন্দোলন রাস্তায় শুরু হবে।' কিন্তু এই ইস্যুতে আপনার দলই তো আপনার পাশে নেই, এই প্রশ্নে ভিক্টরের জবাব, 'জনসমর্থনের বিপক্ষে দল নিশ্চয় যাবে না। আগামীতে জেলার নেতারাও আন্দোলনে শামিল হবেন।' কানাইয়ার প্রতিক্রিয়া, 'আমরাও ইসলামপুর জেলার পক্ষে। কিন্তু জেলা তো রাজ্য সরকার করবে।'

চাপে তৃণমূল

"রাতারাতি ধূপগুড়ি যদি মহকুমা হতে পারে, ইসলামপুর জেলা হবে না কেন? আসলে ইসলামপুরকে নিয়ে বঞ্চনা চলছেই। করিম সাহেবের অপমান আমরা ভুলে যাইনি। শীঘ্রই এই ইস্যুতে আন্দোলন শুরু হবে।

–আলি ইমরান রমজ
সাধারণ সম্পাদক, প্রদেশ কংগ্রেস

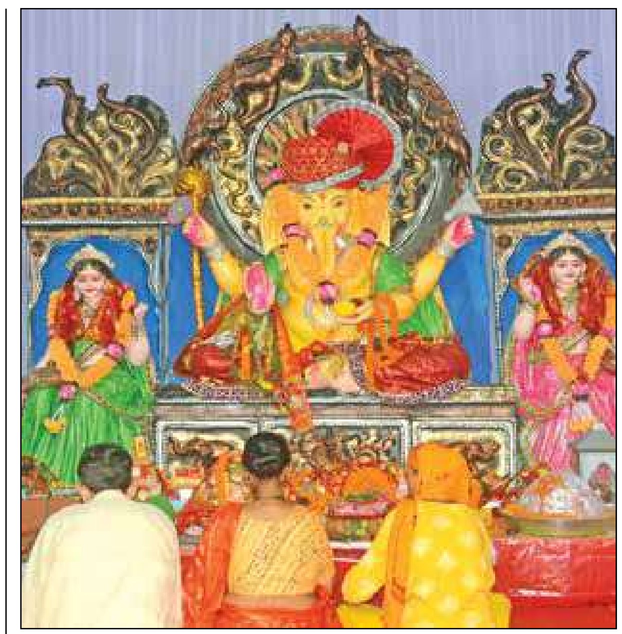

শালবাড়িতে গণেশ আরাধনা। মঙ্গলবার। ছবি : সূত্রধর

দেওয়াল ভেঙে স্কুলে চুরি

চোপড়া, ১৯ সেপ্টেম্বর : দেওয়াল ভেঙে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। ঘটনাটি ঘটেছে চোপড়া ব্লকের মিঠাপোখর প্রাইমারি স্কুলে। সোমবার রাতে স্কুলের দেওয়ালের একাংশ ভেঙে জিনিসপত্র নিয়ে পালিয়েছে দুষ্কৃতীরা। দুষ্কৃতীরা মিড-ডে মিলের প্রায় এক কুইন্টাল চাল, বাসনপত্র ও ৩টি ফ্যান নিয়ে পালিয়েছে।

মঙ্গলবার স্কুল খুলতেই বিষয়টি কর্তৃপক্ষের নজরে পড়ে। রসদ চুরি যাওয়ায় এদিন আর পড়ুয়াদের মিড-ডে মিল দেওয়া সম্ভব হয়নি। বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক বলরাম সিংহ জানান, চুরির ঘটনার কথা লিখিতভাবে পুলিশের নজরে আনা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

কাফ সিরাপ সহ গ্রেপ্তার ১

শিলিগুড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর : দার্জিলিং পাচারের আগে কাফ সিরাপ সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল প্রধাননগর থানার পুলিশ। ধৃত আকাশ তামাং দার্জিলিংয়ের চৌরাস্তার বাসিন্দা। ধৃতের কাছ থেকে ৩০ বোতল কাফ সিরাপ উদ্ধার হয়েছে।

মঙ্গলবার বিকেলে জংশনের একটি বাস থেকে ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। বুধবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে।

যুবতীর দেহ উদ্ধার বাগানে

নকশালবাড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর : যুবতীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার নকশালবাড়ি থানার অন্তর্গত সাতভাইয়া চা বাগানে চাঞ্চল্য ছড়াল। পুনম ওরাওঁ (২৪) নামের এক যুবতীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়।

স্থানীয়রা যুবতীর ঘরে দেহটিকে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। খবর পেয়ে নকশালবাড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহটি উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। ঘটনার সময় পুনমের বাড়িতে কেউ ছিলেন না। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

ছিনতাইয়ে অভিযুক্ত ধৃত

শিলিগুড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর : মহিলার ৮০ হাজার টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনায় এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল এনজেপি থানার পুলিশ। ধৃত ফাটাপুকুর সারিয়ামের বাসিন্দা অরুণ সিংহ। মঙ্গলবার দুপুরে এনজেপি এলাকা থেকে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতের কাছ থেকে উত্তরপ্রদেশের নম্বরযুক্ত একটি কালো রঙের বাইক উদ্ধার হয়েছে।

গত শুক্রবার দুপুরে ছেলের চিকিৎসার জন্য ব্যাংক থেকে টাকা তুলে ফিরছিলেন এনজেপি সংলগ্ন গোড়ামোড় রামনগর এলাকার বাসিন্দা ববিতা রায়। সেই সময় ডিএস কলোনি ক্লাবের সামনে দুই যুবক একটি বাইক নিয়ে এসে মহিলার টাকার ব্যাগ ছিনতাই করে পালায়। ঘটনাটি নিয়ে এনজেপি থানাতে অভিযোগ দায়ের করা হয়।

সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে পুলিশ অরুণের খোঁজ পায়। পাশাপাশি ঘটনার সঙ্গে যুক্ত অপর অভিযুক্তের খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশ ছিনতাই হওয়া টাকা উদ্ধারের চেষ্টা শুরু করেছে। ধৃতকে বুধবার জলপাইগুড়ি আদালতে তুলে পুলিশ নিজেদের হেপাজতে নিতে চাইছে।

জাতীয় সড়কের পাশে দেহ

ফাঁসিদেওয়া, ১৯ সেপ্টেম্বর : জাতীয় সড়কের পাশে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। মঙ্গলবার রাতে ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগর সংলগ্ন একটি পেট্রোল পাম্পের সামনে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে স্থানীয়রা ওই ব্যক্তিকে পড়ে থাকতে দেখেন।

খবর পেয়ে বিধাননগর তদন্তকেন্দ্রের পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। আনুমানিক ৫০ বছর বয়সি ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে বিধাননগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনায় পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করেছে।

বুধবার মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হবে। মৃতের নাম-পরিচয় জানার চেষ্টা করা হচ্ছে।

শিলিগুড়িতে ই-কারের সূচনা বেচারামের

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের স্বচ্ছ ভারত মিশন (গ্রামীণ) অনুষ্ঠানে যোগদান করলেন পঞ্চায়েত এবং গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বেচারাম মান্না। এদিন নকশালবাড়ি কমিউনিটি হলে স্বচ্ছ ভারত মিশনের একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন করেন তিনি। এদিন মন্ত্রীর সঙ্গে অনুষ্ঠানে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ সহ পরিষদের কর্মাধ্যক্ষরা, চারটি পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সহ বিডিও এবং ২২টি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান উপস্থিত ছিলেন। ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ঘোষপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েতে প্লাস্টিক ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের উদ্বোধন করেন মন্ত্রী। এছাড়াও শিলিগুড়ি মহকুমার চারটি ব্লকে সবুজ পতাকা দেখিয়ে ই-কারের সূচনা করেন এবং শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের বিভিন্ন পঞ্চায়েত এলাকায় তৈরি ২১টি কমিউনিটি শৌচাগারের উদ্বোধন করা হয়। সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের আবর্জনা দুই জায়গায় রাখতে বাড়ি বাড়ি ই-কার্ড চালু করা হয়। সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলতে এই ই-কার্ড ব্যবহার করা হবে বলে সভাধিপতি অরুণ ঘোষ জানান। বেচারাম মান্না কেন্দ্রীয়

চারটি ব্লকের জন্য ই-কার প্রস্তুত।

সরকারের একশো দিনের টাকা বন্ধের কড়া সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, 'আগামী ২ অক্টোবর পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে আবর্জনা এবং প্লাস্টিকমুক্ত অভিযান চলবে। রাজ্যজুড়ে উন্মুক্ত শৌচাগার প্রকল্পে ১১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। আগে এই প্রকল্পের কাজগুলি একশো দিনের কাজের মাধ্যমে করা হত। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার ১০০ দিনের কাজের টাকা বন্ধ করে দেওয়ায় রাজ্য সরকারকে খরচ করতে হচ্ছে। সেজন্য আমাদের দ্রুততার সঙ্গে গ্রামগুলিতে পৌঁছাতে হবে। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদে এই প্রকল্পে ৩৫ কোটি টাকার টেন্ডার হয়েছে।'

প্লাস্টিক এবং বাংলাকে ডেঙ্গিমুক্ত করতে পঞ্চায়েত দপ্তরের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের কাছে পৌঁছানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যেখানে ডেঙ্গির লার্ভা চিহ্নিত করতে স্কুলের বিজ্ঞান বিভাগের ল্যাবরেটরি ব্যবহার করা হবে। পড়ুয়াদের মাধ্যমে সচেতন করা হবে। বাজার এলাকায় কমিউনিটি টয়লেট নির্মাণের উপর তিনি পঞ্চায়েতগুলিকে জোর দিতে বলেন। এবার তিন হাজার নতুন কমিউনিটি টয়লেট নির্মাণ করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে রাজ্য সরকার। কয়েক বছরের মধ্যে প্রতিটি পঞ্চায়েতে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ব্যবস্থা চালু করা হবে বলে বেচারাম জানিয়েছেন।

গণেশপুজোয় চা শ্রমিকরাও শামিল

মাটিগাড়া ও বাগডোগরা, ১৯ সেপ্টেম্বর : পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের চামটা চা বাগানের শ্রমিকরা মাতলেন গণেশ আরাধনায়। সারা বছর একটু একটু করে টাকা জমিয়ে নিজেরাই আয়োজন করলেন গণেশপুজো। চামটা চা বাগানের সামনে বেশ কয়েক বছর ধরে গণেশ আরাধনা করছে হিন্দু সভ্য সমাজ।

আয়োজকরা মঙ্গলবার জানালেন, পুজো উপলক্ষ্যে তিনদিন নানা অনুষ্ঠান রয়েছে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থেকে আদিবাসী নাচ, ফুটবল টুর্নামেন্ট- নানা কর্মসূচিতে ঠাসা পুজোর তিনদিনে আনন্দে মাতেন বাগান শ্রমিকরা।

অপরদিকে, গণেশপুজোয় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের স্বামী নারায়ণ মন্দির বানিয়ে তাক লাগাল শালবাড়ি ব্যবসায়ী সমিতি। বেশ কয়েকদিন ধরে চলছিল মণ্ডপ তৈরি। কলকাতা থেকে শিল্পীরা এসে মণ্ডপ বানিয়েছেন। এদিন গণপতি সর্বজনীন পুজো কমিটির সদস্য বিকাশ রায় জানান, শিলিগুড়িতে যত জায়গায় বড়মাপের গণেশপুজো হয়, সেই তালিকায় তাঁদেরও এই পুজো পড়ে। মণ্ডপের পাশাপাশি শালবাড়ির গণেশপুজোর বিশেষ আকর্ষণ এবছরের প্রসাদ বিতরণ। প্রসাদে থাকবে হালুয়া, ক্ষীর, পোলাও এবং খিচুড়ি।

মঙ্গলবার সকালে পুজোর আগে শোভাযাত্রা হয়। শালবাড়ি এলাকার প্রায় দেড় হাজার মানুষ শোভাযাত্রায় অংশ নেন। আয়োজকরা জানালেন, পুজোয় পাঁচদিন ধরে চলবে অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানেও থাকছে বৈচিত্র্য। ভজন থেকে ভাওয়াইয়া, ছোটদের নাচ থেকে বহিরাগত শিল্পীদের নিয়ে অনুষ্ঠান থাকছে প্রতি রাতে। পাঁচদিনই চলবে প্রসাদ বিতরণ। মঙ্গলবার সন্ধে থেকে শালবাড়ির পুজোমণ্ডপে কচিকাঁচা থেকে বড়দের ভিড় উপচে পড়ল।

অন্যদিকে, শিবমন্দির বাজার ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে এবছর প্রথম গণেশপুজোর আয়োজন করা হয়েছে। সমিতির সম্পাদক সুব্রত রাউত জানান, ব্যবসায়ীদের উদ্যোগে এবছর প্রথম আয়োজন হয়েছে। চারদিন ধরে চলবে পুজো। বৃহস্পতিবার সকলের জন্য প্রসাদ বিতরণ করা হবে। এছাড়া রানিডাঙ্গা, বাগডোগরা ক্ষুদিরামপল্লি, গোঁসাইপুর রূপসিংজোত এবং গোঁসাইপুর ট্রাফিক পোস্টের পাশেও গণেশপুজোর আয়োজন করা হয়েছে।

বাঙালির সেরা পার্বণে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

উত্তরবঙ্গ সংবাদ শারদ সম্মান ১৪৩০

নিম্নলিখিত এলাকা থেকে পুজো উদ্যোক্তারা অংশ নিতে পারবেন
দার্জিলিং–শিলিগুড়ি, মাটিগাড়া, নকশালবাড়ি, বাগডোগরা, ফাঁসিদেওয়া, খড়িবাড়ি
জলপাইগুড়ি–জলপাইগুড়ি, ময়নাগুড়ি, ক্রান্তি, ধূপগুড়ি, মালবাজার, ডামডিম, ওদলাবাড়ি
আলিপুরদুয়ার–আলিপুরদুয়ার, বীরপাড়া, ফালাকাটা, কামাখ্যাগুড়ি, বারবিশা কোচবিহার–কোচবিহার, দিনহাটা, মাথাভাঙ্গা, তুফানগঞ্জ
উত্তর দিনাজপুর–রায়গঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ, ইসলামপুর, ডালখোলা, চোপড়া দক্ষিণ দিনাজপুর–বালুরঘাট, পতিরাম, হিলি, গঙ্গারামপুর, বুনিয়াদপুর
মালদা–মালদা, ইংরেজবাজার, গাজোল, চাঁচল।

পুরস্কার

প্রথম	দ্বিতীয়	তৃতীয়
২০,০০০/-	১০,০০০/-	৫,০০০/-

কম বাজেটের সেরা পুজোর জন্য আলাদা পুরস্কার
প্রতি জেলা থেকে ৩টি করে ক্লাবকে পুরস্কৃত করা হবে
পুরস্কার মূল্য ১০,০০০/-
সঙ্গে থাকবে স্বীকৃতি-স্মারক

প্রতিটি জেলার ৩টি শ্রেষ্ঠ পুজোকে শারদ সম্মানে ভূষিত করবে উত্তরবঙ্গ সংবাদ।
মণ্ডপ, প্রতিমা, আলোকসজ্জা, পরিবেশ- এই বিষয়গুলিই বিবেচিত হবে।
কোন কোন পুজো 'শারদ সম্মান-১৪৩০'-এ প্রাথমিক তালিকাভুক্ত হচ্ছে তা জানতে পড়ুন উত্তরবঙ্গ সংবাদ।

আপনার পুজোকে প্রতিযোগিতার প্রাথমিক তালিকাভুক্তির জন্য যা যা করতে হবে

এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে কোনও প্রবেশমূল্য দিতে হবে না। পরিষ্কার হরফে আবেদনপত্র আয়োজক সংস্থার নিজস্ব লেটার প্যাডে পূরণ করে জমা দিতে হবে ৭ অক্টোবরের মধ্যে। আবেদনপত্রের সঙ্গে পথনির্দেশিকা দিতে হবে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীকে পুজোর মণ্ডপে চোখে পড়ার মতো জায়গায় উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর (৭x৫ ফুট) ব্যানার টাঙিয়ে রাখতে হবে। যোগাযোগের সুবিধার জন্য একাধিক ফোন নম্বর দিলে ভালো হয়।

পুজো কমিটির নাম .... ঠিকানা ....
....
যোগাযোগের প্রতিনিধি .... ফোন .... মোবাইল ....
পুজোর থিম (থাকলে) ....
মণ্ডপশিল্পী .... প্রতিমাশিল্পী .... আলোকশিল্পী ....
পুজোর ব্যয়বরাদ্দ....................
উপরের সমস্ত তথ্য আমার/আমাদের কমিটির বিশ্বাস মতে সত্য। উত্তরবঙ্গ সংবাদ কর্তৃক প্রদত্ত সমস্ত শর্ত মেনে চলতে বাধ্য রইলাম।
অনুমোদিত স্বাক্ষর এবং সিল

শ্রেষ্ঠ পুজো নির্বাচনের জন্য সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে বিচারকমণ্ডলী গঠিত হবে। নির্বাচনের ব্যাপারে তাঁদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

আবেদন পাঠান এই ঠিকানায় - উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-১ অথবা মেল করুন ubssharodsamman@gmail.com 9735739677/8373867697

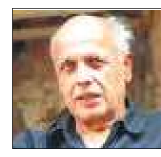
চলচ্চিত্র পরিচালক মহেশ ভাটের জন্ম ১৯৪৮ সালে আজকের দিনে।

১৯৩৩ সালে আজকের দিনে প্রয়াত হন সমাজসংস্কারক অ্যানি বেসান্ত।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ
বুধবার, ২ আশ্বিন ১৪৩০
■ ৪৪ বর্ষ ■ ১২৪ সংখ্যা

সংরক্ষণ

জনগোষ্ঠী বা ধর্মীয় সম্প্রদায়কে যেমন ভোটব্যাংক ধরা হয়, তেমনই রাজনৈতিক দলগুলির নির্বাচনি কৌশলে মহিলাদের সমর্থন একটি বড় বিষয়। সব দলের তাই আলাদা করে মহিলাদের জন্য কৌশল রচনা করা বাধ্যতামূলক হয়ে গিয়েছে। বাংলায় লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পুরোপুরি মহিলাদের জন্য রাজ্য সরকারের একটি প্রকল্প। এতে মাথাপিছু অনুদানের পরিমাণ যৎকিঞ্চিৎই হোক, মহিলাদের কাছে তার মূল্য অপরিসীম। শুধু তো গরিবরা নয়, আপামর মহিলারা এই প্রকল্পের উপভোক্তা।

রাজ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলের একের পর এক সাফল্যে এই প্রকল্পটির অবদান অপরিসীম। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার মহিলাদের ভোট নিশ্চিত করার অন্যতম অস্ত্র হয়ে উঠেছে তৃণমূলের কাছে। এই প্রকল্পটি এখন রাজ্যে রাজ্যে সংশ্লিষ্ট শাসকদলের নজর কাড়ছে মহিলা সমর্থন আদায় করতে। প্রায় সব দলের নির্বাচনি প্রতিশ্রুতিতে এ ধরনের প্রকল্প জায়গা পাচ্ছে। সর্বশেষ তামিলনাড়ু সরকার এ ধরনের অনুদান দেওয়ার যোজনা চালু করেছে, যাতে মহিলারা মাসে ১০০০ টাকা পাবেন।

পরিমাণ যতই হোক, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার জাতীয় যোজনা মহিলাদের হাতে অর্থাগমের নিশ্চয়তা দিয়েছে। মহিলারা নিজেদের প্রয়োজনটুকু মেটাতে এই অর্থের ব্যবহার করতে পারছেন। এই স্বাধিকারে তাঁদের আত্মবিশ্বাস বাড়ছে। শাসকদল এ কারণে মহিলা সমর্থন আদায় করতে পারছে। নরেন্দ্র মোদির সরকার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার চালু না করলেও তিন তালাক প্রথা নিষিদ্ধ, মহিলাদের নামে বাড়ি, গরিবের জন্য সস্তায় রান্নার গ্যাস, সকলের জন্য শৌচালয় ইত্যাদি পদক্ষেপ করেছে।

এতে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বিজেপির একটি মহিলা ভোটব্যাংক তৈরি হয়েছিল বলে মনে করা হয়। কিন্তু সার্বিকভাবে বেকারত্ব, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও প্রথার ওপর একের পর এক কুঠারাঘাতে ২০২৪-এর লোকসভা ভোটে জয়ের ব্যাপারে খুব নিশ্চিত হতে পারছে না বিজেপি। আরও অনেক কৌশলে সেই খামতি পূরণের চেষ্টার পাশাপাশি তাই মহিলা সংরক্ষণ বিল অনুমোদন করাতে মরিয়া এখন বিজেপি।

ইউপিএ আমলে এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও এতদিন বিলটি ঠান্ডাঘরে পড়েছিল। ঠিক লোকসভা নির্বাচনের মুখে বিলটি অনুমোদনের জন্য সংসদে পেশ করায় বিজেপির মরিয়া ভাব স্পষ্ট। বিলটি কার্যকর হলে সমস্ত শ্রেণির মহিলাদের সমর্থন নিশ্চিত হবে বলে সম্ভবত নরেন্দ্র মোদি আশা করছেন। তাছাড়া এই বিষয়টিতে বিরোধিতার সম্ভাবনা একেবারে ক্ষীণ।

ফলে মোদির আস্তিনের আরেকটি তাস বেরিয়ে পড়ল। হইহই করে সংসদে পেশ হয়ে গেল বিলটি। বিরোধীরা বিজেপির খেলা আঁচ করে বিলটি সামনে আনার দাবি জানাতে শুরু করেছে। তবে রাজনীতির খেলা বা উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, শেষপর্যন্ত জনপ্রতিনিধিত্বে মহিলা সংরক্ষণ কার্যকর হলে তা হবে অত্যন্ত ইতিবাচক একটি পদক্ষেপ। তৃণমূল দলগতভাবে প্রার্থী মনোনয়নে মহিলাদের অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। বিল পাশ হলে সব দলই মহিলাদের সংরক্ষণের নিয়ম মেনে মনোনয়ন দিতে বাধ্য হবে।

নারীর ক্ষমতায়নে সেটা একটি বড় অগ্রগতি হবে সন্দেহ নেই। ইউপিএ আমলে ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। যদিও রাজ্যসভা ও বিধান পরিষদ সেই প্রস্তাবের বাইরে ছিল। সাধারণভাবে তপশিলি জাতি-জনজাতিদের সংরক্ষণের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ নির্ধারিত থাকে মহিলাদের জন্য। আশা করা হচ্ছে, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির মহিলাদের সংরক্ষণ আলাদাভাবে নিশ্চিত হতে পারে।

এর পিছনে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির ভোট ঝুলিতে ভরার উদ্দেশ্য থাকবে বটে। কিন্তু বাস্তবে লাভ হবে আমাদের দেশের নারীদের। অনুদান, ভাতা ইত্যাদিতে আর্থিক স্বনির্ভরতার পাশাপাশি এই সংরক্ষণ নারীর রাজনৈতিক স্বাধিকারের পথ প্রশস্ত করবে। রাজনীতির কূটকচাল থাকলেও মহিলা সংরক্ষণ বিল দেশবাসীর হিতসাধন করবে। যদিও এ নিয়ে দলগুলির কৃতিত্বের প্রতিযোগিতা থাকবে।

অমৃতধারা

অহং যত প্রবল, অপমানবোধ তত বেশি। যখন তুমি সত্যে সমর্পিত, তখন অবমাননা বোধ আসে না। অপমানকে ভয় পেলে না হবে বাস্তবজীবনের উন্নতি, না হবে আধ্যাত্মিক জীবনে চেতনার উন্মেষ। 'সব কিছু গুরুত্বপূর্ণ' এই বোধ হল কর্মযোগের আর 'কিছুই গুরুত্বপূর্ণ নয়' এই বোধ হল গভীর ধ্যানমগ্নতা। অতিরিক্ত শ্রম শ্রান্তি ও উত্তেজনার কারণ হতে পারে। নিয়মিত ধ্যান তোমায় করবে আবেগহীন, পক্ষপাতশূন্য ও প্রশান্ত। স্বল্পবাক হও। কম কথা তোমার সচেতনতাকে বাড়িয়ে তুলবে। অপ্রয়োজনীয় কথা বলা বন্ধ কর। নিজেকে দাতা না মনে করে দান কর। দোষ করলে তা খোঁচা দেবে তোমার মনে, তোমার বিবেককে উত্যক্ত করবে আর ভুলটা পুনর্বার ঘটতে দেবে না। এই খোঁচাটা নিয়েই থাকো, অপরাধটা নয়।

– শ্রীশ্রী রবিশংকর

শব্দরঙ্গ ■ ৩৬৩৫

১	★	২		৩		★	৪
৫			★		★	★	
	★	★	৬		৭		
	★	৮		★		★	★
★	★		★	৯		★	১০
১১			১২		★	★	
	★	★		★	১৩		
	★	১৪				★	

পাশাপাশি : ২। লম্বা লেজওয়ালা সাদা-কালো বাদামি রংয়ের পাখিবিশেষ (হাঁড়ি ছাঁচার মতো আওয়াজ করে বলে এই নাম) ৫। নাকে পরার ছোট্ট ঝুলন্ত অলংকারবিশেষ ৬। ধার্মিকতার ভানধারী, ভণ্ড ৮। হাতের বা পায়ের বলয়, বালাবিশেষ ৯। বাণ, শর ১১। সতর্কতা, তত্ত্বাবধান ১৩। পুত্র, দর্শনীয়, আনন্দদায়ক ১৪। ছলাকলা, চালচলন।

উপর-নীচ : ১। রমণীয়, অতিসুন্দর ২। উচ্চরবে ডাক, হুংকার ৩। চতুর, বুদ্ধিমান, ধূর্ত ৪। পুত্র, বালক ৬। ব্রাহ্মণসন্তান, দ্বিজ ৭। ধ্রুপদাঙ্গ সংগীতের তালবিশেষ, উচ্চাঙ্গসংগীতের রাগিণীবিশেষ ৮। দেশি শব্দ যার অর্থ কলহপ্রিয়, ঝগরাটে ৯। তিন ফোঁটাযুক্ত তাস ১০। সাত প্যাঁচওয়ালা ১১। কাঠের পাদুকা ১২। পুরাণে বর্ণিত কাশ্যপের পত্নী দনুর পুত্র, অসুর, দৈত্য ১৩। ৯ সংখ্যা বা সংখ্যক, নতুন।

সমাধান ■ ৩৬৩৪

পাশাপাশি : ১। দমদমা ৩। পথিক ৫। দশমাবতার ৬। মঞ্জুল ৭। হালুম ৯। কনকমুকুট ১২। কদমা ১৩। জহরত।

উপর-নীচ : ১। দমাদ্দম ২। মালিশ ৩। পণব ৪। কদর ৫। দল ৭। হাট ৮। মরকত ৯। কত্থক ১০। কড়মা ১১। কুটজ।

কমেডিয়ানকে মানুষের জোকার মনে করাটা, রবি ঘোষের মতো আমার কাছেও আশীর্বাদ

খরাজ মুখোপাধ্যায়

আড্ডা-আলাপ

মঞ্চ থেকে পর্দা, অভিনয়ের মধ্যেই বেঁচে আছি। শুধু দর্শকদের সামনে নয়, তাঁদের কানেও আছি ভিন্নধর্মী চরিত্র হয়ে। ডাবিং-এর কথা বলছি। ডাবিং করেছি অনেকেরই। রবি ঘোষ, অনুপকুমার, জনি লিভার, আসরানি থেকে রঞ্জিত মল্লিক, বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম ঘোষ- এমন বহু শিল্পীর ডাবিং আমি করেছি। অনিল চট্টোপাধ্যায়ের শেষ ছবি, সুখেন দাসের শেষ ছবি, আমি তাঁদের কণ্ঠ নকল করেছি পর্যন্ত।

এই নকল করার ইচ্ছেটা আমার জেগেছিল কলেজ জীবনে। কলেজে আমার এক বন্ধু ছিল, তার নাম অনুরাগ হীরা। অসাধারণ এক গুণের অধিকারী ছিল সে। করত কী, একটা সাদা কাগজ মুড়ে তালগোল পাকিয়ে তারপর কাগজের একটা জায়গা সমান করে দিয়ে বলত, নে এখানে একটা সই কর। আমরা সই করতাম। এরপর সে পাতাটা সোজা করে নিত। তারপর পাঁচ মিনিটের মধ্যে আগে করা সইয়ের নকল করে ৫০টা সই করে ফেলত। তারপর আমাদের জিজ্ঞাসা করত, বল কোনটা তোর সই? এবং অব্যর্থ, আমি বা আমরা ভুলটাই দেখাতাম। ও তখন আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলত, এটা ছিল তোর সই। আর এগুলো আমি করেছি। জিজ্ঞেস করতাম, তুই এটা কী করে করিস ভাই? কী করে পারিস? তুই কত ভাষা জানিস, কত ভাষা লিখতে পারিস? এইসব আমরা জিজ্ঞাসা করতাম। সেই বন্ধু বলত, তোদের ভুলটা কোথায় জানিস? তোরা একে লেখা ধরছিস, অ্যাকচুয়ালি আই ড্র। আসলে আমি ওটাকে একটা ছবি ধরে নিই, ওই ছবিটাকেই বারবার নকল করতে থাকি। এটা ওর যুক্তি।

আমার ক্ষেত্রে বলব, আমি গাই, আই সিং। যা শুনলাম, সেটাকে গানের মতো ধরি। যেমনটা বলছেন তেমনটাই আমি বলে দিলাম। এভাবেই আমি কণ্ঠ নকল করি, এটাই আমার সহজ পদ্ধতি। মানুষকে মজা দেওয়ার কাজটাও তো করতে হয়। ধরা যাক, স্টেজে কেউ বলল, দাদা কমল মিত্রর গলাটা করুন না একটু! করলাম। অনিল চট্টোপাধ্যায় করুন না! করলাম। কিন্তু যখন সিনেমায় কোনও চরিত্রের কণ্ঠস্বর নকল করছি অর্থাৎ কোনও চরিত্রের জন্য ডাবিং করছি, সেখানে সুখ-দুঃখ-হতাশা সব রসটুকু নিয়েই অভিনয়টা করতে হয়। শুধুমাত্র গলা নকল করা নয়, সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হচ্ছে, যে ব্যক্তির কণ্ঠস্বর নকল করছি, তাঁর অভিনয় কিন্তু কোনওভাবে নষ্ট করা যাবে না, তার কোনও অধিকার আমার নেই। এই বিষয়টা খেয়াল রাখতেই হয়। সবচেয়ে বড় কথা হল, ডাবিং-এর কাজটা একেবারে 'থ্যাংকলেস জব'।

ঋতু, মানে ঋতুপর্ণ ঘোষ বরাবর একটা আফসোস করে গিয়েছে যে, খরাজদাকে একটা পার্ট দিতে পারলাম না। ঋতুর খুব ইচ্ছে ছিল, ওর ছবিতে আমি অভিনয় করি কিন্তু যে কোনও কারণেই হোক, সেরকম কোনও সুযোগ্য চরিত্র সে পায়নি যে আমাকে দিতে পারত। ঋতু বলত, ডাবিং আমি করাব খরাজদাকে দিয়েই।

ঋতুর অনেক ছবির যে ডাবিং অ্যাম্বিয়েন্স পাওয়া যায়, সেসব কিন্তু আমিই করেছি। এ প্রসঙ্গে একটা ছোট্ট মজার ঘটনার কথা না বলে পারছি না। 'অসুখ' নামে একটা ছবি করেছিল ঋতু, যেখানে গৌরী ঘোষ একটা চরিত্র করেছিলেন। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রীর চরিত্রে। গৌরী ঘোষকে দিয়ে তখন ডাবিং করানোর প্রাণপণ চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু কিছুতেই সে ডাবিং করা যায়নি। গৌরীদি বারবার ফেল করছিলেন। ঋতু তখন পাগলের মতো চুল ছিঁড়ছে। বলছে, কী করব খরাজদা আমি কিছু বুঝতে পারছি না। আমি ওকে বললাম, একটা কথা বলব, যদি তুমি নিজে ডাবিংটা করো! ঋতু না-না করে উঠল। আমি বললাম, তুমিই করো। ভুল করো, বাজে করো কিন্তু তুমিই করো। ঋতু বলল, যদি ঠিক না হয়? সত্যি বলতে, আউটস্ট্যান্ডিং অ্যাক্টর ইজ ঋতু। কী অসামান্য ডাবিং করেছিল ঋতু! আর তারপর আমার শুধু পা ধরতে বাকি রেখেছিল। সেই ডাবিংয়ের পর ঋতু আমার কানের কাছে বলে চলেছিল, প্লিজ, এটা কাউকে বোলো না যে আমি ডাবিং করেছি। আমি বলে যাচ্ছি, না, আমি ১০০ কোটি বার বলব। কারণ তুমি যা কাজ করেছ, এটা তো চাট্টিখানি কথা নয়। তুমি এত সুন্দর ম্যাচ করিয়েছ, মরে গেলে কারও বিশ্বাস হবে না যে এটা গৌরী ঘোষ ডাবিং করেননি।

একটা ছবিতে রঞ্জিত মল্লিক অভিনয় করেছিলেন, ডাবিংও করে দিয়েছিলেন। কিন্তু টিমটা এত 'ক্যালাস' ছিল যে রঞ্জিতদার ডাবিংয়ের ট্র্যাকটা হারিয়ে ফেলেছিল। ওরা পুনরায় রঞ্জিতদাকে অনুরোধ করল। তিনি বললেন, করে দিয়েছি তো, আবার কেন! তারপর আমাকে এসে ধরল। আমি বললাম, না, রঞ্জিতদাকে জিজ্ঞাসা না করে তো আমি কাজটা করব না। রঞ্জিতদাকে বললাম, দাদা, আপনার ডাবিংটা করে দিতে বলছে, আমি কী করব? দাদা বললেন, করে দে। ওদের আমি ডাবিং করে দিয়েছিলাম, হারিয়ে ফেলেছে, ক্যালাস টিম। তারপর সেই ডাবিংটাও আমিই করি। কাজ উদ্ধার হয়।

এবার অন্য প্রসঙ্গে আসি, আমার সম্বন্ধে যে বিশেষণটা সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয়, তা হল, কমেডিয়ান খরাজ মুখোপাধ্যায়। 'অভিনেতা' শব্দটা ব্যবহার করা হয় না সেভাবে। সত্যিই কি কষ্ট হয় না! প্রায় একই প্রশ্ন আমি রবিদাকেও করেছিলাম- আপনি যখন রাস্তাঘাটে যাতায়াত করেন, আপনাকে দেখে যে হাসাহাসি হয়, তখন নিজেকে একটা ভাঁড় বলে মনে হয় না? নিজেকে জোকার বলে মনে হয় না? রবিদা বলেছিলেন, মানুষের তো হাজার চিন্তা! সেই চিন্তা মাথায় নিয়ে সে রাস্তা দিয়ে হয়তো যাচ্ছে, ভুরু কুঁচকে আছে, তার মধ্যে আমার গাড়িটা সিগন্যালে এসে দাঁড়াল। দেখতে পেল জানলা দিয়ে আমি বসে আছি, অমনি একগাল হাসি। কত বড় আশীর্বাদ জানিস। বলেছিলাম, হ্যাঁ দাদা। রবিদা বলেছিলেন, এটা কিন্তু অত সহজে পাওয়া যায় না। তুই একটা প্রতীক হিসেবে আছিস। তোর কাজ মানুষের ভালো লাগে, তারা আনন্দ পায়, তাই তারা হাসে। আর একটা জিনিস জেনে রাখবি, সাধারণ মানুষ অত কিছু বোঝে না। তারা দেখবি, ভিলেনকে একটু এড়িয়ে চলে। তার কাছাকাছি খুব বেশি যেতে চায় না। অথচ কমেডিয়ানদের কাছে কিন্তু ভীষণরকম ঘেঁষে। তার কারণ হচ্ছে, তারা ভাবে এ বড় আপন।

দিন বদলেছে। সিনেমার ধরনধারণও বদলেছে। যেমন ধরা যাক অলটারনেটিভ অভিনেতাদের কথা। বলিউডে যেমন মনোজ বাজপেয়ী, পরেশ রাওয়াল, এই সময়ের পঙ্কজ ত্রিপাঠী, সঞ্জয় মিশ্র বা নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকী, এদের নিজস্ব আইডেন্টিটি কিন্তু অভিনেতা হিসেবে, স্টার হিসেবে নয়। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে সিনে-বোদ্ধারা জানেন যে, এঁরা ভালো অভিনেতা। বাংলায় কিন্তু সেই সুযোগটা

ছিল না। একটা সময় ছিল চিরঞ্জিৎ চক্রবর্তী, প্রসেনজিৎ, তাপস পাল, অভিষেক, এরাই নায়ক। ওদিকে যারা নায়িকা ছিল সেই তারাই অভিনয় করত। উত্তমকুমারের সময়েও উত্তমকুমার-সুচিত্রা সেন, উত্তমকুমার-সুপ্রিয়া দেবী, বিশ্বজিৎ-সন্ধ্যা রায় নায়ক-নায়িকা এবং তার সহযোগী হিসেবে আরও অন্য অভিনেতারা অভিনয় করেছেন। কিন্তু, এখন বিষয়টা কিছুটা হলেও টার্ন নিয়েছে। একজন ক্যারেক্টার আর্টিস্টকে দিয়ে যে 'লাঞ্চবক্স'-এর মতো ছবি করানো যায়। আমি মনোজ বাজপেয়ীকে কখনওই হিরো বলতে পারব না। তো, তাঁকে দিয়ে 'ফ্যামিলি ম্যান' করানো যায়। এই কারণে আমরা প্রচণ্ড আশাবাদী। নায়ক নয়, 'অভিনেতা'র ওপর ভরসা করছেন আপনারা। এই বিষয়টা বলিউডে শুরু হয়েছে, নিশ্চিতভাবে মুম্বই থেকে দেখতে দেখতে টলিউডেও চলে আসবে।

সত্যিই আমি আশাবাদী। দেখবেন, এখন দক্ষিণের বহু ছবিতে আমাদের অনেক শিল্পী কাজ করছেন। তাঁদের নিয়ে বেশ ভালো ভালো কাজও হচ্ছে। বড় ব্যানারে কাজ করছেন তাঁরা, তাই আমি আশাবাদী। যদি আমার ক্রেডেন্সিয়ালের কথা হয়, বলব, আমি সব থেকে বেশি হিন্দি ছবি করেছি। না, সেটা কোনও বড় কথা নয়। যাঁদের সঙ্গে কাজ করেছি, যে সমস্ত পরিচালকদের সঙ্গে কাজ করেছি তাঁদের মুনশিয়ানা, যে সমস্ত ডিওপিরা কাজ করেছেন আশপাশে তাঁদের দক্ষতা, কীভাবে কেমন করে কাজটা করছেন, কী করছেন, কোথায় পার্থক্য সেসব দিকে খেয়াল রেখেই আমি আশাবাদী। একটা সামান্য জিনিসকে তাঁরা সুন্দর থেকে সুন্দরতর করে তোলার জন্য প্রাণপাত করেন। অবশ্যই বাজেট একটা বড় বিষয়। কিন্তু তাঁদের এই প্রাণপাত করার যে মানসিকতা বা ধরন, তাকে ক্যাজুয়ালি না নিয়ে সেটাকে বাস্তবায়িত করা, এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

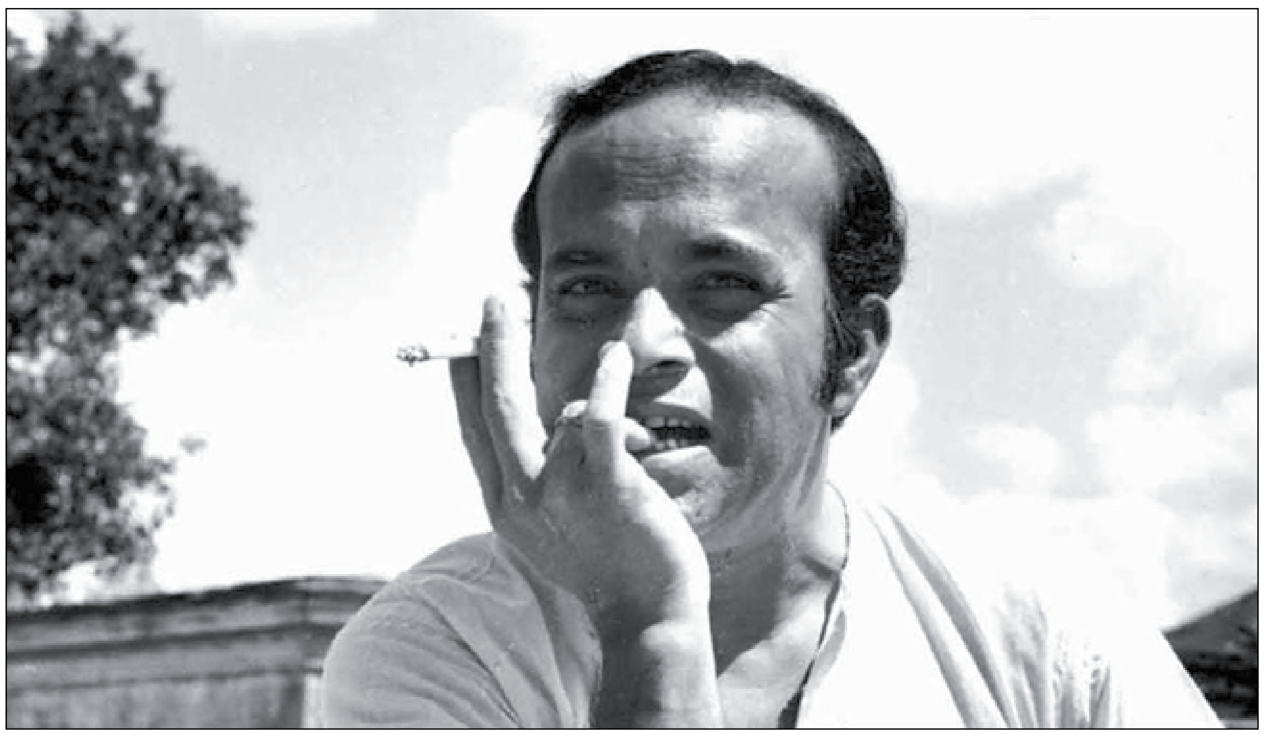

রবিদা বলেছিলেন, মানুষের তো হাজার চিন্তা! সেই চিন্তা মাথায় নিয়ে সে রাস্তা দিয়ে হয়তো যাচ্ছে, ভুরু কুঁচকে আছে, তার মধ্যে আমার গাড়িটা সিগন্যালে এসে দাঁড়াল। দেখতে পেল জানলা দিয়ে আমি বসে আছি, অমনি একগাল হাসি। কত বড় আশীর্বাদ জানিস। বলেছিলাম, হ্যাঁ দাদা। রবিদা বলেছিলেন, এটা কিন্তু অত সহজে পাওয়া যায় না। তুই একটা প্রতীক হিসেবে আছিস। তোর কাজ মানুষের ভালো লাগে, তারা আনন্দ পায়, তাই তারা হাসে।

ঋতুপর্ণ ঘোষ তখন পাগলের মতো চুল ছিঁড়ছে। বলছে, কী করব খরাজদা কিছু বুঝতে পারছি না। বললাম, যদি তুমি নিজে ডাবিংটা করো! ঋতু না-না করে উঠল। বললাম, তুমিই করো। ভুল করো, বাজে করো কিন্তু তুমিই করো। ঋতু বলল, যদি ঠিক না হয়? কী অসামান্য ডাবিং করেছিল ঋতু! আর তারপর আমার শুধু পা ধরতে বাকি রেখেছিল। মরে গেলেও কারও বিশ্বাস হবে না যে এটা গৌরী ঘোষ ডাবিং করেননি।

আলোচিত

কানাডার নাগরিক হরদীপ সিং নিজ্জরের হত্যাকাণ্ড এবং ভারত সরকারের এজেন্টদের মধ্যে সম্ভাব্য যোগসূত্রের বিশ্বাসযোগ্য অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখা হয়েছে। এতে আমাদের সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘন করা হয়।

–জাস্টিন ট্রুডো

আজ

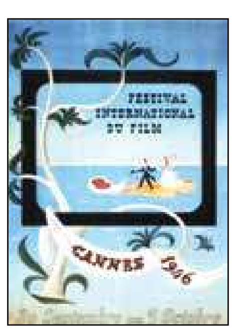

কান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের প্রথম আসর বসেছিল ১৯৪৬ সালে আজকের দিনে ফ্রান্সের কান-এ। ৫ অক্টোবর পর্যন্ত এটি চলেছিল। প্রথম ২১টি দেশ তাদের চলচ্চিত্রগুলি উপস্থাপন করেছিল। আর্থিক কারণে ১৯৪৮ ও ১৯৫০ সালে চলচ্চিত্র উৎসবটি অনুষ্ঠিত হতে পারেনি।

বিন্দু বিসর্গ

জনমত

ওজোনের ফাটলে ভোগান্তি

বায়ুমণ্ডলের স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার স্তরের নীচের অংশটা হল ওজনোস্ফিয়ার বা ওজোন স্তর। যা সূর্য থেকে নির্গত ক্ষতিকারক অতিবেগুনি রশ্মি বা আল্ট্রাভায়োলেট রে-কে সরাসরি ভূপৃষ্ঠে পৌঁছাতে বাধা দেয়। ১৬ সেপ্টেম্বর 'বিশ্ব ওজোন দিবস'-এ অসহ্য রোদের তাপে গলদঘর্ম হয়ে ভীষণভাবে অনুভব করলাম, ওজোন স্তরে নিশ্চয় বড়সড়ো কোনও ফাটল ধরেছে। আমাদের সবার সুষ্ঠুভাবে বেঁচেবর্তে থাকার স্বার্থে সবার আগে ওজোন স্তরকে সুরক্ষিত রাখা চাই। মার্কিন মহাকাশ সংস্থা নাসার বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, ১৮৮০ সালের পর ২০২৩ সালের গ্রীষ্মটাই নাকি উষ্ণতম। এই বছরের জুন, জুলাই ও অগাস্ট মাসের মিলিত তাপমাত্রা আগের যে কোনও গ্রীষ্মের তুলনায় ০.২৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। এখন আবার বায়ুমণ্ডলের জলধারণ ক্ষমতাও আগের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। গরমের সঙ্গে আর্দ্রতার মিলমিশে আমাদের ভোগান্তির একশেষ। আমরা সাবধান হলে তবেই এই ভয়ংকর বিপদের হাত থেকে রেহাই পেতে পারি।

সঞ্জীবকুমার সাহা
উত্তরপাড়া, মাথাভাঙ্গা।

র‍্যাগিং বন্ধে ঠেকাতে হবে গাফিলতি

র‍্যাগিং! ভয়ংকর এক শব্দ। এটি যে কী মারাত্মক, যারা এর পাল্লায় পড়েছে, তারা বিলক্ষণ জানে, বোঝে।

মানুষ ক্রমশ উন্নততর জীবনের দিকে ধাবিত হচ্ছে। বিজ্ঞান, প্রযুক্তিকে অবলম্বন করে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছানোর চেষ্টা করছে। তবু মাঝে মাঝে মানুষের কোনও কোনও আচরণ অতীতের বর্বরতাকে মনে করিয়ে দেয়। সঙ্গে তার পশুত্বকেও। সে তখন এক নিকৃষ্ট জীবে পরিণত হয়। পশুর থেকেও অধম হয়ে দাঁড়ায়। পরস্পরের প্রতি সহমর্মিতা দেখানোর পরিবর্তে সে উৎপীড়কের ভূমিকা নেয়।

র‍্যাগিং হল এমনই এক বিষয় যা মানুষের বর্বরতাকে তুলে ধরে। সাধারণত হস্টেলই র‍্যাগিংয়ের মূল কেন্দ্র। পুরোনো পড়ুয়ারা নতুনদের উপর মানসিক ও দৈহিক নিপীড়ন করে অদ্ভুত এক আনন্দ পায়। একজনের চোখের জল অন্যজনের হাসির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সম্প্রতি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাগিংয়ের ঘটনা আমাদের সবাইকে উদ্বিগ্ন করেছে। স্বপ্নদীপের স্বপ্নের করুণ পরিণতিতে বাবা-মায়েরা আজ ছেলেমেয়েদের অন্যত্র পড়াশোনার জন্য পাঠাতে রীতিমতো ভয় পাচ্ছেন।

র‍্যাগিং বন্ধ করতে যে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না, তা নয়। হচ্ছে। সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হচ্ছে, হেল্পলাইন চালু করা হচ্ছে। কিন্তু তা কতদিন? বড় জোর এক মাস, দু'মাস বা ছয় মাস। তারপর সব আগের মতোই চলতে থাকে। ক্যামেরা খারাপ হয়ে যায়। তাতে কোনও ফুটেজ থাকে না। হেল্পলাইন নম্বরে ফোন করলে লাইন পাওয়া যায় না। নেশার আসর বন্ধ করতে আগে পদক্ষেপ করা হলেও কোনও এক অদৃশ্য কারণে আগের সেই বাঁধনের রাশ পরে আলগা হয়ে পড়ে। র‍্যাগিং চিরতরে বন্ধ করতে কঠিন পদক্ষেপ না করা হলে স্বপ্নদীপের মতো করুণ পরিণতি অনেকেরই হবে। সমস্যা মেটাতে দ্রুত প্রশাসনিক পদক্ষেপ চাই।

পারমিতা ব্যানার্জি
হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি।

যৌথ যাপন আর নেই

যুগের বিবর্তনে যৌথ সংসারে আজ ভাঙন অহরহ। আপ্রাণ খেটে যিনি সবাইকে দাঁড় করালেন, সবকিছু আগলে রাখলেন আজ তিনিই সবার পিছনে। যৌথ পরিবারের মাসি, পিসি, মামি, খুড়িরা আজ অদৃশ্য। অথচ বিপদে-আপদে একসময় এঁরাই সবচেয়ে বড় ভরসা ছিলেন।

পরিস্থিতির চাপে এখন নিজের কাজ নিজে করা ছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই। আধুনিক সংসারের স্বামী-স্ত্রী দুজনেই কাজে বের হন। সন্তান পরিচারিকাদের কাছে বড় হয়। সন্তানকে সময় না দিতে পারা বাবা-মায়েরা অপরাধবোধে ভোগেন। তাদের হাতে অহরহ নানা উপহার তুলে দেন। পরিণতিতে ছোটবেলা থেকেই নানা উপহার মেলায় অভ্যস্ত শিশু পরবর্তীতে আর অল্পে খুশি হতে চায় না। ছোট ফ্ল্যাটে বন্দি চশমা চোখে শিশুর সময় মোবাইল ফোনের পর্দায় কেটে যায়। আগেকার দিনে যৌথ সংসারে ভাইবোনদের মধ্যে থেকে সে একাকিত্বে ভোগার অবকাশ পেত না। কিন্তু এখনকার সংসারে একাকিত্ব তাকে সহজেই গ্রাস করে। এই সূত্রেই অভিমানের জন্ম। রাগে কখনো-কখনো চরম পদক্ষেপ।

সময়ের সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে, পুরোনো মূল্যবোধের সঙ্গে নতুনের মেলবন্ধন ঘটাতে গিয়ে আমরা ক্রমাগত ক্ষতবিক্ষত হচ্ছি। এ কি আধুনিক সভ্যতার অভিশাপ? কে জানে। তবে এর দ্রুত বদল প্রয়োজন। যৌথ সংসারের সেই ভরসাটা ফিরে এলে সবচেয়ে ভালো হত।

সুদীপ্ত কুণ্ডু, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

–ঃ ঠিকানা ঃ–
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি–৭৩৪০০১

ই–মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

ভাঙনের মুখে ভারত-কানাডা সম্পর্ক

খালিস্তানপন্থী নেতা খুনে ভারতীয় এজেন্টদের হাত, অভিযোগ ট্রুডোর

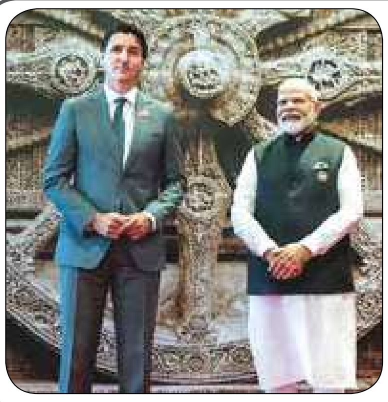

মুখোমুখি

- নিজ্জরের খুনে ভারতীয় যোগ নিয়ে তাদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ রয়েছে। দাবি ট্রুডোর
- খালিস্তানপন্থীদের মদতের বিষয়টি থেকে নজর ঘোরাতে মিথ্যা অভিযোগ। জানিয়েছে ভারতীয় বিদেশমন্ত্রক
- দু'দেশই একে অন্যের কূটনীতিককে বহিষ্কার করেছে
- উদ্বিগ্ন আমেরিকা, ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া

হরদীপ সিং নিজ্জর

আদতে পঞ্জাবের জলন্ধরের বাসিন্দা। ১৯৭৭ থেকে কানাডাবাসী। সেদেশের নাগরিকত্ব নেন। খালিস্তানী টাইগার ফোর্স ও শিখস ফর জাস্টিসের নেতা। ভারতে সক্রিয় বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মদত দেওয়ার অভিযোগ। বিদেশের মাটি ব্যবহার করে পৃথক খালিস্তান রাষ্ট্রের দাবিতে আন্দোলন।

নয়াদিল্লি ও অটোয়া, ১৯ সেপ্টেম্বর : কানাডায় খালিস্তানপন্থীদের সক্রিয়তার জেরে এবার খাদের কিনারায় পৌঁছে গেল ভারত-কানাডা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক। সদ্য ভারত সফর সেরে দেশে ফেরা কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো সোমবার পার্লামেন্টে দাবি করেছেন, কানাডাবাসী 'খালিস্তানপন্থী' শিখ নেতা হরদীপ সিং নিজ্জরের খুনের ঘটনায় ভারতের হাত রয়েছে। নিজ্জরের বিরুদ্ধে ভারতে জঙ্গি হামলা, ষড়যন্ত্র, বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রচার সহ একাধিক অভিযোগে তদন্ত চললেও তাঁর খুনের ঘটনায় যুক্ত থাকার দাবি খরিজ করে দিয়েছে দিল্লি। কানাডার কূটনৈতিক পদক্ষেপের পালটা প্রতিক্রিয়া জানাতে ভারত যে পিছপা হবে না তাও মঙ্গলবার বুঝিয়ে দিয়েছে সাউথ ব্লক।

হাউস অফ কমন্সে দাঁড়িয়ে কানাডার প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'হরদীপ সিং নিজ্জরের খুনে ভারতীয় এজেন্টদের জড়িত থাকার বিষয়ে সরকারের কাছে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ রয়েছে।' এই ঘটনাকে কানাডার সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘনের সঙ্গে তুলনা করেছেন ট্রুডো বলেন, 'কানাডার মাটিতে এদেশের একজন নাগরিককে খুনের ঘটনায় বিদেশিদের সরাসরি যোগাযোগ কানাডার সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘন করেছে।' প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতির পরেই সেখানকার ভারতীয় দূতাবাসের এক শীর্ষ কূটনীতিককে বহিষ্কারের কথা ঘোষণা করে কানাডা সরকার। পালটা কানাডার এক কূটনীতিককে ভারত ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য ৫ দিনের সময় দিয়েছে। খালিস্তানপন্থী বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতাকে খুনের অভিযোগও খারিজ করে দিয়েছে ভারতীয় বিদেশমন্ত্রক।

মঙ্গলবার দিল্লিতে কানাডার রাষ্ট্রদূত ক্যামেরন ডিন ম্যাকিকে সাউথ ব্লকে ডেকে পাঠিয়ে ভারতের অবস্থান স্পষ্ট করা হয়েছে। এস জয়শংকরের মন্ত্রকের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচীর সাফ কথা, কানাডার প্রধানমন্ত্রী অবাস্তব ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত অভিযোগ করছেন। খালিস্তানপন্থীদের মদত দেওয়ার বিষয়টি থেকে নজর ঘোরাতেই তিনি এটা করেছেন। ভারতের পর সবচেয়ে বেশি শিখ বাস করেন কানাডায়। দেশটির রাজনীতি ও প্রশাসনে শিখদের গভীর প্রভাব রয়েছে। সেই শিখ ভোটব্যাংকের কথা ভেবেই ট্রুডো ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার ঝুঁকি নিয়েছেন বলে ভারতীয় কূটনৈতিক মহলের ধারণা।

কানাডার তরফে সরকারিভাবে বহিষ্কৃত ভারতীয় কূটনীতিকের পরিচয় প্রকাশ করা না হলেও তিনি কে তার ইঙ্গিত দিয়েছেন সেদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মেলানিয়া জোলি। তিনি বলেন, 'যে কূটনীতিককে বহিষ্কার করা হয়েছে তিনি ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিটিক্যাল উইংয়ের (র)কানাডা শাখার প্রধান ছিলেন। সূত্রের খবর, ভারত থেকে বহিষ্কৃত কানাডার কূটনীতিক হলেন এদেশে কানাডার গোয়েন্দা সংস্থার স্টেশন ইনচার্জ অলিভিয়ার সিলভেস্টের। ভারতীয় বিদেশমন্ত্রক এক বিবৃতিতে বলেছে, দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে কানাডার কূটনীতিকের হস্তক্ষেপ উদ্বেগজনক। তাঁর ভারত বিরোধিতা বরদাস্ত করা হবে না। অর্থাৎ, দুই দেশই একে অন্যের গোয়েন্দা শাখার প্রধানদের বহিষ্কার করেছে।

এর আগে পাকিস্তান, চিন থেকে ভারতীয় কূটনীতিকদের বহিষ্কার করা হয়েছে। এদেশ থেকেও দুই প্রতিবেশী দেশের কূটনীতিকদের বহিষ্কারের একাধিক উদাহরণ রয়েছে। তবে দুই বৈরী প্রতিবেশী ছাড়া অন্য কোনও দেশের সঙ্গে ভারতের এই পর্যায়ের চাপানউতোর নজিরবিহীন। কানাডার প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং সংসদে দাঁড়িয়ে ভারতের বিরুদ্ধে সেদেশের এক নাগরিককে খুনের অভিযোগ করেছেন এমন ঘটনাও আগে ঘটেনি। গত সপ্তাহে কানাডা সরকার ভারতের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখার কথা জানিয়েছিল। কানাডার সঙ্গে বিরোধ আমেরিকা-ভারত সম্পর্কে প্রভাব ফেলতে পারে বলেও কূটনীতিকদের একাংশের ধারনা। ট্রুডোর অভিযোগের পর আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশ যেভাবে প্রতিক্রিয়া দিয়েছে তাতে উদ্বিগ্ন হওয়ার সংগত কারণ রয়েছে।

হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র অ্যাড্রিয়েন ওয়াটসন বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী ট্রুডো যেসব অভিযোগ করেছেন তা নিয়ে আমরা ভীষণ রকম উদ্বিগ্ন। আমরা কানাডার সঙ্গীদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছি। তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং দোষীদের চিহ্নিত করে বিচার ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসা জরুরি।' একই বার্তা দিয়েছে ব্রিটেন এবং অস্ট্রেলিয়া।

অতীতে কানাডায় ভারতবিরোধী কাজকর্ম, খালিস্তান পন্থীদের সক্রিয়তা নিয়ে ট্রুডো সরকারকে বারবার সতর্ক করেছে ভারত। কানাডায় ভারতের কূটনৈতিক দপ্তরগুলিতে হামলা চালিয়েছে তারা। কিন্তু পদক্ষেপ করেননি ট্রুডো। কানাডায় খালিস্তানপন্থীদের সভা থেকে ভারত বিরোধিতার জিগির তোলা সাধারণ ঘটনায় পরিণত হয়েছে। কিছুদিন আগে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির হত্যাকাণ্ড নিয়েও একটি আপত্তিকর প্রদর্শনী করেছিল কানাডার খালিস্তান সমর্থকরা। ঘটনায় ব্যাপক ক্ষোভ প্রকাশ করে ভারতের শাসক-বিরোধী দু'পক্ষই। কেন্দ্রের সুরে সুর মিলিয়ে কানাডা সরকারের সমালোচনা করেছিল কংগ্রেস।

দু'দেশের টানাপোড়েন নতুন মাত্রা পায় গত জুনে। ভ্যাঙ্কুবারে একটি গুরুদ্বারের বাইরে গুলি করে খুন করা হয় হরদীপ সিং নিজ্জরকে। ভারতের দীর্ঘ্যদিনের অভিযোগ, কানাডার নাগরিক নিজ্জর নিষিদ্ধ সংগঠন 'শিখস ফর জাস্টিস' ও 'খালিস্তানী টাইগার ফোর্স'-এর সদস্য। তার গ্রেপ্তারির জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল। এহেন এক বিচ্ছিন্নতাবাদী শিখ নেতার হয়ে ট্রুডোর ময়দানে নামা শুধু ভারত-কানাডা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নয়, শান্তিপ্রিয় ও দায়িত্বশীল দেশ হিসাবে কানাডার গ্রহণযোগ্যও ধাক্কা খাবে। বিপরীতে সংকুচিত হতে পারে কানাডায় ভারতীয়দেরশিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ। এমনটাই মত আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞদের।

মোদির পাশে কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর : খালিস্তানি প্রশ্নে ফের কেন্দ্রের পাশে দাঁড়াল কংগ্রেস। খালিস্তানি বিতর্কে কানাডার তীব্র সমালোচনা করে বিবৃতি দিয়েছে ভারত। দেশ ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কানাডার এক শীর্ষ কূটনীতিককে। গোটা ঘটনায় কেন্দ্রের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছে কংগ্রেস। দলের প্রবীণ নেতা জয়রাম রমেশ বলেন, 'দেশের স্বার্থ ও উদ্বেগের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ আর কিছুই নয়।' কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো বলেন, কানাডার নাগরিক হরদীপ সিং নিজ্জরের হত্যার নেপথ্যে ভারতের ভূমিকা রয়েছে। এই মন্তব্যের পরেই পালটা কঠোর মন্তব্য করে ভারতের বিদেশমন্ত্রক।

বিদেশমন্ত্রকের বিবৃতিতে বলা হয়, কানাডার অভিযোগ অবাস্তব ও ভিত্তিহীন। এই প্রেক্ষিতে জয়রাম রমেশ বলেন, 'সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কোনও আপস করে না জাতীয় কংগ্রেস। বিশেষ করে সেই সন্ত্রাসবাদ যখন দেশের ঐক্য, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বকে আঘাত করে। আমাদের দেশের স্বার্থকে সবসময়ে অগ্রাধিকার দিতে হবে।' এর আগে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রেক্ষিতেও নরেন্দ্র মোদি সরকারের বিদেশনীতির প্রশংসা করেছিল কংগ্রেস।

নতুন সংসদ ভবনের পথে সদলবলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মঙ্গলবার।

পুরোনো সংসদ এবার থেকে সংবিধান সদন

বিশেষ সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর : ইতিহাসের পাতায় চিরতরে ঠাঁই নিল পুরোনো সংসদ ভবন। মঙ্গলবার গণেশ চতুর্থীতে নতুন সংসদ ভবনে প্রবেশের আগে পুরোনো সংসদ ভবনের সেন্ট্রাল হলে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন লোকসভা ও রাজ্যসভার সাংসদরা। ওই অনুষ্ঠানে পুরোনো সংসদ ভবনের নতুন নামকরণ সংবিধান সদন করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, '১৯৪৭ সালে এই সেন্ট্রাল হলেই ব্রিটিশরা ক্ষমতা হস্তান্তর করেছিল। সেন্ট্রাল হল সেই ইতিহাসের সাক্ষী ছিল। এই সংসদ ভবনে ত্রিবর্ণ জাতীয় পতাকা এবং জাতীয় সংগীত গ্রহণ করা হয়েছিল। এখান থেকেই প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন। নতুন সংসদ ভবনে আমরা একটি নতুন ভবিষ্যতের জন্য নব সূচনা করতে চলেছি।' বক্তৃতার শেষে পুরোনো সংসদ ভবনের নাম সংবিধান সদন রাখার জন্য রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনকর এবং লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার কাছে একটি প্রস্তাব দেন মোদি। বলেন, 'আমরা যেহেতু আজ নতুন ভবনে চলে যাচ্ছি তাই পুরোনো ভবনের মর্যাদা যাতে অটুট থাকে সেদিকে যেন নজর থাকে। আমরা যেন এই ভবনকে শুধুমাত্র পুরোনো সংসদ বলে ছেড়ে না যাই। তাই আমি অনুরোধ করছি, এই ভবনটি যেন সংবিধান সদন হিসেবে এবার থেকে পরিচিত হয়।'

২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য বার্তা দিয়ে মোদি বলেন, '১৯৫২ সাল থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ৪১ জন রাষ্ট্রপ্রধান সেন্ট্রাল হলে এসে আমাদের সাংসদদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গীদের মুখে জয় শ্রীরাম

গত সাত দশকে সংসদে ৪ হাজারেরও বেশি আইন তৈরি হয়েছে।' পুরোনো সংসদে শেষবারের ভাষণ দিতে গিয়ে মোদি বলেন, 'দেশের জন্য শুধু আপনাদের হৃদয় চাই। সংসদে এবার থেকে যে আইনগুলি তৈরি হবে এবং বিতর্ক হবে তাতে যেন ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলি অনুপ্রাণিত হয়।' পরে নতুন সংসদ ভবনের লোকসভায় বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'অতীতের সমস্ত তিক্ততা ভুলে সমস্ত সাংসদদের উচিত নতুন একটি অধ্যায়ের সূচনা করা। এই নতুন ভবন যেন দেশের প্রতিটি নাগরিকের কাছে অনুপ্রেরণা হয়ে ওঠে। নতুন সংসদ ভবন দেশের ১৪০ কোটি ভারতীয়র আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন। কোনও দলের বিকাশের স্থান সংসদ নয়। বরং দেশের বিকাশের স্থান হল সংসদ।'

২০১৪ সালের মে মাসে প্রথমবার সংসদে পা রেখে সবুজ গালিচায় মাথা ঠেকিয়ে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু এদিন তার পুনরাবৃত্তি হয়নি। তবে কেউ কেউ মনে করছেন, সাষ্টাঙ্গে প্রণাম না করলেও মোদি যেভাবে পুজোঅর্চনা ও সেঙ্গোল প্রতিষ্ঠা করে নতুন সংসদ ভবনের দ্বারোদঘাটন করেছিলেন তা ২০১৪-র কীর্তিকেও ছাপিয়ে গিয়েছে। তাই মঙ্গলবার নতুন শুধুমাত্র বিজেপি সাংসদদের জয় শ্রীরাম স্লোগানকে সঙ্গী করেই নতুন সংসদে প্রবেশ করেন প্রধানমন্ত্রী। এদিন সেন্ট্রাল হলে মোদি বলেন, 'এই সেই সংসদ যেখানে আমরা আমাদের ভুল সংশোধন করে তিন তালাকের বিরুদ্ধে আইন পাশ করিয়েছিলাম। মুসলিম মা-বোনেরা ন্যায়বিচার পেয়েছিলেন শুধুমাত্র এই সংসদের কারণেই। রূপান্তরকামীদের ন্যায়বিচার দেওয়ার আইনও পাশ হয়েছিল এই সংসদে। বিশেষভাবে সক্ষম মানুষরা যাতে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ পান সেজন্য আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে আইন তৈরি করেছিলাম।'

অপেক্ষায় গণেশ... মঙ্গলবার নাগপুরে গণেশ চতুর্থীর দিনে।

লোকসভা-রাজ্যসভায় সোচ্চার কং সাংসদরা

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর : সংসদের গরিমা বোঝাতে টানা দু-দিন ধরে বহু শব্দ খরচ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। পুরোনো এবং নতুন দুটি সংসদকেই ভারতের আকাঙ্ক্ষার প্রতীক বলে জোরাল বার্তা দিয়েছেন তিনি। সংসদের ইতিহাস ও পরম্পরার কথা মেনে নিলেও সংবিধানই যে সর্বোপরি মঙ্গলবার সেকথা ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দিলেন রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং লোকসভায় কংগ্রেসের দলনেতা অধীররঞ্জন চৌধুরি। শুধু তাই নয়, সংবিধান হাতে পুরোনো সংসদ থেকে পায়ে হেঁটে নতুন সংসদ ভবনে ঢোকেন কংগ্রেস সাংসদরা। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন ডিএমকের সাংসদরাও।

সংবিধান রক্ষার অঙ্গীকার নিয়ে নতুন ভবনে ঢুকলেন অধীর, রাহুলরা।

নতুন সংসদের অধীরবাবু বলেন, 'আমাদের কাছে এই সংবিধানই হল গীতা, কোরান, বাইবেল। ১ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, ইন্ডিয়া অর্থাৎ ভারত হল একটি গণরাজ্য। এর অর্থ ইন্ডিয়া এবং ভারতের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। এই দুয়ের মধ্যে যাতে অযাচিতভাবে দ্বন্দ্ব তৈরি করা না হলেই ভালো।' সংবিধানের গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে প্রস্তাবনাও পাঠ করেন অধীরবাবু। তিনি বলেন, এই সংসদ শুধু ইট, চুন, বালি দিয়ে তৈরি হয়নি। এটা হল ভারতের আত্মা। স্বাধীনতার পর দীর্ঘকাল ধরে নিষ্পেষিত হওয়া আত্মা মুখ খুঁজে পেয়েছে। এই আত্মাকে যেন আর কোনওভাবেই দমন করা না হয়। আমাদের কাছে সংবিধান সবার ওপরে। এখানে লেখা আছে, সত্যমেব জয়তে। আমরা চাই, সবাই যেন সত্যের পথে এগিয়ে চলে এবং সারা দুনিয়ায় দেশের নাম গর্বিত করি।

এর আগে পুরোনো সংসদ ভবনের সেন্ট্রাল হলে দেশের মধ্যে তীব্র বৈষম্য নিয়ে মুখ খুলেছিলেন অধীরবাবু। তিনি বলেন, ১৮৯টি দেশের মধ্যে হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্সে ভারতের স্থান হয়েছে ১৩১। সম্পদ তৈরিতে দেশের মধ্যে ব্যাপক বৈষম্য রয়েছে। ভারতকে উন্নত দেশে পরিণত হতে হলে এই চ্যালেঞ্জ সামলাতে হবে। মুদ্রাস্ফীতি কমানো, কর্মসংস্থান তৈরি এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্যক্ষেত্রকে উন্নত করা গেলে ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারত উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারে বলে জানান অধীর।

রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গেও সংবিধানের গুরুত্বের কথা বলেন। তিনি বলেন, 'ভারতের গণতান্ত্রিক রাজনীতির পরশপাথর হল ভারতের সংবিধান। সেন্ট্রাল হলেই ১৯৪৬ থেকে ১৯৪৯ পর্যন্ত গণপরিষদের বৈঠক বসেছিল। আমাদের উচিত, সাংবিধানিক মূল্যবোধ এবং সংসদীয় পরম্পরাগুলি বজায় রাখা।' পরে নতুন রাজ্যসভায় মোদি সরকারকে বিঁধে তিনি বলেন, দেশের অনেক রাজ্যকে দুর্বল করা হচ্ছে। জিএসটি এবং মনরেগার টাকা ঠিকসময়ে দেওয়া হচ্ছে না। ওঁরা গণতন্ত্রের কথা বলেন অথচ এঁরাই সরকার ফেলার কাজ করেছেন।' খাড়গের তোপ, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর কথা বলেন। কিন্তু মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক ও মণিপুরে সরকার ফেলেছিলেন ওঁরা।'

মহিলা সাংসদ বেশি বাংলাদেশ, পাকিস্তানে

ভারতের অবস্থান ১৪১ নম্বরে

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর : দেশের নতুন সংসদ ভবনের উদ্বোধনের দিনেই লোকসভায় পেশ হল মহিলা সংরক্ষণ বিল। এই বিল পাশ হলে দেশের সংসদে ও বিধানসভায় ৩৩ শতাংশ আসন পাবেন মহিলারা। সংসদীয় রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ বাড়াতেই এই বিল আনা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, 'আমরা চাই, দেশের উন্নয়নে দলে দলে যোগ দিন মহিলারা।' বিরোধীদের অবশ্য দাবি, মোদি সরকার এই বিল এনেছে পাঁচটি রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা ভোট এবং ২০২৪ সালে লোকসভা ভোটের কথা মাথায় রেখে মহিলা ভোটারদের মন জয় করতে। তবে বিল পাশ হলেও সংরক্ষণের সুবিধা পেতে মহিলাদের ২০২৯ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

৭৬ বছর হয়ে গেল ভারত স্বাধীন হয়েছে। বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক মহিলা হওয়া সত্ত্বেও সংসদীয় রাজনীতিতে তাঁদের উপস্থিতি এখনও যৎসামান্য। সংসদে মহিলাদের অংশগ্রহণের নিরিখে বিশ্বের ক্রমতালিকায় ভারতের অবস্থান এই মুহূর্তে ১৮৫টি দেশের মধ্যে ১৪১ নম্বরে। লোকসভায় মাত্র ১৫ শতাংশ সাংসদ মহিলা। যা সারা বিশ্বের গড় হিসেবের (২৬ শতাংশ) অনেক নীচে তো বটেই, এমনকি শতাংশের বিচারে তা পড়শি বাংলাদেশ, পাকিস্তান এবং নেপালের থেকেও অনেক কম। এই তথ্য ইন্টার-পার্লামেন্টারি ইউনিয়নের।

মহিলা সংরক্ষণের বিষয়ে ভারতকে পিছনে ফেলে দিয়েছে পাকিস্তান। ১৯৫৬ সালেই তারা সংসদে মহিলা সংরক্ষণ নিয়ে পদক্ষেপ করেছিল। পাক সংসদে মহিলা সদস্যের উপস্থিতির বর্তমান হার ২০ শতাংশ। ২০০২ সালে তারা ১৭ শতাংশ সাংসদ পদ মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ করে। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের একটিই কক্ষ। তাতে ৩৫০টি আসনের মধ্যে ৫০টি মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। এই মুহূর্তে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে মহিলা সদস্য ২১ শতাংশ। নেপালের প্রতিনিধিসভায় ২৭৫ জন সদস্যের মধ্যে ৯১ জন মহিলা, যা শতাংশের বিচারে ৩৩.০৯।

রাষ্ট্রপতি কোথায়, প্রশ্ন তৃণমূলের : মঙ্গলবার নতুন সংসদভবনে প্রবেশ করলেন সাংসদরা। বিদায় জানালেন পুরোনো সংসদ ভবনকে। অথচ সেন্ট্রাল হলের অনুষ্ঠানে দেখা গেল না রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে। অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতির না থাকার বিষয়টি নিয়ে সরব হল তৃণমূল। তৃণমূল সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, সংসদের সেন্ট্রাল হলে অনুষ্ঠান হচ্ছে সেখানে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু উপস্থিত নেই কেন? তাঁকে কি আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে? রাষ্ট্রপতিকে উপেক্ষা করে কেন অনুষ্ঠান হল তার কারণ জানতে চায় তৃণমূল। একই প্রশ্ন তুলেছেন তৃণমূলের সাকেত গোখলে। সাংসদের সামনে ভাষণ দিয়েছেন মোদি, ওম বিড়লা, অধীররঞ্জন চৌধুরী, রাজ্যসসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনকর। এদিকে রাষ্ট্রপতির এক্স হ্যান্ডেলে দুপুর ১২টা ১১ মিনিটে যে ছবি পোস্ট করা হয়েছে তাতে দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে দেখা গিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে।

মেইতেই মহিলাদের বনধে অচল ইম্ফল

ইম্ফল, ১৯ সেপ্টেম্বর : মণিপুরি মহিলা সংগঠনের ডাকে ৪৮ ঘণ্টা বনধের জেরে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল ইম্ফল উপত্যকার জনজীবন।

সশস্ত্র পাঁচ যুবকের গ্রেপ্তারির প্রতিবাদে ও তাদের অবিলম্বে মুক্তির দাবিতে মেইতেই মহিলাদের সংগঠন 'মেইরা পইবি' এবং স্থানীয় কয়েকটি ক্লাব সোমবার মধ্যরাত থেকে বনধের ডাক দিয়েছিল। তার জেরে মঙ্গলবার সকাল থেকেই রাজধানী ইম্ফল ছিল শুনসান। বাজার-হাট, স্কুল-কলেজ, অফিস-কাছারি প্রায় সবই বন্ধ ছিল। রাস্তাঘাটে লোকসমাগম কিংবা যান চলাচলও ছিল সীমিত।

শনিবার ফৌজি পোশাক পরা সশস্ত্র পাঁচ যুবককে গ্রেপ্তার করার পর থেকেই রাজ্য উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অল লাংথাবল কেন্দ্র ইউনাইটেড ক্লাব কোঅর্ডিনেটিং কমিটির সভাপতি ইয়ুমনাম হিটলার বলেন, 'যে পাঁচ যুবককে ধরা হয়েছে, তাঁরা গ্রামের ছেলে এবং স্বেচ্ছাসেবক। কুকি-জোদের হামলার হাত থেকে গ্রামবাসীদের বাঁচাতে তাঁরা প্রহরীর কাজ করছিলেন। ওঁদের মুক্তি না দেওয়া পর্যন্ত বিক্ষোভ, প্রতিবাদ চলবে।'

যুবকদের গ্রেপ্তারির প্রতিবাদে শনিবার পোরমপট থানায় বিক্ষোভ দেখান মেইতেইরা। সেখানে জমায়েত হটাতে পুলিশকে কাঁদানে গ্যাস ছুড়তে হয়। দু'পক্ষের হাতাহাতির জেরে পুলিশকর্মী সহ বেশ কয়েকজন জখম হন। এরপরই জোরদার প্রতিবাদের সিদ্ধান্ত নেন মেইতেইরা। মহিলা সংগঠনের সঙ্গে যোগ দেয় স্থানীয় পাঁচটি ক্লাব। সোমবার মধ্যরাতে এই সংগঠনগুলি ঘোষণা করে, মঙ্গলবার থেকে ৪৮ ঘণ্টা রাজ্যজুড়ে বনধ পালন করবে তারা। সকাল থেকেই পূর্ব ইম্ফলের খুরাই, কোংবা, পশ্চিম ইম্ফলের কাকওয়া, বিষ্ণুপুর জেলা এবং থৌবলের বহু জায়গায় পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখানো হয়।

এক ফ্রেমে ৭৫০ সাংসদ

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর : ঠিকানা বদলাচ্ছে ভারতীয় সংসদের। মঙ্গলবারই নতুন পার্লামেন্ট ভবনে অধিবেশন হয়েছে। তার আগে পুরোনো সংসদ ভবনকে বিদায় জানাতে সেখানে হাজির হয়েছিলেন সাংসদরা। লোকসভা ও রাজ্যসভা মিলিয়ে মোট ৭৫০ জনের বেশি সাংসদ পুরোনো ভবনের প্রাঙ্গণে গ্রুপ ছবি তুললেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাকে দু'পাশে নিয়ে প্রথম সারিতে দেখা গেল উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকরকে। প্রথম সারিতে তাঁদের পাশেই ছিলেন অমিত শা, রাজনাথ সিং, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, সোনিয়া গান্ধি, শারদ পাওয়ার ও অন্যান্যরা।

হত লস্কর কমান্ডার

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর : আপাতত সমাপ্তি ঘটল সাত দিন ধরে চলা দুর্ধর্ষ জঙ্গিনিধন অভিযান। মঙ্গলবার অভিযান শেষ হওয়ার কথা সেনার তরফে জানানো হয়েছে। তবে তল্লাশি জারি রয়েছে। এদিনের সংঘর্ষে সেনাদের গুলিতে নিহত হয়েছে লস্করের এক কমান্ডার সহ আরও এক জঙ্গি। নিহত অপর জঙ্গির দেহ পাওয়া যায়নি। কেন্দ্রশাসিত কাশ্মীরের অতিরিক্ত পুলিশ অধিকর্তা বিজয় কুমার সংশ্লিষ্ট এলাকায় জনসাধারণকে না যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। লস্কর কমান্ডার নিকেশের পাশাপাশি তার দেহের কাছে অন্য এক জঙ্গির দেহ উদ্ধার হয়েছে।

'বাংলা বদলেছে, আসুন লগ্নি করুন বার্তা মমতার

বার্সেলোনা, ১৯ সেপ্টেম্বর : মাদ্রিদের পর বার্সেলোনা। নীলপাড় সাদা শাড়ির মহিলাকে মঙ্গলবার নতুন করে চিনলেন তাঁর সফরসঙ্গীরা।

মঙ্গলবার বাণিজ্য সম্মেলনের শুরুতেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা ও স্পেনের যোগসূত্রটা বেঁধে দিলেন। বললেন, 'স্পেনের সঙ্গে আত্মিক যোগ রয়েছে বাংলার। ভারতে নবজাগরণ এসেছিল বাংলার হাত ধরেই। আর ইউরোপে নবজাগরণ এনেছিল স্পেন।'

বার্সেলোনার শিল্প সম্মেলনে রাজনীতিক তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা মঙ্গলবারের ভাষণে রাজ্যের শিল্পদূত হিসাবে তুলে ধরেন নিজেকে। সুদূর স্পেন থেকে কেন একজন শিল্পপতি বাংলায় বিনিয়োগ করতে আসবেন, সেই যুক্তি সাজাতে একেবারে পেশাদারি দক্ষতায় রাজ্যের শিল্প পরিকাঠামোর নিপুণ বর্ণনা দিয়েছেন। ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাঁর জমানায় রাজ্যের সাফল্য, অগ্রগতির।

প্রত্যয়ী কণ্ঠে মমতা বললেন, 'বাংলাই এখন দেশের মধ্যে সবচেয়ে উন্নতিশীল রাজ্য। আমরাই দেশকে নেতৃত্ব দিচ্ছি। আমরাই গেম চেঞ্জার। তাই আমাদের রাজ্যে বিনিয়োগ করুন। কোনও সমস্যা হবে না। জমি থেকে যোগাযোগ, দক্ষ শ্রমিক থেকে সরকারি সুবিধা, সব পাবেন।'

বনধ সংস্কৃতির অবসান, বাংলার দক্ষ শ্রমিক, শিল্পের জন্য সরকারের নিজস্ব জমি মানচিত্র, একশোরও বেশি শিল্প পার্ক, শক্তিশালী যোগাযোগ ব্যবস্থা থেকে শুরু করে বাংলার মানুষের সামাজিক সুরক্ষা, প্রায় সমস্ত বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে শিল্প সম্মেলনে তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী।

মমতার কথায়, 'বাংলায় শিল্পস্থাপন করলে সেটা শুধু বাংলার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। বাংলায় রয়েছে আন্তর্জাতিক করিডর। বাংলাদেশ, ভুটান, নেপাল, মায়ানমারের মতো দেশগুলিতে খুব সহজেই যাওয়া যায় বাংলা থেকে।'

মঙ্গলবারের শিল্প সম্মেলনের শুরুতে বাংলার শিল্পসংস্কৃতির সঙ্গে স্পেনের শিল্পপতিদের প্রাথমিক পরিচয় করিয়ে দেন শিল্পপতি হর্ষ নেওটিয়া, উমেশ চৌধুরী, কমল মিত্তল, তরুণ ঝুনঝুনওয়ালা, রমেশ জুনেজাররা। বাংলায় একসময় কথায় কথায় বনধ, ধর্মঘট লেগেই থাকত। বাম জমানার অবসানের সঙ্গে সেই ধর্মঘট সংস্কৃতিরও যে বিদায় নিয়েছে, এদিন সেকথা স্পষ্টভাবে জানান শিল্পপতিরা। তাঁদের কথায়, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে গত এক যুগে বাংলার আমূল বদল ঘটেছে। রাজ্যের দক্ষ শ্রমিক এবং শূন্য কর্মদিবস নষ্টের কথাও তুলে ধরেন তাঁরা।

মুখ্যমন্ত্রীর আন্তরিক অনুরোধ, 'বাংলায় আসুন, বিনিয়োগ করুন। কথা দিচ্ছি, বাংলা আপনাদের খালি হাতে ফেরাবে না। মনে রাখবেন, আমরা রাজ্যে ১০০ ভাগ মানুষকে ৯৯ শতাংশ সামাজিক সুরক্ষা দিই। আমরা মেয়েদের হাত খরচ (লক্ষ্মীর ভাণ্ডার) দিই, বয়স্কদের ভাতাও।'

মিরিকের মন্দিরে নিত্য পূজিত হন দুর্গা

প্রতাপগাঁওয়ের এই দুর্গা মন্দির ১৫০ বছরেরও বেশি পুরোনো। এলাকার বাসিন্দাদের কাছে জায়গাটি প্রতাপগাঁও নামে পরিচিত হলেও গুগল সার্চে এই নামে খোঁজ চালালে অবশ্য সহজে কাজ হাসিল হবে না। বরং 'দেবীস্থান' নামে সার্চে কাজ দেবে।

তমালিকা দে

দুর্গাপুজোর আর মেরেকেটে দেড় মাসও বাকি নেই। আপনার-আমার অধীর অপেক্ষা। মিরিকের প্রতাপগাঁওয়ের বাসিন্দাদের অবশ্য এই অপেক্ষা করতে হয় না। কেনই বা করতে হবে! বছরের ৩৬৫ দিনই যে এখানে দুর্গাপুজো। প্রকৃত দুর্গাপুজোর সময়টা অবশ্য এখানে আনন্দ দ্বিগুণেরও অনেকটা বেশি। বেশির ভাগ জায়গাতেই দুর্গাপুজো মূলত চারদিনের। দুর্গাপুজোর সময়টায় প্রতাপগাঁওয়ে অবশ্য নয়দিন ধরে উমার আরাধনা চলে। বছরের প্রতিটি দিন ধরে চলা এখানে দুর্গাপুজোর সুবাদে প্রতাপগাঁওয়ে দেশ-বিদেশের অনেকেরই ভিড় লেগে থাকে।

প্রতাপগাঁওয়ের এই দুর্গা মন্দির ১৫০ বছরেরও বেশি পুরোনো। এলাকার বাসিন্দাদের কাছে জায়গাটি প্রতাপগাঁও নামে পরিচিত হলেও গুগল সার্চে এই নামে খোঁজ চালালে অবশ্য সহজে কাজ হাসিল হবে না। বরং 'দেবীস্থান' নামে সার্চে কাজ দেবে। উমার সুবাদেই এই জায়গাটির এহেন নামকরণ। মিরিকের বিখ্যাত সুমেন্দু লেকের কাছে যে জায়গাটিতে পর্যটকরা ঘোড়ার পিঠে চাপেন সেখান থেকে একটু এগিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে মায়ের মন্দিরে যেতে হয়।

১৫০ বছর আগে এই এলাকার বাসিন্দা বেরানি বাজু স্বপ্নে দুর্গার দেখা পেয়েছিলেন। অদ্ভুতভাবে ওই ঘটনার পরপরই তিনি একটি শিলাও খুঁজে পান। সেই শিলাকেই তিনি দুর্গারূপে পুজো করেন। এজন্য একটি মন্দিরও তৈরি করা হয়। সেই মন্দিরে দুর্গার আরাধনার জন্য পুরোহিতেরও বন্দোবস্ত করা হয়। ধীরে ধীরে বেরানির এই দুর্গাপুজো, আরাধনা জনপ্রিয় হতে শুরু করে।

গোবিন্দ দাহাল ২০০০ সাল থেকে এই মন্দিরে পুরোহিতের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। তাঁর সঙ্গে কথোপকথনে স্পষ্ট হয় এই মন্দিরের ইতিহাস, '১৫০ বছর আগে এই জায়গাটি পুরোপুরিভাবে জঙ্গলে ভরা ছিল। তারই মধ্যে মন্দিরে প্রতিদিন মা দুর্গার আরাধনা চলত। প্রথমে শীলাকে দুর্গারূপে পুজো করা হলেও পরে মায়ের মূর্তি স্থাপন করা হয়। প্রথম পুরোহিত সহ তাঁর বংশের তিন পুরুষ এই মন্দিরের দায়িত্ব সামলানোর পর আমার হাতে পুজোর দায়িত্ব আসে।' প্রতিদিন সকাল ৬টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত এই মন্দিরের দরজা ভক্তদের জন্য খোলা থাকে। দুর্গাপুজোর সময়টা অবশ্য এই সময়সীমা বেড়ে রাত ৯টা পর্যন্ত হয়। 'মায়ের আশীর্বাদেই আমরা এখানে ভালোভাবে বেঁচেবর্তে আছি', বক্তব্য স্থানীয় বাসিন্দা শীল ছেত্রীর। তাঁর কথায়, 'আমাদের এখানে কেউ কোনও বিপদে পড়লেই দুর্গা মাকে স্মরণ করি। তিনি প্রতিবারই কোনও না কোনও অলৌকক কিছু করে আমাদের সমস্যা মিটিয়ে দেন।'

দুর্গা মন্দির হলেও এখানে যে শুধু উমারই আরাধনা হয়, তা নয়। সময় গড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে এই মন্দিরে কালী, শিব, হনুমান, মনসা, শনির মতো দেবদেবীদেরও ঠাঁই হয়েছে। উমার পাশাপাশি এখানে রোজ তাঁদেরও পুজো হয়। আলিপুরদুয়ার থেকে ঘুরতে আসা মালবিকা সরকার বললেন, 'এই মন্দিরে যে এত ইতিহাস লুকিয়ে রয়েছে তা এখানে না এলে কোনওদিন জানতেও পারতাম না।'

ময়নাগুড়িতে বেলুড় মঠের 'স্বাদ'

অভিরূপ দে

পরপর আসনে বসে রয়েছে ছোট ছোট মেয়েরা। সুসজ্জিতা। সালংকারা। আর সামনে থাকা পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে ভাবগম্ভীর পরিবেশ। গঙ্গাপাড়ের বেলুড় মঠের দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে কুমারীপুজোর এই দৃশ্য সকলেরই চেনা। এবার তারই একটা সংস্করণ দেখা যাবে ময়নাগুড়ি শহরেও। এবছরই প্রথম নিজের চোখে কুমারীপুজোর অভিজ্ঞতা উপভোগ করতে পারবেন শহরের বাসিন্দারা। সৌজন্যে ময়নাগুড়ি ময়নামাতা কালীবাড়ির দুর্গাপুজো।

এবছর ওই পুজোর উদ্যোক্তারা অষ্টমীর দিন কুমারীপুজোর আয়োজন করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ময়নাগুড়ি শহরে এমন উদ্যোগ এই প্রথম। স্বাভাবিকভাবেই এই পুজোকে কেন্দ্র করে আগে থেকেই উৎসাহ বাড়ছে শহরবাসীর মধ্যে।

নাটমন্দিরের পুজো

চলতি বছর ১০৪তম বর্ষে পদার্পণ করতে চলেছে ময়নাগুড়ি ময়নামাতা কালীবাড়ির দুর্গাপুজো। শহড়জুড়ে একাধিক বিগ বাজেটের পুজোর মধ্যেও প্রাচীন এই পুজোকে ঘিরে শহরবাসীর বরাবরই আগ্রহ রয়েছে। পুজো কমিটির সদস্যরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, পুজোর জন্য কুমারী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে কোনওরকমের জাতি, ধর্ম, বর্ণের ভেদাভেদ রাখা হবে না। যে কোনও কুমারীই দেবীজ্ঞানে পূজনীয়। আপাতত কালীবাড়ির দুর্গাপুজোর আয়োজনের প্রস্তুতিও তুঙ্গে। স্থায়ী নাটমন্দিরে এখন চলছে প্রতিমা গড়ার কাজ। স্থানীয় মৃৎশিল্পীরাই প্রতিমা তৈরি করছেন। সেইসঙ্গে পুজোর অন্যান্য আয়োজনেও খামতি রাখা হচ্ছে না।

ময়নাগুড়ি শহরের পুরোনো দুর্গাপুজোগুলির মধ্যে অন্যতম এই পুজো। আগে তো এই পুজোয় বলিদানের রেওয়াজ ছিল। তবে ২০০৯ সালে, পুজোর ১০০তম বর্ষে সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিয়ে পশুবলি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। প্রতি বছর এই পুজোর অন্যতম আকর্ষণ থাকে দশমীর দিন নানা অস্ত্র নিয়ে বিশেষ অপরাজিতা পুজোর আয়োজন।

পুজো কমিটির যুগ্ম সম্পাদক আবির দাস ও খোকন রায়চৌধুরী জানালেন, ময়নামাতা কালীবাড়ির দুর্গাপুজোর বিশেষ ঐতিহ্য রয়েছে। সেই ধারা তাঁরা বজায় রাখতে চান। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের পুজোয় কুমারীপুজোর আয়োজন হলেও ময়নাগুড়ি শহরে ইতিপূর্বে কুমারীপুজোর আয়োজন হয়নি। তাই উদ্যোক্তাদের আশা, তাঁদের এই উদ্যোগ দর্শনার্থীদের মধ্যে সাড়া ফেলবে।

পুজো কমিটির সভাপতি রঞ্জিত দেবনাথ বলেন, 'পুজোর আয়োজনে কোনওরকম খামতি রাখা হবে না।'

পুজোয় পাড়ায় 'অরন্ধন'

অভিজিৎ ঘোষ

দুর্গাপুজো মানেই ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত ঠাসা প্ল্যানিং। অঞ্জলি দেওয়া, প্যান্ডেল হপিং থেকে ভাসান, কোন দিন কীভাবে কাটাবেন, সেটা আগে থেকেই ঠিক করতে শুরু করেছেন আলিপুরদুয়ার শহরের বাসিন্দারা। পুজোর আগে এখনও হাতে এক মাস সময় থাকলেও ভাবনাচিন্তা তো শুরু হয়েই গিয়েছে। তবে অন্যান্য পরিকল্পনা যাই থাকুক না কেন, জেলা সদরের বেশিরভাগ বাসিন্দাই কিন্তু অষ্টমী এবং নবমীর দুপুরটা কাটাবেন নিজের নিজের পাড়াতেই। ওই স্লটে আর অন্য কোনও পরিকল্পনা নেই। কেন?

পাড়ার পংক্তিভোজনের আনন্দটা মিস করতে চান না কেউই। শহরের প্রায় দুর্গাপুজোর উদ্যোক্তারাই হয় অষ্টমীর দিন, নাহলে নবমীর দিন দুপুরে পাড়ার বাসিন্দাদের জন্য খাওয়াদাওয়ার আয়োজন করে। পংক্তিভোজন বললেও তার মেনু কিন্তু জমজমাট। তবে প্রসঙ্গটা কিন্তু কেবল ভালোমন্দ খাওয়ারই নয়। পাড়ার সবাই একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া করার মজাই নাকি আলাদা!

গতবছর আলিপুরদুয়ারের একটি ক্লাবে জমিয়ে ভূরিভোজ।

এই নিয়ে এদিন কথা হচ্ছিল নিউটাউনের বাসিন্দা মঞ্জুরি দেবের সঙ্গে। বললেন, 'আমাদের এখানে অষ্টমীর দিন খাওয়ার ব্যবস্থা থাকে। এটা গত কয়েক বছর থেকে হয়ে আসছে। সকালে অষ্টমীর অঞ্জলি দিয়ে দুপুরে প্যান্ডেলে বসে খাওয়া হয়। পাড়ার সব বাড়ির সবাই ওখানেই খায়। আমাদের পাড়ায় সেদিন দুপুরে কারও বাড়িতে রান্না হয় না।'

ক্লাবকর্তারাও এই পংক্তিভোজনের জনপ্রিয়তার বহর ভালো করেই জানেন। তাই বিভিন্ন পাড়ায় বিভিন্ন আয়োজন। কোথাও ৫০০ লোক খান। কোথাও বা ২ হাজার। পুজোর বাজেটের একটা বড় অংশই এই খাওয়াদাওয়ার জন্য বরাদ্দ। মেনু থাকে জিভে জল আনা। যেমন শহরের বিদ্যুৎ সংঘ ক্লাব গত বছর অষ্টমী-নবমী দু'দিনই খাওয়ার আয়োজন করেছিল। ফ্রায়েড রাইস, পনির, ডাল, চাটনি, মিষ্টি চেটেপুটে খেয়েছেন পাড়ার সকলে। ওই ক্লাবের সভাপতি পার্থপ্রতিম ঘোষ জানালেন, 'এবছরও ওই একই রকম আয়োজন থাকছে।'

শহরের বাবুপাড়া ক্লাব আবার পাড়ার লোকেদের জন্য খাওয়ার আয়োজন করছে নবমীর দিন। ক্লাবের সহ সভাপতি বিশ্বজিৎ মজুমদারের কথায়, 'নবমীর দিন পাড়ার সবাই একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া করেন পুজোমণ্ডপের পাশেই। ৭০০-৮০০ লোকের জন্য রান্না হয়। পোলাও, মটর পনির সহ আরও বেশ কিছু নিরামিষ পদের আয়োজন থাকে।'

আলিপুরদুয়ার শহরের অন্য ক্লাবগুলোর মধ্যে লোহারপুল ইউনিট, উপলমুখর, মিলন সংঘ ক্লাবও অষ্টমীর দিন পাড়ার সকলের জন্য খাওয়ার আয়োজন করা নিয়ে চিন্তাভাবনা করছে। মিলন সংঘ অবশ্য বসে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করে না। প্যাকেট করা সুখাদ্য পৌঁছে যায় বাড়ি বাড়ি। জংশন যুব সংঘ কালীবাড়ির পক্ষ থেকেও নবমীর দিন পাড়ার লোকেদের জন্য খাওয়ার আয়োজন করা হবে। তবে এবারের মেনু এখনও ঠিক হয়নি বলে জানাচ্ছেন সেই ক্লাবের কর্তারা।

আসলে পুজোর আয়োজন যতটা গুরুত্বপূর্ণ, ততটাই গুরুত্বপূর্ণ ভূরিভোজের বিষয়টাও। আর কে না জানে, বাঙালির কাছে সব পুজোই আদতে পেটপুজো।

আর বাকি ঠিক একমাস। একাগ্র চিত্তে শিল্পকর্মে মগ্ন সৃষ্টিকারী। ছবিটি পাঠিয়েছেন সৌম্যব্রত সাউ।

দুর্গাপুজো মানেই ভূরিভোজ। রান্নার প্রতি ভালোবাসা অনেক আগে থেকেই। নিত্যনতুন রান্না করতে ভীষণ ভালো লাগে। ফুড ফোটোগ্রাফিও অন্যতম ভালোলাগার জিনিস। মাছের আইটেম রান্না করতে বিশেষ ভালো লাগে। উত্তরবঙ্গ সংবাদের এই বিভাগটির জন্য প্রতিবার অপেক্ষায় থাকি। পুজোর দিনগুলি নতুন নতুন রেসিপি করব। এটাই ইচ্ছে।
—সম্পা সাহা, বালুরঘাট

নারকেলি রুই

উপকরণ

- নারকেল কুরোনো (একটি গোটা)
- রুই মাছ (ছয় পিস)
- নুন স্বাদমতো
- হলুদগুঁড়ো হাফ চা চামচ
- চারমগজ বাটা ২ চামচ
- চিনি এক চামচ
- শুকনো লংকা দুটি
- তেজপাতা দুটি
- কালোজিরে হাফ চামচ
- চেরা কাঁচালংকা চারটি
- মটরশুঁটি একমুঠো
- চারটি লবঙ্গ
- এলাচ, দারচিনি
- গরমমশলা
- সর্ষের তেল হাফ কাপ
- ঘি সামান্য

প্রণালী

রুই মাছকে ভালো করে পরিষ্কার করে তাতে নুন, হলুদ মাখিয়ে রাখতে হবে। সর্ষের তেলে ভালো করে ভেজে তুলে আলাদা করে রাখুন মাছগুলিকে। এরপর মিক্সি বা শিলনোড়ায় মিহি করে নারকেল বেটে নিতে হবে। মাছ ভাজার সেই তেলেই শুকনো লংকা, কালোজিরে, তেজপাতা, লবঙ্গ, দারচিনি, এলাচ, চেরা কাঁচালংকা ফোড়ন দিতে হবে। এর মধ্যে চারমগজ বাটা, নারকেল বাটা, নুন, চিনি, একচিমটে হলুদ দিয়ে মশলাটা ভালো করে ভেজে নিতে হবে। মশলার মিশ্রণের মধ্যে থেকে একটু তেল বের হয়ে কড়াই থেকে ছাড়া ছাড়া ভাব এলেই পরিমাণমতো গরম জল দিতে হবে। 'ঝোল' ভালো করে ফুটিয়ে ভেজে রাখা মাছগুলিকে ছেড়ে দিতে হবে। এরপর আরও মিনিট তিনেক ভালো করে ফুটিয়ে নিয়ে উপর দিয়ে গরমমশলা গুঁড়ো, ঘি ও মটরশুঁটি ছড়িয়ে দিতে হবে। গরম গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন নারকেলি রুই। মিষ্টি-ঝাল স্বাদের এই রেসিপি পুজোয় আপনার মুখে হাসি ফোটাবেই।

৭৫ বছরের পুজো মানতপুরীতে

দেবদর্শন চন্দ

পুরোনো সেই দিনের কথা, মানতপুরীতে ঠেকাই মাথা। ৭৫ বছরে পা রাখা কোচবিহারের সুভাষপল্লি স্পোর্টিং ক্লাবের এটাই এবারের পুজোর থিম। একে কেন্দ্র করেই ক্লাব সংলগ্ন মাঠে কাল্পনিক মন্দির তৈরির কাজ চলছে। এই ক্লাবের পুজো দেখতে প্রতিবারই বিপুল সংখ্যায় দর্শনার্থীর ঢল নামে। সেদিকে লক্ষ রেখেই এবারে মহালয়ার পর দিন অর্থাৎ প্রথমার সন্ধ্যায় এই পুজোর উদ্বোধন হবে। এবারের পুজোয় দুটি মাতৃ প্রতিমা থাকবে। সাবেকি প্রতিমার পাশাপাশি ডাকের সাজের প্রতিমা। মণ্ডপে ইতিমধ্যেই ১৬ ফুটের ডাকের সাজের প্রতিমা তৈরির কাজ চলছে। অন্যদিকে, চন্দননগরের শিল্পীরা দেবীর সাবেকি প্রতিমা তৈরিতে ব্যস্ত। পুজোমণ্ডপের পাশাপাশি এলাকা চন্দননগরের আলোয় ভাসবে।

বাঙালির প্রিয়তম উৎসব দুর্গাপুজো আনন্দে ভাসার। পাশাপাশি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মাতারও। পুজোকে কেন্দ্র করে এক পাড়ার সঙ্গে অন্য পাড়ার থিমযুদ্ধ, সামাজিক বিভিন্ন কার্যকলাপ- সব মিলিয়ে পুজোর সময় এই লড়াইটার তুঙ্গে ওঠা। কোচবিহারও ব্যতিক্রম নয়। এবছর কোচবিহারে বিগ বাজেটের পুজোগুলির মধ্যে সুভাষপল্লি স্পোর্টিং ক্লাব অন্যতম। প্রতিবারের মতো পুজো জমিয়ে দিতে উদ্যোক্তারা এবারও জান লড়িয়ে দিচ্ছেন। শান্তির বার্তা দিতে রথযাত্রার দিন সকালে ক্লাবের সামনে থেকে পায়রা ও বেলুন ওড়ানো হয়েছে। সেদিন খুঁটিপুজো শেষে এলাকার বাসিন্দারা ১৫ জন মহিলা ঢাকিকে নিয়ে একটি শোভাযাত্রার আয়োজন করেন। সেটি শহরের বিভিন্ন অংশ পরিক্রমা করে।

কোচবিহারের সুভাষপল্লি স্পোর্টিং ক্লাব

পুজোমণ্ডপের জন্য দারুণভাবে প্রস্তুতি চলছে। মণ্ডপের ভিতরে বাঁশের নানা কারুকাজ থাকবে। পাশাপাশি, আলোর নানা কারসাজিও। সাত হাজার আলোর বালবের চমকে মণ্ডপের অন্দরসজ্জা দেখে মনে হবে বাঁশের ভিতরে প্রদীপ জ্বলছে। মণ্ডপে নানা পাখিরও দেখা মিলবে। মন্দিরের বিশাল ঘণ্টা ঝুলতে দেখা যাবে। নবদ্বীপের শিল্পীরা এই পুজোমণ্ডপের কাজে বর্তমানে দারুণ ব্যস্ত। পুজো কমিটির সম্পাদক সুবীর বিশ্বাস বললেন, 'বিভিন্ন মন্দিরে গিয়ে আমরা মানত করে থাকি। নানা মন্দিরে ধাগা বা সুতো বাঁধারও রীতি রয়েছে। একইরকমভাবে এখানেও এই ব্যবস্থা থাকবে। আশা করছি, এবারে গোটা উত্তরবঙ্গে আমাদের পুজোই সেরা হিসেবে বিবেচিত হবে।' পুজোকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কাজের ব্যবস্থাও করা হয়েছে বলে সুবীর জানান।

মহালয়ার সকালে ক্লাবের মন্দিরের সামনে থেকে একটি বিশাল শোভাযাত্রা শহর ও শহরতলির বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করবে বলে পুজো উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন। সেখানে পাড়ার আট থেকে আশি ছাড়াও ট্যাবলো, ঢাকি, জীবন্ত দুর্গা, রাভা এবং বিহু নৃত্য থাকবে। পুজো উপলক্ষ্যে কোচবিহারের সুভাষপল্লি স্পোর্টিং ক্লাব ইতিমধ্যেই রক্তদান শিবির, স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির, বৃক্ষরোপণ সহ বিভিন্ন সামাজিক কাজকর্ম করেছে। কিছুদিনের মধ্যেই দরিদ্রনারায়ণ সেবা, বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি সারা হবে। ক্লাবের সম্পাদক জয় দে বললেন, 'ভিড়ের কথা মাথায় রেখে প্রথমার দিনই আমাদের পুজোমণ্ডপের উদ্বোধন করা হবে। নতুন থিমের পুজোয় সবাইকে মাতাতেই আমাদের এই উদ্যোগ।'

জেল থেকে এনে ভোটদানের নির্দেশ

কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর : ২৭ সেপ্টেম্বর মুর্শিদাবাদ জেলার রানিনগর ২ নম্বর ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির স্থায়ী কমিটি গঠনের নির্দেশ দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা। ওইদিন কংগ্রেসের জয়ী সভাপতিকে জেল থেকে বের করে এনে ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে বলেও মঙ্গলবার তিনি নির্দেশ দেন। একইসঙ্গে তিনি বলেন, 'পঞ্চায়েত সমিতির বাকি যে ৬ কংগ্রেস সদস্যের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে, ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তাঁদের গ্রেপ্তার করা যাবে না।'

মুর্শিদাবাদের রানিনগরে পঞ্চায়েত সমিতির স্থায়ী কমিটি গঠন নিয়ে এর আগে তুলকালাম কাণ্ড ঘটে। সমিতির মোট আসন সংখ্যা ২৭। এর মধ্যে কংগ্রেস ৯টি, সিপিএম ৪টি ও আরএসপি ১টি আসনে জয়ী হয়। অর্থাৎ বাম-কংগ্রেস জোটের মোট আসন সংখ্যা দাঁড়ায় ১৪। বাম-কংগ্রেস জোটের সভাপতি করা হয় কংগ্রেসের কুদ্দুস আলিকে। অভিযোগ, ৮ সেপ্টেম্বর পঞ্চায়েত সমিতির কার্যালয় থেকে গ্রেপ্তার করা হয় কুদ্দুসকে।

কুদ্দুস বলেন, রানিনগর থানার ওসি তৃণমূলে যোগ দেওয়ার জন্য তাঁকে চাপ দিচ্ছেন। এই সংক্রান্ত একটি ভিডিও ভাইরাল হয়। কুদ্দুস গ্রেপ্তার হওয়ার পরের দিনই কংগ্রেসের জয়ী ২ সদস্য তৃণমূলে যোগ দেন। ফলে বোর্ড গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে যায় তৃণমূল। এক্ষেত্রে তৃণমূলের সদস্য সংখ্যা হয় ১৫। আর বাম-কংগ্রেস জোটের সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ১২। এই ঘটনার পরেই প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন। এরই মধ্যে স্থায়ী কমিটি গঠনের জন্য সোমবার নির্বাচনের দিন ঘোষণা করা হয়। অধীরের মামলার শুনানিতে সোমবারই স্থায়ী কমিটির নির্বাচনের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন বিচারপতি সিনহা।

মঙ্গলবার মামলার শুনানিতে বিচারপতি সিনহা বলেন, 'কংগ্রেস সভাপতিকে জেল থেকে এনে ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।' ২৭ তারিখ নির্বাচনের দিনও ঠিক করেন তিনি। মামলার পরবর্তী শুনানি ২৯ তারিখ। ওইদিন স্থায়ী কমিটির নির্বাচন সংক্রান্ত রিপোর্টও আদালতে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন তিনি।

রানিনগরে পঞ্চায়েত সমিতির স্থায়ী কমিটির নির্বাচন

কংগ্রেস সভাপতিকে জেল থেকে এনে ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

– অমৃতা সিনহা
বিচারপতি

জয়ের সম্ভাবনায় আসন বাছাই সিপিএমের

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর : সারা রাজ্যে ৪২টি লোকসভা আসনে লড়ার মতো সাংগঠনিক শক্তি এখন আর নেই সিপিএমের। এই রাজ্যে ইন্ডিয়া জোটের ভবিষ্যৎই বা কী হবে, তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে দলে। তবু দলটার নাম সিপিএম। সুশৃঙ্খল পরিকল্পনার চিন্তাভাবনা শুরু হয়ে গিয়েছে পার্টির অন্দরমহলে।

রাজ্যের কোন কোন আসনে তারা লড়ার মতো ক্ষমতা রাখে সেইমতো প্রাথমিকভাবে আসন চিহ্নিতকরণের কাজ শুরু হয়েছে দলে। সিপিএম রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর অভিমত, যেসব জেলায় দলের কিছুটা সম্ভাবনা আছে, সেইসব জেলার লোকসভা আসন নিয়ে জোর দিতে হবে। অযথা সব আসনে দলের প্রার্থী দেওয়া ঠিক হবে না। এতে দলের সাংগঠনিক ক্ষতি হবে।

জোট সম্ভাবনার কথাও মাথায় রাখতে হচ্ছে পার্টিকে। কংগ্রেসের সঙ্গে সিপিএমের একটা জোট এখনও আছে। আবার কংগ্রেসের সঙ্গে নৌশাদ সিদ্দিকির আইএসএফের একটা জোট আছে। তারা লোকসভা ভোটে জোটের ব্যাপারে কী করবে তা এখনও পুরোপুরি স্পষ্ট নয়। তৃণমূলের সঙ্গে প্রদেশ কংগ্রেস জোটে যাবে না বলছে। আবার এই ব্যাপারে জাতীয় স্তরে কংগ্রেস-তৃণমূলের জোট নিয়ে বোঝাপড়া হলে বিষয়টি কোনদিকে গড়াবে তা এখনও স্পষ্ট নয় সিপিএমের কাছে। নৌশাদই বা কী করবে, তা নিয়েও ধোঁয়াশা রয়েছে।

সব দিক মাথায় রেখেই সিপিএম রাজ্য নেতৃত্ব রাজ্যের কয়েকটি জেলায় পার্টির জন্য আসন আগাম চিহ্নিতকরণ করছেন। সিপিএম রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর এক শীর্ষনেতার বক্তব্য, 'দলের যা বর্তমান অবস্থা, তাতে তো সব আসনে আমাদের লড়ার প্রশ্ন ওঠেই না। তার ওপর কংগ্রেসকে নিয়ে জোট সম্ভাবনার বিষয়টিও আছে। সবদিক ভেবে তাই কয়েকটি জেলায় কয়েকটি আসন আমরা আমাদের জন্য চিহ্নিত করে রাখতে চাইছি আগেভাগেই।'

সিপিএম রাজ্য নেতৃত্বের খবর, মুর্শিদাবাদ জেলায় দুটি, মালদা উত্তর সহ একটি হল নদিয়ার কৃষ্ণনগর, উত্তরবঙ্গের রায়গঞ্জ সহ আরও একটি জেলার একটি লোকসভা আসন দলের প্রতীকে লড়া হবে বলে প্রাথমিকভাবে দল নিশ্চিৎ করেছে। জোট হলে ডায়মন্ড হারবার, উলুবেড়িয়া, শ্রীরামপুরের মতো লোকসভা আসন আইএসএফকে দেওয়ার প্রস্তাব নৌশাদ সিদ্দিকিকে দেওয়া যেতে পারে বলে মনে করছেন সিপিএম রাজ্য নেতৃত্ব। বসিরহাট আসনও আইএসএফকে দেওয়া উচিত বলে মনে করছেন তাঁরা। যদিও সবই নির্ভর করছে রাজ্যে ইন্ডিয়া জোটের ভবিষ্যতের ওপর। সব নিয়ে সংশয় থেকে যাচ্ছেই। রাজ্যে সাংগঠনিক পরিস্থিতির বাস্তব চেহারার কথা মনে করে পার্টির শীর্ষনেতৃত্বের কেউই এই নিয়ে প্রকাশ্যে মুখ খুলতে চাইছেন না।

'সিবিআই শুনলে এখন লোকে হাসে'

কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর : কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআইয়ে 'এক গুচ্ছ বোকা' রয়েছে বলে মন্তব্য করলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। মঙ্গলবার নিয়োগ দুর্নীতি মামলার শুনানিতে ক্ষুব্ধ বিচারপতি তীব্র ভর্ৎসনা করেন সিবিআইকে। এমনকি সিবিআই সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে রিপোর্ট পাঠানোর হুমকিও দেন।

সোমবারও এই মামলার শুনানিতে সিবিআইকে তিরস্কার করেন বিচারপতি। প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি মানিক ভট্টাচার্যের সঙ্গে সিবিআই আধিকারিকদের আঁতাত রয়েছে বলেও মন্তব্য করেছিলেন তিনি। এমনকি তিনি বলেন, 'সিবিআইয়ের রিপোর্ট দেখে মনে হচ্ছে সিবিআই নিজেই অপরাধীদের ঢাকার চেষ্টা করছে।' এদিন বিচারপতির নির্দেশ মেনে সিবিআই ফের কেস ডায়ারি জমা দেয় আদালতে। প্রতিটি ফাইল পড়ে বিচারপতি বলেন, 'রিপোর্টের শুধু কপি করা হয়েছে। একজনের বক্তব্য অন্যজনের মুখে বসানো হয়েছে।' বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'আমি বিশ্বাস করতে পারছি না, একগুচ্ছ বোকা সিবিআইতে রয়েছেন। উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই এটা করা হচ্ছে।'

ক্ষুব্ধ বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় সেইসময় সিবিআই সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি প্রমোদকুমার মিশ্রকে রিপোর্ট পাঠানোর কথা বলেন। এই বিষয়ে তাঁর বক্তব্য, 'প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে রিপোর্ট পাঠাব। বলব, সিবিআই কিছুই করছে না। দোষীদের আড়াল করার চেষ্টা চলছে। আপনার অফিসাররা শিশু নন। তাঁরা জানেন কী করতে হয়।' সিবিআইয়ের জমা দেওয়া কেস ডায়রি দেখে মানিকের প্রসঙ্গও টেনে আনেন বিচারপতি। তাঁর মতে, 'মানিক গ্রেপ্তার হলেও তাঁর কিছু অনুগামী এখনও পর্ষদে রয়েছে। তারাই নানাভাবে গোলমাল করছে।'

প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে রিপোর্ট পাঠাব। বলব, সিবিআই কিছুই করছে না। দোষীদের আড়াল করার চেষ্টা চলছে। আপনার অফিসাররা শিশু নন। তাঁরা জানেন কী করতে হয়।

– অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়
বিচারপতি

ভক্তি ও বিশ্বাস...

এবছর প্রায় একইসঙ্গে বিশ্বকর্মা এবং গণেশপুজো। মঙ্গলবার সকালে যখন গঙ্গায় বিশ্বকর্মা মূর্তির বিসর্জন তখন কলকাতার অন্যপ্রান্তে গণপতির আরাধনা। –পিটিআই ও এএফপি

উচ্চমাধ্যমিকে পরীক্ষা হতে পারে দু'দফায়

কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর : রাজ্যের নিজস্ব শিক্ষানীতি তৈরির পর এবার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা পদ্ধতিতেও বদল আনার কথা ভাবা হচ্ছে। দুটি ভাগে পরীক্ষা নেওয়ার জন্য উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের পক্ষ থেকে রাজ্যের শিক্ষা দপ্তরের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।

প্রস্তাবে বলা হয়েছে, ২০২৫ সাল থেকে দু'দফায় উচ্চমাধ্যমিকের লিখিত পরীক্ষা করার পরিকল্পনা রয়েছে। একটি হবে ওই বছর নভেম্বরে ও অন্যটি ২০২৬ সালের মার্চে। দুটি পরীক্ষার গড় নম্বর মিলিয়ে চূড়ান্ত নম্বর নির্ধারণ করা হবে। এর মধ্যে প্রথম পরীক্ষা ওএমআর শিটে নেওয়া হবে। অর্থাৎ প্রথম ধাপের পরীক্ষায় মাল্টিপল চয়েস প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। দ্বিতীয় দফায় সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন থাকবে। লিখিত পরীক্ষা দু'দফায় হলেও প্র্যাক্টিকাল পরীক্ষা ও প্রোজেক্ট ওয়ার্ক একবারই হবে।

এর আগেও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন নিয়ে একাধিকবার আলোচনা করা হয়েছে। রাজ্যের উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে পড়া ছাত্রছাত্রীরা যাতে সিবিএসই ও আইসিএসই বোর্ডের ছাত্রছাত্রীদের থেকে পিছিয়ে না পড়ে তার জন্যই এই পদ্ধতি তৈরির ভাবনাচিন্তা শুরু হয়। এবার উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের এই প্রস্তাব রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর গ্রহণ করলে উচ্চমাধ্যমিকের ক্ষেত্রে একটা বড় রদবদল হবে বলে মনে করছে রাজ্যের শিক্ষামহল।

ধর্মতলা স্ট্যান্ড সরায়নি সরকার

দাম মিটিয়েও জমি না নেওয়ায় সমস্যা

পুলকেশ ঘোষ

- বন্দর কর্তৃপক্ষকে দাম মিটিয়ে দিলেও জমির ব্যবহার করেনি সরকার
- খিদিরপুরে হাইড রোডের সেই জমিতে এখন বাস, লরির অবৈধ পার্কিং
- ধর্মতলার বাসস্ট্যান্ড সরিয়ে আনার দাবি ওই জমিতে
- ধর্মতলা বাসস্ট্যান্ড সরানোর জন্যই ওই জমিটি নেওয়া হয়েছিল
- বাসস্ট্যান্ড সরিয়ে আনা হলে যানজট রোখা যাবে

কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর : ৯ বছর আগেই রাজ্য সরকার কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষকে জমির দাম মিটিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তারপর থেকেও ওই জমি ব্যবহারের কোনও উদ্যোগই নেওয়া হয়নি। খিদিরপুরে হাইড রোডের সেই জমিতে এখন আগাছার জঙ্গল আর বাস, লরির অবৈধ পার্কিং। আদালতের কাছে পরিবেশবিদ সুভাষ দত্ত ছবি সহ হলফনামা জমা দিয়ে আবেদন করেছেন, ধর্মতলার বাসস্ট্যান্ড সরিয়ে আনা হোক হাইড রোডেই।

অনেক আগেই আদালত পরিবেশ রক্ষার তাগিদে ধর্মতলা থেকে বাসস্ট্যান্ড সরিয়ে নিতে বলেছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সেই ব্যাপারে কাজ তেমন এগোয়নি। অগাস্ট মাসে শেষ শুনানিতে রাজ্য সরকারের তরফে যে রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়েছে, তাতে চারটি জায়গা সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, ওই চারটি জায়গা মিলিয়ে শ'চারেক বাস, মিনিবাস ও দূরপাল্লার বাস রাখার জায়গা হতে পারে। চারটি জায়গার মধ্যে একটি জায়গায় আবার জবরদখলকারীদের ভিড়। সেই জবরদখল সরালে হাওড়া ও তার আশপাশের জায়গাগুলিতে বাসস্ট্যান্ড সরানো যেতে পারে। কিন্তু তাতে পুরোপুরি সমাধান হবে না। কেননা, ধর্মতলা থেকে প্রায় সাড়ে পাঁচশো দূরপাল্লার বাস ছাড়ে। এছাড়াও আরও শ'খানেক শহরের মধ্যে চলাচলকারী বাস ছাড়ে ধর্মতলা স্ট্যান্ড থেকে। ফলে ওই চারটি জায়গা মিলিয়েও সমাধান সম্ভব নয়।

শেষমেশ সমাধানের লক্ষ্যে নিজেই জমি খুঁজে বেড়াতে মাঠে নেমেছেন সুভাষবাবু।

তিনি বলেন, 'জায়গাটি ধর্মতলা থেকে মাত্র সাড়ে পাঁচ কিলোমিটার দূরে। তার ফলে ওখানে বাসস্ট্যান্ড সরিয়ে নিয়ে যাওয়া কোনও বড় সমস্যার ব্যাপার নয়। ওই জায়গায় ৫ একর জায়গা রয়েছে। আমার মনে হয়েছে, ওই জবরদখল করে রাখা বাস, লরিগুলিকে সরিয়ে দিলেই সেখানে চমৎকার বাসস্ট্যান্ড করা সম্ভব। ২০১৪ সালে জমিটি বন্দর কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নেয় রাজ্য সরকার। এবাবদ টাকাও মিটিয়ে দিয়েছে তারা। কিন্তু জমিটি কোনওভাবে কাজে লাগায়নি।' সুভাষবাবু এই ব্যাপারে আদালতে হলফনামা জমা দিয়েছেন। সঙ্গে বোঝার সুবিধার জন্য ওই এলাকার প্রচুর ছবি দিয়েছেন।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বন্দর কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই জমিটি নেওয়া হয়েছিল ধর্মতলা থেকে বাসস্ট্যান্ড সরানোর জন্যই। ৩০ বছরের জন্য বন্দরের কাছ থেকে রাজ্য সরকার সেটি লিজ চুক্তিতে নিয়েছে। কিন্তু টাকাপয়সা মিটিয়ে দিলেও জমির দখল নিতেই যায়নি তারা। উলটে এখন জমিটি ফেরত নিয়ে রাজ্য সরকারকে টাকা ফেরানোর প্রস্তাব দিয়েছেন অফিসাররা। পরিবহণ দপ্তরের কর্তারা বলছেন, রাজ্য সরকার আসলে জমির দখল নিতেই পারেনি, কেননা, ওই জমিটি জবরদখল হয়ে রয়েছে। ওই জমি নিজেদের দখলে নিতে গেলে রাজনৈতিক বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে তাঁদের। যদিও সরকারিভাবে কেউই কোনও মন্তব্য করেননি। পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তীকে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন তোলেননি।

২০০৭ সালে কলকাতা হাইকোর্ট সুভাষ দত্তর করা মামলাতেই নির্দেশ দিয়েছিল, ৬ মাসের মধ্যে ধর্মতলা থেকে বাসস্ট্যান্ড সরাতে হবে। ন্যাশনাল এনভায়নমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট বা নিরি তার রিপোর্টে জানিয়েছিল, ধর্মতলার ওই বাসস্ট্যান্ডের জন্য গোটা এলাকায় বায়ুদূষণ ভয়ংকর বেড়ে গিয়েছে। এর ফলে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মতো সৌধ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। রাজ্য সরকার এই ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হলেও শীর্ষ আদালত হাইকোর্টের রায়ই বহাল রাখে।

বর্ধমানের তরুণের গড়া দুর্গা প্রতিমায় পুজো আমেরিকায়

ফাইবার দিয়ে প্রতিমা গড়েছেন পূর্ব বর্ধমানের শিল্পী শঙ্কু দেবনাথ।

প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

বর্ধমান, ১৯ সেপ্টেম্বর : সুদূর মার্কিন মুলুক থেকে দুর্গা প্রতিমা তৈরির বরাত পেয়েছেন পূর্ব বর্ধমানের মাগনপুর গ্রামনিবাসী শিল্পী শঙ্কু দেবনাথ। সেইমতো ফাইবারের প্রতিমা তৈরি করছেন তরুণ শিল্পী। কাজ চলছে শেষ পর্যায়ে। কিছুদিনের মধ্যেই বিমানে চেপে প্রতিমা পাড়ি দেবে যুক্তরাষ্ট্রে। এর জন্য শিল্পী পাবেন ৪ লক্ষ টাকা।

নাওয়া খাওয়া ভুলে কাজে ডুব দিয়েছেন শিল্পী। এই প্রতিমায় মাটি ব্যবহার করেননি শিল্পী। বরং ব্যবহার হয়েছে ফাইবার ও কাঠ। নিপুণ তুলির টানে শেষ লগ্নের কাজ সারছেন তিনি। দেবীপক্ষে এই প্রতিমা পূজিত হবে মার্কিন মুলুকে। স্থানীয় শিল্পীর তৈরি প্রতিমা বিদেশ যাবে শুনে এলাকার বাসিন্দারাও রোজ ভিড় করছেন তাঁর বাড়িতে।

হাতের কাজে ছোট থেকেই আগ্রহ শঙ্কু দেবনাথের। সিমেন্ট, ফাইবার, পাথর ও পিতল দিয়ে বিভিন্ন মূর্তি গড়ে আগেই তাক লাগিয়েছেন তিনি। বছর ২৪-এর এই শিল্পী এই প্রথম দুর্গা প্রতিমার বরাত পেয়েছেন। তাও আবার আমেরিকা থেকে। মাত্র দু'মাস আগে এই বরাত মেলে। তারপর থেকে দিনরাত এককরে প্রতিমা তৈরি করছেন। প্রতিমার কাজ প্রায় সম্পূর্ণ। বুধবার বিমানে চেপে এই দুর্গা প্রতিমা পাড়ি দেবে মার্কিন মুলুকে।

শিল্পী বলেন, প্রতিবেশী দাদা তাপস দে'র মাধ্যমে এই বরাত পাই। কিছুদিন পর কোরিয়া থেকেও দুর্গা প্রতিমা তৈরির অনুরোধ আসে। কিন্তু হাতে সময় না থাকায় সেই বরাত নিতে পারিনি। এই প্রতিমাটি সাড়ে তিন ফুট লম্বা। চওড়ায় চার ফুট। কাঠের পাটাতনে ফাইবার দিয়ে বাহন সহ দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ এবং অসুরের মূর্তি তৈরি করেছি।

মূর্তিটি নানা কারুকার্যে সাজিয়ে তুলছেন। দেবদেবীর সাজে ব্যবহার করেছেন রংবেরংয়ের পাথর ও গয়না। প্রতিমার ওজন ৬০ কেজির মতো। শিল্পী বলেন, প্রতিমার বরাত পাবার পর থেকে বাবা মদন দেবনাথ, মা প্রণতিদেবী এবং বোন পায়েল নানাভাবে সাহায্য করেছে। তাই ২ মাসে কাজটা শেষ করা যাচ্ছে। শিল্পীর বাবা বলেন, প্রথমবার আমার ছেলে বিদেশের প্রতিমার বরাত পেল। ওর হাতে গড়া প্রতিমা আমেরিকায় পূজিত হবে। আমি গর্বিত। প্রতিবেশী তাপস দে বলেন, 'আমার বন্ধু অনিমেষ রায় স্বরূপগঞ্জের বাসিন্দা হলেও দেড় দশক ধরে সপরিবারে আমেরিকায় থাকে। সে প্রতিমার জন্য শিল্পীর খোঁজ করলে আমি শঙ্কুর কথা বলি।'

খুশি সকলে

- ২ মাস আগে আমেরিকা থেকে বরাত পান শঙ্কু
- এই প্রতিমায় তিনি মাটি ব্যবহার করেননি
- কাঠ ও ফাইবার দিয়ে তৈরি প্রতিমা ৬০ কেজির
- কাজ শেষ হলেই বাংলার তরুণের এই প্রতিমা পাড়ি দেবে আমেরিকায়

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : ব্যবসা নিয়ে হঠাৎ দুশ্চিন্তা। পথে চলতে খুব সতর্ক থাকতে হবে। চোখের সমস্যা। বৃষ : অতিরিক্ত চাহিদায় প্রচুর অর্থক্ষতি। কর্মক্ষেত্রে আপনার জনপ্রিয়তা বাড়বে। মিথুন : বাতের ব্যথায় কষ্ট বাড়বে। নতুন ব্যবসা নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু। কর্কট : নতুন বাড়ি করার পরিকল্পনা। কোনও ভালো মানুষের সঙ্গে মিশে আনন্দ। সিংহ : সামান্য কথা নিয়ে সংসারে গণ্ডগোল। আপনার শরীর নিয়ে চিন্তা। কন্যা : নতুন কোনও কাজ আরম্ভ করে দিন। আজ যানবাহন খুব সাবধানে চালান। তুলা : বন্ধুদের সঙ্গে হঠাৎ বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা। নতুন কর্মক্ষেত্রে যেতে পারেন। বৃশ্চিক : পেটের ব্যথায় সমস্যা। মেয়ের পরীক্ষার ফল ভালো হবে। পিঠের ব্যথায় ভোগান্তি। ধনু : হঠাৎ পুলিশি ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। প্রেমের সঙ্গীকে সময় দিন। মকর : নিজের ভুলে নিজেরই ক্ষতি করে ফেলবেন। বিদেশে যাওয়ার বাধা কাটবে। কুম্ভ : বাবার শরীরের দিকে নজর দিন। আগুন ও বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাবধান। মীন : আপনার সরলতার সুযোগ নিয়ে কেউ ঠকাতে পারে। প্রেমের সমস্যা কেটে যাবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদন গুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ বুধবার ২ আশ্বিন ১৪৩০, ভাঃ ২৯ ভাদ্র, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৩, ২ আহিন, সংবৎ ৫ ভাদ্রপদ সুদি, ৪ রবি ঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।২৮, অঃ ৫।৩৬। বুধবার, পঞ্চমী দিবা ১০।৪৯। বিশাখানক্ষত্র দিবা ১২।৫৪। বিষ্কুম্ভযোগ রাত্রি ১।৫৪। বালবকরণ দিবা ১০।৪৯ গতে কৌলবকরণ রাত্রি ১০।৩১ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, দিবা ৬।৪৬ গতে বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ, দিবা ১২।৫৪ গতে দেবগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, দিবা ১২।৫৪ গতে দোষ নাই। যোগিনী- দক্ষিণে, দিবা ১০।৪৯ গতে পশ্চিমে। কালবেলাদি ৮।৩০ গতে ১০।০ মধ্যে ও ১১।৩১ গতে ১।২ মধ্যে। কালরাত্রি ২।৩০ গতে ৩।৫৯ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ১।২ গতে যাত্রা শুভ উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ। কালরাত্রি ২।৩০ গতে ৩।৫৯ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ১।২ গতে যাত্রা শুভ উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ। শুভকর্ম- নববস্ত্রপরিধান পুণ্যাহ বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যরোপণ, দিবা ১০।৪৯ মধ্যে মুখ্যান্নপ্রাশন হলপ্রবাহ বীজবপন, দিবা ১১।৩১ মধ্যে বিক্রয়বাণিজ্য ধান্যবৃদ্ধিদান, দিবা ১।২ গতে (অতিরিক্ত গাত্রহরিদ্রা ও অব্যূঢ়ান্ন) নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ ধান্যস্থাপন কারখানারম্ভ কুমারীনাসিকাবেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন, দিবা ১০।৪৯ গতে দীক্ষা। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)-ষষ্ঠীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। দিবা ১০।৪৯ মধ্যে ষটপঞ্চমীব্রত। রক্ষাপঞ্চমীব্রত। নির্ণয়সিন্ধুমতে ঋষিপঞ্চমী। অমৃতযোগ- দিবা ৬।২১ মধ্যে ও ৭।৮ গতে ৭।৫৪ মধ্যে ও ১০।১৪ গতে ১২।৩৩ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।১ গতে ৬।৫১ মধ্যে ও ৮।৩০ গতে ৩।৬ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৬।২১ গতে ৭।৮ মধ্যে ও ১।১৯ গতে ৩।৩৯মধ্যে।

পৃথিবীর ‘মায়া’ কাটিয়ে সূর্যের পথে

নিউজ ব্যুরো

১৯ সেপ্টেম্বর : সূর্যের ওপর নজরদারির ক্ষেত্রে আরও একধাপ এগোল ভারত। উৎক্ষেপণের ১৭ দিন পর পৃথিবীর কক্ষপথ ত্যাগ করে সূর্যের দিকে যাত্রা শুরু করল ভারতের প্রথম ‘সোলার প্রোব’ আদিত্য এল–১। এখন সূর্যের অভিকর্ষজ বলের অধীনে চলে গিয়েছে এই যান। সোমবার রাত দুটো নাগাদ আদিত্য এল–১’এর ইঞ্জিন ফের একবার জ্বলে ওঠে। প্রায় ১০ মিনিট ধরে এই প্রক্রিয়া চলার ফলে আদিত্য এল–১’এর স্বাভাবিক গতির সঙ্গে প্রতি সেকেন্ডে আরও ২৫০ মিটার গতিবেগ যুক্ত হয়। আর তার ফলেই পৃথিবীর অভিকর্ষজ বল কাটিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে আদিত্য এল–১।

বর্তমানে এর গতিবেগ হয়েছে প্রতি সেকেন্ডে ১১ কিমি। এই গতিবেগেই ক্রমশ এবার সূর্যের দিকে এগিয়ে যাবে এই মহাকাশযান। আপাতত আদিত্য এল–১ পৃথিবী থেকে ৫৫ হাজার কিমি দূরে অবস্থান করছে। এল–১ পয়েন্টে পৌঁছাতে মোট ১৫ লক্ষ কিমি পথ পাড়ি দিতে হবে আদিত্য এল–১ কে।

আদিত্য এল–১

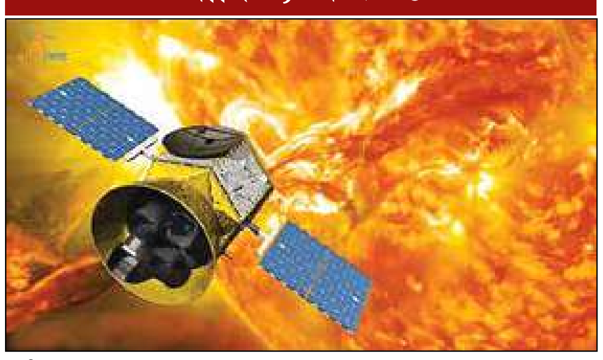

শিলিগুড়ির স্কাইওয়াচার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ নর্থবেঙ্গল (সোয়ান)–এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক দেবাশিস সরকারের বক্তব্য, ‘বিশ্বকর্মাপুজোর রাতে যে ঘটনা ঘটল, তা ভারতের মহাকাশচর্চার ইতিহাসে আগে হয়নি। এই প্রথম ভারতের কোনও মহাকাশযান পৃথিবীর অভিকর্ষজ বল ত্যাগ করে সরাসরি সূর্যের অভিকর্ষজ বল দ্বারা চালিত হবে। খুব কম দেশই এই কাজ করে দেখাতে পেরেছে।’ তিনি জানান, এখন থেকে পৃথিবীর বদলে সূর্যের চারদিকে প্রদক্ষিণ শুরু করে দিল আদিত্য এল–১।

গত ২ সেপ্টেম্বর শ্রীহরিকোটা থেকে মহাকাশের দিকে উড়ে যায় আদিত্য এল–১। তারপর থেকে পৃথিবীর চারপাশে চক্কর কাটছিল সেটি। ৩ সেপ্টেম্বর প্রথম সেটির কক্ষপথ বদল হয়। এরপর ৫ সেপ্টেম্বর, ১০ সেপ্টেম্বর ও ১৫ সেপ্টেম্বর ধাপে ধাপে আদিত্য এল–১’এর কক্ষপথ বদল করা হয়। যাকে বলা হয় ‘আর্থ বাউন্ড ম্যানুয়েভার’। চন্দ্রযানের ক্ষেত্রেও একই পদ্ধতি নেওয়া হয়েছিল। অবশেষে সোমবার রাতে পৃথিবী থেকে ২৫৬ কিমি দূরত্বে থাকার সময় আদিত্য এল–১’এর চূড়ান্ত ‘ম্যানুয়েভার’ ঘটানো হয়।

- আপাতত পৃথিবী থেকে ৫৫ হাজার কিমি দূরে অবস্থান করছে আদিত্য এল–১
- এল–১ পয়েন্টে পৌঁছাতে মোট ১৫ লক্ষ কিমি পথ পাড়ি দিতে হবে ভারতের প্রথম ‘সোলার প্রোব’–কে
- বর্তমানে এর গতিবেগ প্রতি সেকেন্ডে ১১ কিমি
- চূড়ান্ত কক্ষপথে প্রবেশের জন্য ফের একবার ম্যানুয়েভার ঘটানো হবে আদিত্য এল–১’এর

পৃথিবী থেকে আদিত্য এল–১’এর পেটে প্রায় ১ হাজার কেজি জ্বালানি ভরে দেওয়া হয়েছিল। পৃথিবীর কক্ষপথ ত্যাগ করার জন্য সেই জ্বালানির মধ্যে প্রায় ৮০ কেজি জ্বালানিই পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। প্রায় তিন মাস ধরে একটু একটু করে সূর্যের দিকে এগিয়ে যাবে আদিত্য এল–১। ১৫ লক্ষ কিমি পথ পাড়ি দেওয়ার পর ল্যাগ্রাঞ্জ পয়েন্ট–১ বা এল–১ পয়েন্টের চূড়ান্ত কক্ষপথে প্রবেশের জন্য ফের একবার ম্যানুয়েভার ঘটানো হবে আদিত্য এল–১’এর। এই কক্ষপথের কেন্দ্রে কোনও বস্তু নেই। তাই একে বলা হয় হ্যালো অরবিট। সেই কক্ষপথ বদলটিই সবচেয়ে বেশি জটিল। সেই হার্ডল পার করতে পারলেই ইতিহাসে জায়গা করে নেবে ভারত।

আপাতত তার জন্য অপেক্ষা আরও তিন মাসের।

দাসপাড়ার বালাবাড়ি এলাকায় রাস্তাজুড়ে বালির ঢিপ। – সংবাদচিত্র

সন্ধে হলেই চোপড়ায় বালি মাফিয়াদের দাপট

মনজুর আলম

চোপড়া, ১৯ সেপ্টেম্বর : চোপড়া ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় একাধিক নদী থেকে বালি তোলার কারবার বাড়ছে দিন–দিন। জাতীয় সড়কে প্রশাসনের নজরদারি এড়াতে গ্রামীণ এলাকার বিভিন্ন রাস্তা ব্যবহার করে কারবারের অভিযোগ সামনে আসছে। যা নিয়ে এলাকায় সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। যদিও মাফিয়াদের ভয়ে কেউ মুখ খোলার সাহস দেখাচ্ছেন না। পুলিশ সব জেনেও পদক্ষেপ করছে না বলে অভিযোগ বাসিন্দাদের। চোপড়ার বিএলআরও সুবিমল চক্রবর্তীর মন্তব্য, ‘এলাকায় একমাত্র দুটি ঘাটে স্পেশাল পারমিশন নিয়ে কাজ চলছে। অবৈধভাবে বালি তোলার নির্দিষ্ট অভিযোগ নেই।’

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সারাদিন টুকটাক বালি তোলার কাজ চলতে থাকে। সন্ধ্যা হলেই যেন নদীঘাটগুলি জেগে ওঠে। রাস্তার ধারে জমা বালি তুলতে সন্ধ্যার পর থেকে গাড়ির লাইন শুরু হয়। গ্রামীণ এলাকায় বালিবোঝাই লরি ও ডাম্পারের দৌরাত্ম্যে জেরবার বাসিন্দারা। ভারী যান চলাচল হওয়ায় রাস্তার ক্ষতি হচ্ছে, সঙ্গে দুর্ঘটনার আশঙ্কা বাড়ছে।

ব্লকের মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের বেরং ও ডোক নদীর উপর নারায়ণপুর, ডাকুয়াগছ, বৈশাগুগছ ও বেরং ব্রিজ সংলগ্ন এলাকা থেকে অবাধে বালি চুরির ঘটনায় ফুঁসছেন এলাকার বাসিন্দারা। দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বালাবাড়ি এলাকার স্থানীয় ভেরসা নদী থেকে অবৈধভাবে বালি তোলার অভিযোগ দিন–দিন বাড়ছে। বালাবাড়ি এলাকার দু’একটি জায়গায় কার্যত অর্ধেক রাস্তাজুড়ে বালি রাখা থাকে।

হাপতিয়াগছ, সোনাপুর এলাকায় নদীগুলি থেকে সারাবছর অবৈধভাবে বালির কারবার চলে বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। তাঁদের কথায়, বৈধ ঘাটের চেয়ে অবৈধ ঘাটের সংখ্যা এখন বেশি। দাসপাড়া ও মাঝিয়ালি এলাকা দিয়ে রাতভর গ্রামীণ রাস্তায় বালির গাড়ির লাইন। স্থানীয়দের বক্তব্য, বর্ষা শেষ হতে না হতেই এলাকার বিভিন্ন নদীঘাট থেকে বালি তোলার হিড়িক পড়েছে। এলাকার বেশিরভাগ জায়গায় এই কারবারে স্থানীয় নেতাদের একাংশের মদত রয়েছে বলে অভিযোগ।

> এলাকায় একমাত্র দুটি ঘাটে স্পেশাল পারমিশন নিয়ে কাজ চলছে। অবৈধভাবে বালি তোলার নির্দিষ্ট অভিযোগ নেই।
>
> –সুবিমল চক্রবর্তী
> *বিএলআরও, চোপড়া*

চোপড়া থানার আইসি সঞ্জয় দাস বলেছেন, ‘অবৈধ ঘাট সংক্রান্ত অভিযোগ খতিয়ে দেখে পদক্ষেপ করা হবে।’

বেঙ্গালুরুতে মৃত্যু ৪ পরিযায়ী শ্রমিকের

কুমারগ্রাম, ১৯ সেপ্টেম্বর : উপার্জন করতে সপরিবারে বেঙ্গালুরুতে গিয়েছিলেন কুমারগ্রামের বাসিন্দা কালে সারকি। সেখানে একটি পোলট্রি ফার্মে কাজ করতেন সংকোশ চা বাগানের নেপালি লাইনের বাসিন্দা কালে। রবিবার রাতে ঘুমের মধ্যেই দমবন্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে কালে সহ তাঁর দুই স্ত্রী ও নাবালক সন্তানের। কুমারগ্রাম থানার পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতদের নাম কালে সারকি (৫৩), লক্ষ্মী সারকি (৪৯), ঊষা সারকি (৪০) এবং কুশল সারকি (১৬)।

নেপালি লাইনের বাসিন্দারা জানিয়েছেন, সারকি পরিবার দীর্ঘবছর ধরে বেঙ্গালুরুতে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করছিল। প্রাথমিক তদন্তে বেঙ্গালুরু পুলিশ মনে করছে, শ্বাসকষ্টের কারণে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশকে এমনটাই জানিয়েছে তারা। এমন খবর পেয়ে সোমবার রাতে সংকোশ চা বাগানে গিয়ে ওই পরিবার সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে কুমারগ্রাম থানার পুলিশ।

এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য অনীত প্রধান বলেন, ‘শুনেছি, একটি ঘরের ভেতরে শ্বাসরোধ হয়ে ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। পরিবারের আরও কয়েকজন সদস্য তখন অন্য ঘরে থাকার ফলে বেঁচে গিয়েছে। মৃত্যুর সঠিক কারণ ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেলেই বলা যাবে।’ কুমারগ্রাম থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, সারকি পরিবারের সদস্যরা বেঙ্গালুরুর হোলিয়ারাহাল্লিতে একটি পোলট্রি ফার্মে কাজ করছিলেন। ওখানে পরিবারের বাকি সদস্যরা আছেন। তাই সেখানেই দেহগুলি সৎকার করা হয়েছে। আপাতত ময়নাতদন্তের রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে।

নেপালি লাইনের প্রতিবেশীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, কালে সারকিরা চার ভাই। বড় দুই ভাই গণেশ সারকি এবং বাবুরাম সারকি মূক ও বধির। তাঁরা এখনও নেপালি লাইনের বাড়িতেই থাকেন। আরেক ভাই রাজেন সারকি সংকোশ চা বাগানে কাজ করেন। তিনি কোঠি লাইনে থাকেন। রাজেন বললেন, ‘সবাই মিলে বেঙ্গালুরুর একটি পোলট্রি ফার্মে কাজ করছিল। কালের আরেক ছেলে রমেশ সারকি ফোন করেছিল।

সে জানায়, জানালা নেই, হাওয়া বাতাস চলাচল করার ব্যবস্থা নেই। শ্রমিক শেডের এমন একটি বদ্ধ ঘরে তারা রাতে ঘুমোত। ওই ঘরেই মশা তাড়াবার জন্য কোনও কিছু জ্বালিয়ে রমেশের বাবা, দুই মা এবং ভাই ঘুমিয়েছিল। ঘুমের মধ্যেই প্রত্যেকের মৃত্যু হয়েছে।’

রাজেনের সঙ্গে কথা বলেই জানা গেল, কালেরা তো আগেই বেঙ্গালুরু চলে গিয়েছিলেন। মাস দেড়েক আগে তাঁর আরেক মেয়ে গৌরী, মেয়ের স্বামী এবং আরও দুই ছেলে কাজের জন্য বেঙ্গালুরু চলে যান। কিন্তু ওই দুর্ঘটনা ঘটার পর থেকেই বহু চেষ্টা করেও ওঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছেন না রাজেনরা। বললেন, ‘সোমবার রাতে কুমারগ্রাম থানার পুলিশ এসেছিল। দাদা এবং দাদার পরিবারের সদস্যের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। যতটুকু জানি সেটা পুলিশকে বলেছি।’

নেপালি লাইনের বাসিন্দা গণেশ প্রধান জানালেন, সারকি পরিবারটি ১২–১৩ বছর ধরে বেঙ্গালুরুতেই ছিল। মাঝেমধ্যে সংকোশ চা বাগানে আসত। ফের চলে যেত। একই পরিবারের একসঙ্গে চারজনের মৃত্যুর খবর পেয়ে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

চিতাবাঘ আতঙ্ক

ফালাকাটা, ১৯ সেপ্টেম্বর : এবার ফালাকাটা ব্লকের ময়রাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের তালুকেরটারি মৌজায় চিতাবাঘের আতঙ্ক ছড়াল। মঙ্গলবার তালুকেরটারির শিমুলতলা এলাকায় চিতাবাঘের দেখা মিলেছে বলে দাবি করেন স্থানীয়দের একাংশ। খবর পেয়ে জলদাপাড়া বন দপ্তর দিনভর তল্লাশি চালিয়েও সন্ধ্যা পর্যন্ত অবশ্য বাঘের হদিস পায়নি।

এসআইটি’র রজত জয়ন্তী

শিলিগুড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর : মঙ্গলবার শিলিগুড়ি ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজি (এসআইটি)–র রজত জয়ন্তী বর্ষ পালন করা হল। এই উপলক্ষ্যে এসআইটিতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বেলুন উড়িয়ে এদিন অনুষ্ঠানের সূচনার পর বেশ কিছু গাছ লাগানো হয়। উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের চিকিৎসক সন্দীপ সেনগুপ্ত, টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের ভাইস প্রেসিডেন্ট ভাস্কর রায়, এসআইটির প্রিন্সিপাল ডঃ মিঠুন চক্রবর্তী, আইনজীবী মিলন সরকার।

দুই দুষ্কৃতী ধৃত

কিশনগঞ্জ, ১৯ সেপ্টেম্বর : বিহারের আরারিয়া পুলিশ সোমবার রাতে আগ্নেয়াস্ত্র সহ দুই সশস্ত্র দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করে। মঙ্গলবার পুলিশ সুপার অশোক সিং জানান, সদর থানা এলাকার কুশিয়ার গ্রামের একটি ব্যাংক লুটের পরিকল্পনার সময় ওই দুজনকে কুশিয়ার গ্রাম রেলস্টেশনের সামনে থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। তারা ব্যাংক ডাকাতির পরিকল্পনা করছিল বলে ধৃতরা পুলিশি জেরায় স্বীকার করেছে। আরারিয়া আদালতের নির্দেশে ধৃতদের এদিন ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতে পাঠানো হয়।

আগুনে আতঙ্ক

কিশনগঞ্জ, ১৯ সেপ্টেম্বর : কিশনগঞ্জের কোচাধামন থানা এলাকার কমলপুর আলতা হাটে মঙ্গলবার সকালে মিষ্টির দোকানে গ্যাসের সিলিন্ডার ফেটে আগুন লেগে আতঙ্ক ছড়াল। ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেই। দমকলএসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। দোকানের মালিক মহম্মদ আক্রামের দাবি, দোকানে লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি হয়েছে।

ট্র্যাক্টরে ওড়না পেঁচিয়ে ঘোরানো হল বধূকে

রায়গঞ্জ, ১৯ সেপ্টেম্বর : মানুষ কি ফের আদিম যুগে ফিরে যাচ্ছে! একবিংশ শতকে মনুষ্যত্বের কি সমাধি হয়েছে! এমনই সব প্রশ্ন তুলে দিয়েছে রায়গঞ্জ শহর লাগোয়া সুভাষগঞ্জের ভিটি কাটিহারের ঘটনা। অভিযোগ, চরিত্রহীন অপবাদ দিয়ে এই গ্রামের এক বধূর গলায় ওড়না পেঁচিয়ে, সেই ওড়না ট্র্যাক্টরের লাঙলে জড়িয়ে তাঁকে বাড়ির চারপাশে ঘুরিয়েছে শ্বশুরবাড়ির লোকজন। শুধু তাই নয়, মেয়েকে বাঁচাতে গেলে মাথায় ভারী বস্তু দিয়ে আঘাত করে খুন করার চেষ্টা করা হয় ওই বধূর বাবাকে।

খবর পেয়ে তাঁদের বাড়ির লোকজন ছুটে এসে বাবা–মেয়েকে উদ্ধার করে তড়িঘড়ি রায়গঞ্জ মেডিকেলে নিয়ে যান। তবে এসবের মধ্যেই ব্রেন ডেথ হয়ে যায় নির্যাতিতা বধূর বাবার। তাঁকে শিলিগুড়ি নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই মুহূর্তে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন বধূ।

নির্যাতিতা বধূর নাম মারুফা আখতার (৩০)। ভিটি কাটিহার গ্রামেই তাঁদের বাড়ি। বছর চারেক আগে একই গ্রামের বাসিন্দা দবিরুদ্দিন আহমেদের সঙ্গে মারুফার বিয়ে হয়। দবিরুদ্দিন মুম্বইয়ের একটি নির্মাণ সংস্থায় ঠিকাদারের কাজে কর্মরত। মারুফা শ্বশুরবাড়ির একফালি জায়গায় একাই থাকতেন। সম্প্রতি পঞ্চায়েত ভোটে শ্বশুরবাড়ির লোকজন জোট প্রার্থীকে ভোট দিলেও তৃণমূল প্রার্থীর হয়ে প্রচার করেছিলেন মারুফা। এতেই যাবতীয় গণ্ডগোলের সূত্রপাত। ভোটের পর থেকেই শ্বশুরবাড়ির লোকজন মারুফার উপর নির্যাতন শুরু করে। মারুফা ফোনে সমস্ত ঘটনা তাঁর বাপের বাড়ির লোকজনকে জানিয়েছিলেন। এনিয়ে রবিবার গ্রামে সালিশি সভাও হয়। কিন্তু শ্বশুরবাড়ির লোকজন সভায় গরহাজির থাকায় কোনও সমাধান সূত্র মেলেনি।

রায়গঞ্জ

গতকাল বিকেলে চরিত্রহীন অপবাদ দিয়ে গলায় ওড়না পেঁচিয়ে, ওই ওড়নার অন্য প্রান্ত ট্র্যাক্টরের লাঙলে বেঁধে মারুফাকে বাড়ির চারপাশে ঘোরায় শ্বশুরবাড়ির লোকজন। তা দেখে পড়শিরা মারুফার বাপের বাড়ির লোকদের খবর দেন। দ্রুত ঘটনাস্থলে চলে আসেন মারুফার বাবা রহমত আলি। তিনি প্রতিবাদ করলে মাথায় ভারী বস্তু দিয়ে আঘাত করে তাঁকে খুন করার চেষ্টা করা হয়। এই ঘটনায় মঙ্গলবার মারুফার শ্বশুর জামিরুল মহম্মদ, শিক্ষক দেওর দলিল হক, আরেক দেওর দৌলত হোসেন সহ সাতজনের বিরুদ্ধে রায়গঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। ঘটনার গুরুত্ব বুঝে অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

মারুফার বৌদি শিল্পী খাতুন বলেন, ‘পঞ্চায়েত ভোটে আমার ননদ তৃণমূলের হয়ে প্রচার করেছিল। ওর শ্বশুরবাড়ির লোকজন ছিল কংগ্রেস–সিপিএম জোট সমর্থক। ভোটে জোট প্রার্থী হেরে যাওয়ায় আমার ননদের উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করতে থাকে ওরা। ওরা আমার শ্বশুরের মাথায় ভারী বস্তু দিয়ে আঘাত করে খুন করার চেষ্টা করে। এই মুহূর্তে শ্বশুর কোমায় রয়েছেন। ননদ রায়গঞ্জ মেডিকেলে সিসিইউ বিভাগে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। রায়গঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।’

রায়গঞ্জ মেডিকেলের শল্য চিকিৎসক সঞ্জয় শেঠ জানান, ‘জখম বৃদ্ধ চিকিৎসায় কোনও সাড়া দিচ্ছেন না। তাঁর ব্রেন ডেথ হয়ে গিয়েছে। পরিবারের লোকজন আজ ভোর তিনটে নাগাদ নিজেদের দায়িত্বে তাঁকে শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে নিয়ে গিয়েছেন।’

রায়গঞ্জ পুলিশ জেলার সুপার মহম্মদ সানা আখতার জানিয়েছেন, ‘এই ঘটনায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। তবে অভিযুক্তরা সবাই এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে।’

অধ্যাপক রানা রায় সাসপেন্ড

কোচবিহার, ১৯ সেপ্টেম্বর : যাদবপুরের রেজিস্ট্রার এবং জয়েন্ট রেজিস্ট্রারকে হুমকি চিঠি দেওয়া এবং তাতে অশালীন ভাষা ব্যবহার করার অভিযোগে এবিএন শীল কলেজের অধ্যাপক রানা রায়কে অবশেষে সাসপেন্ড করল রাজ্য উচ্চশিক্ষা দপ্তর। শুক্রবার এ বিষয়ে কোচবিহার এবিএন শীল কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে রাজ্য উচ্চশিক্ষা দপ্তরের চিঠি এসে পৌঁছেছে।

এবিএন শীল কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ নিলয় রায় বলেন, ‘কলেজের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক রানা রায়কে সাসপেন্ড করার চিঠি রাজ্য উচ্চশিক্ষা দপ্তর থেকে গত শুক্রবার আমাদের কাছে এসেছে। পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত তা বহাল থাকবে বলে চিঠিতে জানানো হয়েছে।’ অভিযুক্ত অধ্যাপককে এ ব্যাপারে ফোন করা হলে তিনি পরিচয় শোনার পর ‘ব্যস্ত আছি’ বলে ফোন কেটে দেন।

সম্প্রতি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বপ্নদীপ কুণ্ডু নামে এক ছাত্রের রহস্যজনক মৃত্যু হয়। র‍্যাগিংয়ের কারণে ওই ছাত্রের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে। এনিয়ে গোটা রাজ্যে তোলপাড় শুরু হয়। ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী সৌরভ চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। সেই সৌরভ চৌধুরীর ক্ষতি হলে যাদবপুরের রেজিস্ট্রার এবং জয়েন্ট রেজিস্ট্রারকে প্রাণে মারার হুমকি দিয়ে চিঠি পাঠানো হয়। ওই চিঠিতে অশালীন ভাষা ব্যবহার করারও অভিযোগ উঠেছে।

চিঠির প্রেরক হিসাবে কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী সরকারি এবিএন শীল কলেজের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক রানা রায়ের নাম ওঠে। বিষয়টি নিয়ে যাদবপুর থানায় অভিযোগও দায়ের করেছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ও জয়েন্ট রেজিস্ট্রার। শুধু তাই নয়, অভিযুক্ত অধ্যাপক রানা রায় কলকাতার বেলগাছিয়ায় যে আবাসনে থাকেন, সেই আবাসনের একাধিক বাসিন্দাও জানিয়েছেন, তাঁদের অনেককেই অশালীন ভাষায় চিঠি দিয়েছেন ওই ব্যক্তি। বেলগাছিয়ার আবাসিকদের পাশাপাশি কোচবিহারেও এবিএন শীল কলেজের ছাত্রছাত্রী ও প্রাক্তনীরাও ওই অধ্যাপকের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তোলেন। কলেজ সূত্রে সেদিনই জানা গিয়েছিল, তাঁর বিরুদ্ধে রাজ্য উচ্চশিক্ষা দপ্তরের কাছে ১০০ পাতার রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে। সরকারি কোনও কর্মী বা আধিকারিক ২৪ ঘণ্টার বেশি হেপাজতে থাকলে নিয়ম অনুযায়ী তাঁর সাসপেন্ড হওয়ার কথা। শুক্রবার রানা রায়ের সাসপেনশনের চিঠি কলেজে এসে পৌঁছেছে। কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে, সাসপেন্ড থাকাকালীন তিনি অর্ধেক বেতন পাবেন।

উত্তরে বিনিয়োগ

প্রথম পাতার পর

ইথানল কারখানার জন্য বিনিয়োগ করা হচ্ছে ১৫০ কোটি টাকা। পাঁচতারা হোটেল তৈরির প্রকল্পে বিনিয়োগ ধরা হয়েছে ২০০ কোটি টাকা। তবে সেই হোটেল শিলিগুড়ি শহরেই হবে, নাকি শহরতলিতে, তা স্পষ্ট করেননি কমল। জমি খোঁজার কাজ চলছে।

৪৫০ কোটির এই তিন প্রকল্পের বাইরেও গজলডোবায় ৬০ কোটি টাকার একটি প্রকল্পের কাজ শুরু করতে চলেছে পিসিএম। শিল্প সম্মেলনে সেই ঘোষণা হয়নি ঠিকই, তবে এই প্রকল্পও একেবারেই নতুন। এদিন কমল জানান, ভোরের আলোয় একটি রিসর্ট তৈরি করছেন তাঁরা। ইতিমধ্যেই ডিপিআর তৈরি হয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি কাজ শুরু হয়ে যাবে। ভোরের আলো নিয়ে নানা পরিকল্পনার কথা বলা হলেও এখনও পর্যন্ত সেখানে হাতেগোনা দু’–চারটি সংস্থাই বিনিয়োগ করেছে। গজলডোবার পরিকাঠামো উন্নয়নে সরকার গুরুত্ব দিয়ে কাজ করলেও লগ্নি টানতে ব্যর্থ হয়েছে। সেদিক থেকে দেখলে পিসিএমের এই বিনিয়োগ কিন্তু খুবই উল্লেখযোগ্য।

স্পেনে মুখ্যমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হয়েছেন শিলিগুড়ি–জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসজেডিএ)–র ভাইস চেয়ারম্যান দিলীপ দুগার। এদিনের সম্মেলনেও উপস্থিত ছিলেন তিনি। দিলীপের কথায়, ‘উত্তরবঙ্গের জন্য বড় ঘোষণা। মুখ্যমন্ত্রী নিজে উত্তরবঙ্গে বিনিয়োগে আহ্বান জানিয়েছেন। রাজ্যের সব প্রান্তের প্রতিই যে মুখ্যমন্ত্রীর নজর রয়েছে সেটা আরও একবার প্রমাণিত হল।’

বিনিয়োগের খবর পৌঁছে গিয়েছে উত্তরের শিল্পপতিদের কাছেও। সিআইআইয়ের উত্তরবঙ্গ আঞ্চলিক কমিটির চেয়ারম্যান প্রদীপ আগরওয়ালের বক্তব্য, ‘৫১০ কোটির বিনিয়োগের প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলে সেটা উত্তরবঙ্গের শিল্পের ক্ষেত্রে সদর্থক ভূমিকা নেবে। আমরা চাই এভাবেই আরও শিল্প আসুক উত্তরের জেলায় জেলায়।’ প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়ে নর্থবেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সুরজিৎ পালের মন্তব্য, ‘প্রকল্পগুলি চালু হলে সহযোগী নানা শিল্পও গড়ে উঠবে। কর্মসংস্থানও বাড়বে।’

আড়াই বছরের শিশু

প্রথম পাতার পর

ঘটনার পরই সেখানে ট্রাক যাতায়াতের পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়। শিশুটিকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই শিশুটির চিকিৎসা চলছে। পুলিশ এদিন শিশুটির ঘর থেকে রক্তমাখা জামাকাপড়ও উদ্ধার করে নিয়ে গিয়েছে।

এলাকার বাসিন্দা এবং দোকানদাররা এই ঘটনায় ক্ষোভে ফুঁসছেন। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে গোটা ট্রাক টার্মিনাস চত্বর পুলিশি প্রহরায় মুড়ে ফেলা হয়েছে। স্থানীয় দোকানদার কৃষ্ণ দাসের কথায়, ‘মেয়ে হারিয়ে গিয়েছে বলে শিশুটির মা আমাদের জানান। সকলে গিয়ে শিশুটিকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করি।’ স্থানীয় রামকৃষ্ণ দেবরায়ের কথায়, ‘যে অবস্থায় শিশুটিকে পাওয়া গিয়েছে তাতে ধর্ষণ হয়েছে বলেই মনে হচ্ছে।’

শিশুটির মা–বাবা, স্থানীয় গ্রামবাসী সকলেই দোষীর ফাঁসির দাবি করেছেন। এদিকে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ এলাকার অন্তর্গত ফাঁসিদেওয়া ব্লক ছাড়াও নকশালবাড়ি, বাগডোগরা এলাকাতেও কয়েক মাসের মধ্যে একাধিক ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। এর জেরে চাপে পুলিশকর্তারা। গোটা রাজ্যেই শিশু সুরক্ষা ব্যবস্থা বিপর্যস্ত বলে মন্তব্য করেছেন দার্জিলিং জেলা লিগ্যাল এইড ফোরামের সভাপতি অমিত সরকার। তাঁর কথায়, ‘রাজ্যে কখনও শিশু ধর্ষণ, আবার কখনও শিশু পাচারের ঘটনা ঘটছে। কিছুদিনের ব্যবধানে ওই এলাকাতেই কেন এমন ঘটনা বারবার ঘটছে প্রশাসনকে তা খুঁজে বের করে সমাধান করতে হবে। আমরা পরিবারটির সঙ্গে কথা বলে শিশু সুরক্ষা কমিশনের দ্বারস্থ হব।’

গাঁজা বাজেয়াপ্ত

কোচবিহার ও বাণেশ্বর, ১৯ সেপ্টেম্বর : কোচবিহার থেকে ৪০০ কেজি গাঁজা বাজেয়াপ্ত করল জেলা পুলিশ। এবারও উঠে এল আন্তঃরাজ্য পাচারের ঘটনা। মঙ্গলবার কোচবিহার শহর সংলগ্ন চকচকা এলাকায় ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে ত্রিপুরা থেকে আসা একটি লরি থেকে ৪০ প্যাকেট গাঁজা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া গাঁজার মূল্য প্রায় ৪৫ লক্ষ টাকা। পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, বাজেয়াপ্ত করা গাঁজার পরিমাণ প্রায় ৪০০ কেজি। সেগুলি লরির ভেতরে গোপন চেম্বার তৈরি করে সেখানে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। সেগুলি ত্রিপুরা থেকে বিহারের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ঘটনায় লরিটির চালক বিহারের বাসিন্দা রঞ্জিত কুমারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। লরির পেছনে এমনভাবে গোপন চেম্বার তৈরি করা হয়েছিল যেটি বাইরে থেকে দেখে বোঝার উপায় নেই। শেষপর্যন্ত ক্রেনের সাহায্যে লরিটিকে উপরে তুলে চেম্বারটি খোলা হয়।

ঋণ বাংলায়

প্রথম পাতার পর

অথচ আগামী বছর লোকসভা নির্বাচনের আগে গ্রামের ভোটব্যাংক অটুট রাখতে গ্রামোন্নয়নে জোর দিতে চাইছে রাজ্য সরকার। এই পরিস্থিতিতে বিশ্ব ব্যাংকের ঋণ পেলে পঞ্চায়েত এলাকায় পরিকাঠামো আধুনিকীকরণ, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি করা সম্ভব হবে।

২০২৯ সালের মধ্যে এই টাকায় সমস্ত কাজ শেষ করার শর্ত দিয়েছে বিশ্ব ব্যাংক। নবান্নের এক কর্তা বলেন, ‘এর আগে রাজ্য সরকার যথেষ্ট ভালো কাজ করায় বিশ্ব ব্যাংক প্রস্তাব দিয়েছিল। বিশ্ব ব্যাংকের প্রতিনিধিরা কিছুদিন আগে রাজ্যে এসে পঞ্চায়েত দপ্তরের কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকও করেছিলেন।’ তখন আইএসজিপি রূপায়ণে রাজ্য সরকার সফল (হাই স্যাটিসফ্যাক্টরি রেশিও) বলে শংসাপত্র দিয়েছিল বিশ্ব ব্যাংক।

২০১০ সাল থেকে এ রাজ্যে আইএসজিপি শুরু হয়েছিল। বিশ্ব ব্যাংকের ৩২০০ কোটি টাকা ঋণে উন্নয়নের জন্য রাজ্যের ১ হাজার গ্রাম পঞ্চায়েতকে বেছে নেওয়া হবে। রাজ্য সরকারের আশা, ডিসেম্বরের মধ্যে সরকারের হাতে টাকা পৌঁছে যাবে। বরাদ্দ নিয়ে রাজ্য–কেন্দ্রের সংঘাত চলছে অনেকদিন ধরে। কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদে ২ অক্টোবর দিল্লি চলো ডাক দিয়েছে তৃণমূল। এই সংঘাতের আবহেই বিশ্ব ব্যাংকের ঋণ নিতে রাজ্যকে প্রাথমিক ছাড়পত্র দিল কেন্দ্র।

আবহাওয়া
বুধবারের পূর্বাভাস

	সর্বোচ্চ (ডি.সে.)	সর্বনিম্ন (ডি.সে.)
কলকাতা	৩২.০	২৭.০
শিলিগুড়ি	৩৩.০	২৩.০
জলপাইগুড়ি	৩২.০	২৫.০
কোচবিহার	৩১.০	২৫.০
আলিপুরদুয়ার	৩১.০	২৫.০
মালদা	৩১.০	২৫.০
রায়গঞ্জ	৩২.০	২৫.০
গ্যাংটক	২৪.০	১৬.০

আপাতত ঝুলে থাকবে

প্রথম পাতার পর

বুধবার লোকসভায় ও বৃহস্পতিবার রাজ্যসভায় বিলটি নিয়ে আলোচনা নির্ধারিত হয়েছে। বিলটি পাশ হলে লোকসভা ও বিধানসভাগুলিতে মহিলাদের জন্য এক–তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষিত থাকবে। আইনমন্ত্রী জানান, বিলটি কার্যকর হলে লোকসভায় মহিলা সাংসদের সংখ্যা ৮২ থেকে একলাফে বেড়ে ১৮১ হয়ে যাবে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি লোকসভায় মঙ্গলবার বলেন, ‘নারীশক্তি বন্দন অধিনিয়মে আমাদের গণতন্ত্র মজবুত হবে।’ তাঁর দাবি, ‘শুধু মহিলাকেন্দ্রিক উন্নয়নের কথা বলা যে যথেষ্ট নয়, সেটা বিশ্ব বুঝতে পারে। এটি ইতিবাচক পদক্ষেপ। ভগবান আমাকে এই মহান কাজটি করার জন্য বেছে নিয়েছেন।’ অটলবিহারী বাজপেয়ীর প্রধানমন্ত্রিত্বকালে বিলটি বহুবার পেশ করার চেষ্টা হয়েছিল বলে দাবি করেন তিনি।

মোদির কথায়, ‘বছরের পর বছর মহিলা সংরক্ষণের ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। আমরা এখন গর্ব সহকারে বলতে পারি, আমরা ইতিহাস তৈরি করেছি।’ বিলটি যে নতুন সংসদ ভবনে পেশ হতে চলেছে, সোমবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার বৈঠকের পর তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। মহিলা সংরক্ষণ বিল মোদি সরকারের তরফে ইতিহাস তৈরির চেষ্টা বলে দাবি হলেও কংগ্রেসের তাতে ঘোর আপত্তি।

কংগ্রেস সংসদীয় দলের চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধি মঙ্গলবার সংসদে ঢোকার আগে বলেন, ‘এই বিলটি আমাদের।’ পরে লোকসভায় কংগ্রেসের দলনেতা অধীররঞ্জন চৌধুরী বলেন, ‘মনমোহন সিংয়ের আমলে রাজ্যসভায় গৃহীত মহিলা সংরক্ষণ বিল আজ পর্যন্ত সজীব। আমাদের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে মহিলা সংরক্ষণ বিল পাশ করানোর দাবি তোলা হয়েছে। সোনিয়া গান্ধি বিলটি পাশ করানোর জন্য প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখেছিলেন।’

কংগ্রেসের বক্তব্য, ১৯৮৯ সালের ডিসেম্বরে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধি মহিলা সংরক্ষণের বিলটি পাশ করলেও রাজ্যসভায় আটকে গিয়েছিল। পরে ২০১০ সালের মার্চে ইউপিএ আমলে রাজ্যসভায় পাশ হলেও লোকসভায় বিলটি অনুমোদিত হয়নি। ইউপিএ আমলে গৃহীত বিলটি সজীব থাকার দাবি অবশ্য মানতে নারাজ কেন্দ্র।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা সংসদে বলেন, ‘যে সরকারের আমলে বিল আনা হয়, সেই সরকার না থাকলে তার আমলে গৃহীত বিলগুলি লুপ্ত হয়ে যায়। অধীরবাবু যে দাবি করছেন, সে ব্যাপারে তাঁর তথ্যপ্রমাণ সভার সামনে পেশ করা উচিত।’ কংগ্রেস মোদি সরকারের কৃতিত্ব চুরি করতে চাইছে বলে অভিযোগ তোলে গেরুয়া শিবির।

জামিনের মামলায় জালিয়াতি

প্রথম পাতার পর

গোটা ঘটনায় উত্তরবঙ্গজুড়ে শোরগোল পড়েছে। এই জগদীশ মণ্ডল, মোবারক আলির আইনজীবী হলেন জলপাইগুড়ির তৃণমূল যুব কংগ্রেস নেতা সৈকত চট্টোপাধ্যায়। জলপাইগুড়ির এক দম্পতিকে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার মামলায় তিনি আপাতত ফেরার। তাঁর জুনিয়াররা বর্তমানে মাদক মামলাটি লড়ছেন।

মেডিকেল থেকে রিপোর্ট বের হওয়ার কথা সামনে আসতেই চিকিৎসক মহলেও হইচই শুরু হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ এখনও কোনও তদন্ত শুরু করেনি। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুপার সঞ্জয় মল্লিকের বক্তব্য, ‘পুলিশ পুরো বিষয়টি তদন্ত করছে। আমাদের এখান থেকে কোনও নথি তৈরি করে দেওয়া হয়নি। সবটাই নকল। পুলিশের আমাদের যে যে দপ্তর থেকে এই মামলা সংক্রান্ত নথি দরকার বলে আমাদের জানিয়েছিল আমরা সেইসব দপ্তর থেকে নথি দিয়েছি।’ তবে শিলিগুড়ি পুলিশের কোনও কর্তা বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলতে চাননি। কমিশনারেটের এক কর্তার বক্তব্য, ‘অনেক বড় মাথা এই চক্রের সঙ্গে জড়িত রয়েছে। আমরা তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করার প্রক্রিয়া শুরু করেছি।’

গত ১ অগাস্ট শিলিগুড়ি পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ (এসওজি) এবং এনজেপি থানার পুলিশ পোড়াঝাড় সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ১ কেজি ৬০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার এবং নগদ ২২ লক্ষ টাকা সমেত দুজনকে গ্রেপ্তার করে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে শিলিগুড়ির বিশেষ সংশোধনাগারের কনস্টেবল মোবারক আলিকে গ্রেপ্তার করা হয়। একই দিনে বাগডোগরা এলাকাতেও এদের সঙ্গীদের থেকে ৯০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার এবং নগদ ১৭ লক্ষ টাকা মেলে। সেই ঘটনায় নিম্ন আদালতে মোবারকের জামিন খারিজ হতেই কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে জামিনের আবেদন করেন মোবারকের আইনজীবী। সেই ঘটনায় বিচারপতি ঘটনার কেস ডায়ারি চেয়ে পাঠান। সরকারি আইনজীবী জামিনের বিরোধিতা করায় ঘটনার তদন্তকারী আধিকারিককে তথ্যপ্রমাণ দেওয়ার জন্যে ১০ দিনের সময় দেওয়া হয়। সেই তদন্তে নেমে এনজেপি থানার তদন্তকারী আধিকারিক বিশাল চক্রের খোঁজ পান। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, ১ অগাস্ট গ্রেপ্তার হওয়া ভরত মণ্ডলের বাবা জগদীশ সহ বেশ কয়েকজনের জামিনের জন্যে ভুয়ো কাগজ তৈরি করে দিয়েছিল মোবারক। জগদীশের ক্যানসারের রিপোর্ট তৈরি করে দেওয়ার জন্যে ৩৫ লক্ষ টাকা চাওয়া হয়েছিল। সেই টাকাই দুই ভাগে নিয়ে আসা হচ্ছিল মালদা থেকে।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের রেডিওলজি এবং কার্ডিওলজি বিভাগ থেকে যে রিপোর্ট দেওয়া হয়েছিল তাতে লেখা ছিল জগদীশের অগ্ন্যাশয়ে স্টেজ–৪ ক্যানসার হয়েছে এবং হার্টেরও সমস্যা রয়েছে। এই রিপোর্টের ভিত্তিতেই মাস দুয়েক আগে জামিন পেয়েছে অভিযুক্ত। সেই সমস্ত রিপোর্টের প্রতিলিপি পুলিশের কাছে চলে এসেছে। এনবিএমসি থেকেও পুলিশকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে এই রিপোর্ট জাল। মেডিকেলের রিপোর্ট দেওয়ার ব্যবস্থা নিয়ে এরপরই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। রিপোর্টগুলিতে যে চিকিৎসকরা স্বাক্ষর করেছেন তাঁদের ভূমিকা নিয়েও বড়সড়ো প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। রেডিওলজি বিভাগ থেকে আগেই রিপোর্ট এসেছিল পুলিশের কাছে। কার্ডিওলজি বিভাগ থেকেও সম্প্রতি রিপোর্ট পেয়েছে পুলিশ। মোবারক আলি দীর্ঘদিন মেডিকেল কলেজের প্রিজনার সেলের দায়িত্বে থাকায় এই চক্রের অন্যতম শরিক হিসাবে কাজ করছে বলে তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন।

শ্রী গণেশায় নমঃ...

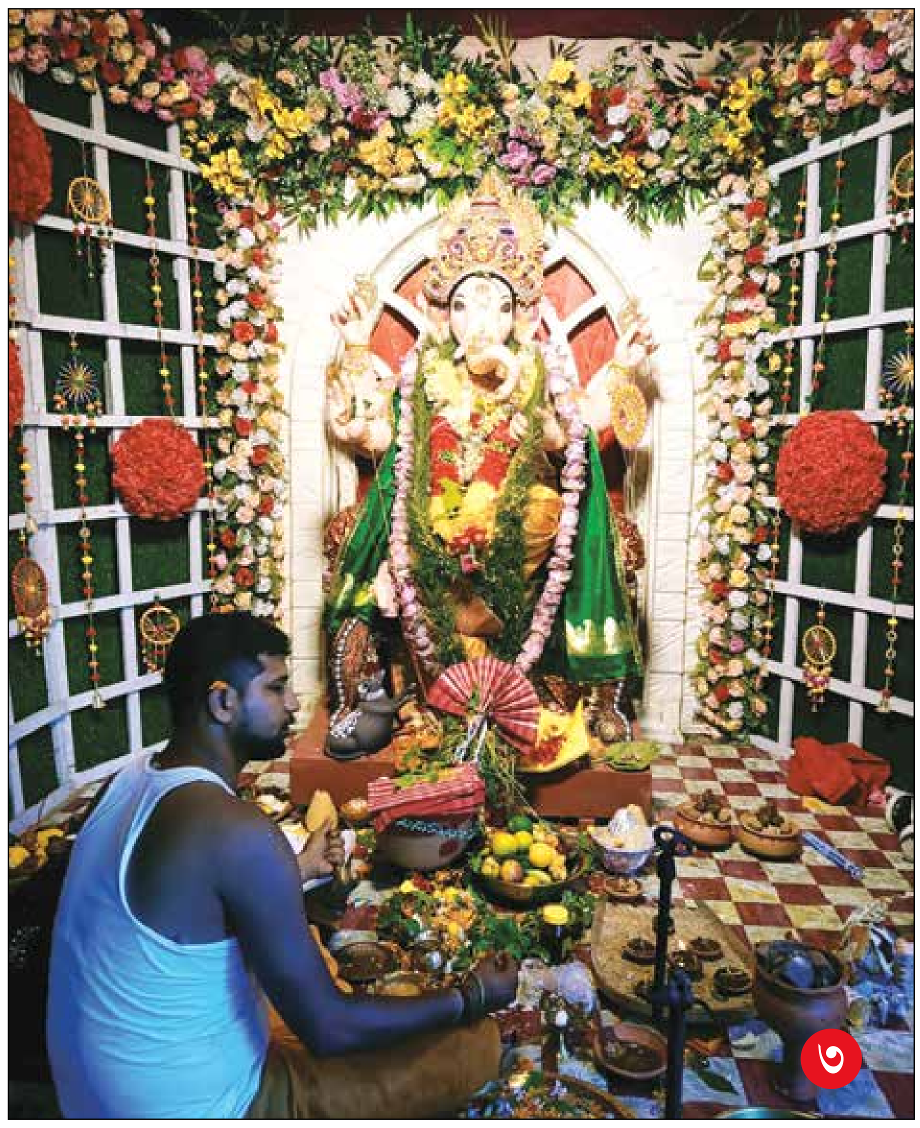

(১) শেঠ শ্রীলাল মার্কেটের একটি পুজো প্যান্ডেলে দর্শনার্থীদের ভিড়। (২) ভোঁসলেবাড়ির পুজো। (৩) হাকিমপাড়ার একটি পুজোমণ্ডপ। ছবিগুলি তুলেছেন শান্তনু ভট্টাচার্য, পারমিতা রায় ও ভাস্কর বাগচী।

ডেঙ্গি রুখতে বৈঠক পুরনিগমে

শিলিগুড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর : এবার পুজোর সময় যাতে ডেঙ্গি মারাত্মক আকার না নিতে পারে সেই জন্য প্রতিটি বরো অফিসকে সতর্ক থাকতে বললেন মেয়র গৌতম দেব। মঙ্গলবার বরো চেয়ারম্যান, বরো অফিসার সহ বরো অফিসের কর্মীদের সঙ্গে এক আলোচনায় এই নির্দেশ দেন মেয়র। পুরনিগম সূত্রে খবর, জানুয়ারি মাস থেকে এখনও ১১৮ জন ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছেন। এর মধ্যে ১৬, ৪২, ৪৬, ৪৭ নম্বর ওয়ার্ডে আক্রান্তের সংখ্যা বেশি। ৪২ নম্বর ওয়ার্ডে ১৩ জন আক্রান্ত হয়েছেন। বাকি তিনটি ওয়ার্ডে ছয়জন করে আক্রান্ত হয়েছেন।

মেয়রের নির্দেশ, তিনদিন ধরে জ্বর থাকলে অবশ্যই ডেঙ্গির পরীক্ষা করাতে হবে। এজন্য স্বাস্থ্যকর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে যেন মানুষকে সচেতন করার কাজ করেন। স্বাস্থ্যকর্মীদের বাড়িতে গিয়ে দেখতে হবে কোথাও যেন জল জমে না থাকে। ডেঙ্গি মোকাবিলায় শিলিগুড়ি যেন সবার আগে থাকে, সেটাই এখন প্রধান লক্ষ্য পুরনিগমের। পুজোর আগে শহরে যাতে ডেঙ্গি নিয়ন্ত্রণেই থাকে, সেই লক্ষ্যে বরো অফিসার থেকে সব কাউন্সিলারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মেয়র বলেন, 'ডেঙ্গি নিয়ে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। ৪২ নম্বর সহ চারটি ওয়ার্ডে বেশি নজর দিতে হবে। বর্ডার এলাকাগুলির দিকেও সবাইকে নজর রাখতে হবে। এখনও পর্যন্ত শিলিগুড়িতে ডেঙ্গি নিয়ন্ত্রণেই রয়েছে। তবে আমরা আক্রান্তের সংখ্যা শূন্যতে নিয়ে যেতে চাই।' মেয়রের বক্তব্য, 'শহরের ড্রেনগুলি এখনই পরিষ্কার করে ফেলতে হবে। মহালয়ার পর কিন্তু আর পরিষ্কার হবে না। যে রাস্তা দিয়ে বেশি মানুষ যাতায়াত করেন, সেই রাস্তাগুলির দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। আমাদের নিজস্ব ২০৫টি গাড়ি রয়েছে। তাই আবর্জনা যাতে রাস্তায় দীর্ঘসময় জমে না থাকে সেই বিষয়টি দেখতে হবে। শিলিগুড়িকে জঞ্জালমুক্ত নগর হিসেবে আমরা দেখতে চাই।'

মেয়েকে ফেলে পালাল বাবা-মা

শিলিগুড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর : নাবালিকা মেয়েকে ফেলে রেখে পালিয়ে গেল বাবা-মা। মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ি থানার মহাবীরস্থান রেলগেট সংলগ্ন এলাকায়। স্থানীয় ব্যবসায়ীরাই ওই নাবালিকাকে কাঁদতে দেখে হকার্স কর্নার ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক প্রদীপ রায়কে খবর দেন। খবর পেয়ে তিনি সকাল আটটা নাগাদ ঘটনাস্থলে এসে নাবালিকাকে নিয়ে নিজের দোকানে যান। খবর দেওয়া হয় শিলিগুড়ি থানায়। খবর পেয়ে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ এসে ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। পরবর্তীতে তাঁকে সিডব্লিউসির মাধ্যমে সিনিতে পাঠানো হয়েছে। পরিবারের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

এদিন সকাল ৬টা নাগাদ মহাবীরস্থান এলাকায় এক নাবালিকাকে দাঁড়িয়ে কান্নাকাটি করতে দেখেন স্থানীয় ফুল ব্যবসায়ীরা। বিষয়টি দেখার পরেই তাঁরা নাবালিকাকে বাড়ির ঠিকানা জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু নাবালিকা বাড়ির ঠিকানা বলতে পারেনি। এরপর নাবালিকার মা-বাবার খোঁজ করা হলেই বাবার কাছে ফিরতে চায় না বলে জানায়। বাবা মদ্যপান করে মারধর করে তাই ফিরবে না বলে জানায়। মায়ের কথা জানতে চাইলে নাবালিকার বক্তব্য, 'মা আশিঘর এলাকায় কাজ করে। সেখানে সোমবার মাকে কয়েকজন মারধর করে। তাই আজ ভোরে মা আমাকে এখানে রেখে দিয়ে চলে গিয়েছে।' এরপরেই ব্যবসায়ীরা পুলিশকে খবর দেন। পুলিশ আসার পর নাবালিকাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে একই বয়ান দেয় সে। এরপরেই পুলিশ সিডব্লিউসির মাধ্যমে সিনিতে পাঠায় ওই নাবালিকাকে। হকার্স কর্নার ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক প্রদীপ রায়ের বক্তব্য, 'আমি খবর পেয়ে এলাকায় গিয়ে নাবালিকাকে আমার দোকানে নিয়ে আসি। নাবালিকা পালানোর চেষ্টা করে। তাই তড়িঘড়ি পুলিশকে ডেকে তাদের হাতে তুলে দিই।'

ছেলের হাত ধরে দেবীর ট্রেলার

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর : মঙ্গলবার সন্ধ্যায় শিলিগুড়ি কলেজের সামনের রাস্তা ভিড়ে ভিড়াক্কার। দেখে বোঝার উপায় নেই এটা সেপ্টেম্বর মাসের ১৯ তারিখ, নাকি অক্টোবরের ২১ তারিখ! খালি কি কলেজপাড়া? হাতি মোড়ের ভিড় আর যানজট দেখলেও তো ভুল করে মনে হতেই পারে, দুর্গাপুজো এসে গিয়েছে বুঝি। গণেশ ঠাকুর দেখতে শিলিগুড়ির বাসিন্দাদের দলে দলে রাস্তায় বের হওয়াটাকে পূর্বাভাস হিসেবে ধরলে, আগামী মাসে ঠাকুর দেখার উৎসাহ যে আলাদাই স্তরে পৌঁছে যাবে, সেকথা বলাই বাহুল্য।

গণেশপুজো উপলক্ষ্যে শহরের রাস্তাঘাট সাজিয়ে তোলা হয়েছিল আলোর মালায়। সেই সঙ্গে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করেছিলেন একাধিক পুজো উদ্যোক্তা।

সোমবারও বিশ্বকর্মাপুজো উপলক্ষ্যে রাস্তায় ভিড় দেখেছে শহর। তবে থিমের চমক থেকে শুরু করে আয়োজনের বাহুল্য, সেইসঙ্গে ঠাকুর দেখার ভিড়ে এদিন টেক্কা দিয়েছেন গণপতিই।

গণেশপুজো উপলক্ষ্যে কোথাও তৈরি করা হয়েছে চন্দ্রযান-৩'এর আদলে মণ্ডপ। আবার কোথাও মণ্ডপ তৈরি করা হয়েছে রাজস্থানের প্রাসাদের আদলে। এদিন সন্ধে থেকেই সেসব মণ্ডপে দর্শনার্থীদের ভিড় দেখা যায়। তার আগে সকালে মিষ্টির দোকানে মোদক আর লাড্ডু কেনার ভিড় তো ছিলই।

কোথাও তিনদিন ধরে আবার কোথাও চারদিন ধরে চলে গণেশপুজো। এদিন সন্ধ্যায় বিধান রোডে শিলিগুড়ি গণেশপুজো ওয়েলফেয়ার সোসাইটির পুজো দেখতে এসে কাবেরী সাহু বলেন, 'নিজের শহরেই এত বড় করে গণেশপুজো দেখার সুযোগ হাতছাড়া করিনি। কয়েকবছর ধরেই এখানে আসছি। খুব সুন্দর আয়োজন করা হয়েছে।'

শিলিগুড়ি শহরের গণেশপুজো দেখতে শহরের আশপাশের এলাকা থেকেও দর্শনার্থীরা আসেন। পুজো উপলক্ষ্যে তাই মণ্ডপের আশপাশে খাবার, খেলনার দোকানদারদেরও পসরা সাজিয়ে বসতে দেখা গিয়েছে। এদিন নৌকাঘাট গণেশপুজো কমিটির আয়োজিত মণ্ডপে দর্শনার্থীদের লম্বা লাইন দেখা যায়। গণেশপুজো উপলক্ষ্যে অনেক উদ্যোক্তা আবার দুঃস্থদের খাবার ও বস্ত্র বিতরণেরও আয়োজন করেছেন। শহরের বড় পুজোর পাশাপাশি এসএফ রোড, হিলকার্ট রোড, প্রধাননগর সহ বিভিন্ন জায়গায় ছোট ছোট পুজোও আয়োজন করা হয়েছে।

কলেজপাড়ায় ঠাকুর দেখতে আসা তীর্থ সরকারের কথায়, 'গণেশপুজো যেন জানান দিয়ে গেল দুর্গাপুজোর আর হাতেগোনা কয়েকটা দিন বাকি।'

> **দর্শনার্থীর কথা**
>
> **নিজের শহরেই এত বড় করে গণেশপুজো দেখার সুযোগ হাতছাড়া করিনি। কয়েকবছর ধরেই এখানে আসছি। খুব সুন্দর আয়োজন করা হয়েছে।**
>
> -কাবেরী সাহু

ভোঁসলেদের পুজো যেন মারাঠিদের মিলনমেলা

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর : ১৯৬৫ সালে বোম্বাই (অধুনা মুম্বই) থেকে শিলিগুড়িতে আসেন ভোঁসলে দম্পতি। তার কয়েকবছর পর গৃহকর্ত্রী শালিনী ভোঁসলে বিধান মার্কেটের কাছে ক্ষুদিরামপল্লিতে নিজের বাড়িতে শুরু করেন মারাঠি আদবকায়দায় সিদ্ধিদাতার পুজো। প্রায় পঞ্চাশ বছর পুরোনো এই পুজো ঘিরে শহরের মারাঠি সম্প্রদায়ের মানুষ একত্রিত হন। বছরের এই কয়েকটা দিন ক্ষুদিরামপল্লির ওই বাড়িতে মুম্বইয়ের ছবি ফুটে ওঠে।

শালিনীর বয়স এখন সত্তরের দোরগোড়ায়। স্বামী বেঁচে নেই। পরিবার ও আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে এখন পুজোর আয়োজন করেন। আগে ১১ দিন ধরে গণেশপুজো হত। কিন্তু এখন ৫-৭ দিন ধরে পুজো হয়। দিনসংখ্যা কমলেও পুজো আয়োজনে নিয়মনিষ্ঠায় কোনও খামতি নেই। বয়সের ভার এখনও তাঁকে পুরোপুরি কাবু করতে পারেনি, তাই এখনও নিজের হাতে মোদক, লাড্ডু তৈরি করে ঠাকুরকে ভোগ দেন শালিনী। এমনকি, পুজোর বাজারটাও নিজের হাতে করতেই বেশি স্বচ্ছন্দ বলে জানালেন তিনি। সেইসঙ্গে জানান, সন্ধ্যা আরতিও হয় তাঁর বাড়ির পুজোয়। পুজোর আয়োজন করার ফাঁকেই শালিনী বলছিলেন, 'অনেক বছর ধরে পুজোর আয়োজন করে আসছি। একটা সময় ছিল যখন অনেকেই আসতেন আমাদের পুজো দেখতে। এখনও আমাদের সম্প্রদায়ের অনেকেই আমাদের বাড়ির পুজো দেখতে এবং ঠাকুরকে ভোগ দিতে আসেন।'

মুম্বইয়ের গণেশপুজো যেরকম ধুমধাম করে হয়, সিদ্ধিদাতার বিসর্জনও হয় দেখার মতো। ভোঁসলে পরিবারেও তার ব্যতিক্রম হয় না। বিসর্জনের দিনও প্রচুর হইহুল্লোড় হয় বলে জানান ওই বৃদ্ধা। পুজোর এই কয়েকদিন ক্ষুদিরামপল্লির এই পরিবারে উৎসবের আমেজ থাকে। রাজু ভোঁসলে বলেন, 'আমাদের বাড়ির পুজোতে শহরের অনেক মারাঠা পরিবারের লোকজন আসেন। যাঁরা নিজেরা বাড়িতে বড় করে পুজো করেন না, তাঁরা আমাদের এখানেই পুজো দেন। তবে, আগে আরও ভিড় হত।'

এখন অনেক বাড়িতেই গণেশপুজো হয়। ফলে আগের তুলনায় এখন ভোঁসলেবাড়ির অতিথির সংখ্যা কমলেও এলাকার অনেকেই এখনও এই বাড়ির পুজোকেই ভরসা করেন। স্থানীয় ব্যবসায়ী প্রতুল মজুমদারের কথায়, 'অনেকবছর ধরে এই বাড়ির পুজোয় শামিল হই। সময় বদলালেও পুজোর নিয়মনিষ্ঠার দিক দিয়ে কোনও ফাঁক নেই। তাই প্রত্যেক বছর ওই বাড়িতেই পুজো দিই।'

শহরে এবছর গণেশপুজোর সংখ্যা অনেকটাই বেড়েছে। তবে বহু বছর ধরে মারাঠাদের পুজো বলতে ভোঁসলেবাড়ির পুজোকেই সবাই জানেন।

সূর্যনগরে ভস্মীভূত ফ্ল্যাট

শিলিগুড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর : মঙ্গলবার সকালে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের সূর্যনগর ময়দান সংলগ্ন একটি আবাসনের চারতলার ফ্ল্যাটে আগুন লাগে। আগুনে ওই ফ্ল্যাটের প্রায় সমস্ত আসবাবপত্র ও বৈদ্যুতিন সামগ্রী পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। তবে, ফ্ল্যাটটি বন্ধ থাকায় হতাহতের খবর নেই। আগুন লাগার পরেই স্থানীয় বাসিন্দারা ওই আবাসনের বাকি আবাসিকদের নামিয়ে সুরক্ষিত জায়গায় নিয়ে যান। দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। খবর পেয়ে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব ঘটনাস্থলে পৌঁছান। তিনি ওই পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন।

মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৮টা নাগাদ সূর্যনগর ময়দানের পাশে লোকনাথ ম্যানসন নামে একটি চারতলা আবাসনের উপরতলায় সামনের দিকের ফ্ল্যাটে আগুন লাগে। প্রথমে বাইরে থেকে বাতানুকূল যন্ত্রের আউটডোর ইউনিটের সঙ্গে সংযোগকারী কেবল থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়। বন্ধ থাকা ওই ফ্ল্যাটের জানলার ফাঁক দিয়ে ধোঁয়া বের হতে থাকে। ধোঁয়া বাড়তে থাকায় শিলিগুড়ি অগ্নিনির্বাপণ দপ্তরে খবর দেওয়া হয়। দমকলের ইঞ্জিন পৌঁছানোর আগেই আগুন গোটা ফ্ল্যাটটি কার্যত গ্রাস করে নেয়। দমকলকর্মীরা পৌঁছে প্রথমে ফ্ল্যাটটির পিছনের দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে কাচের জানলাগুলি ভেঙে ভিতরে জমা গ্যাস এবং ধোঁয়া বের করে দেন। তারপর জল দিয়ে আগুন নিভিয়ে ফেলা হয়। তবে, ফ্ল্যাটে থাকা টিভি, ফ্রিজ, ল্যাপটপ সহ অন্যান্য বৈদ্যুতিন সামগ্রী ও খাট সহ প্রায় সমস্ত কিছুই পুড়ে গিয়েছে।

ফ্ল্যাটের মালিক অমৃত দাস সোমবার সন্ধ্যায় স্ত্রী এবং পুত্রকে নিয়ে শ্বশুরবাড়িতে গিয়েছিলেন। তবে, তাঁরা ফ্ল্যাট বন্ধ করে যাওয়ার সময় বাতানুকূল মেশিনের সুইচ অফ করেছিলেন, নাকি বাতানুকূল মেশিন অন থাকায় সেটা গরম হয়েই আগুন লেগেছে তা নিয়েই প্রশ্ন উঠছে। সেখানে পৌঁছান বিধায়ক শংকর ঘোষ। দমকলের প্রাথমিক অনুমান, বিদ্যুতের শর্টসার্কিট থেকেই এই আগুন লেগেছে।

শ্রী শান্তি হন্ডার নতুন শোরুম

শিলিগুড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর : পুজোর মরশুমে বাইকপ্রেমীদের জন্য বিশেষ চমক নিয়ে এল শ্রী শান্তি হন্ডা। মঙ্গলবার বর্ধমান রোডে শ্রী শান্তি হন্ডার নতুন শোরুমের উদ্বোধন হয়। এদিন শোরুমে এসপি ১৬০ ও ডিও ১২৫ এই দুটো গাড়ি দুটোর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন জোনাল ম্যানেজার (সেলস) রবি গুপ্তা, জোনাল ম্যানেজার (কাস্টমার সার্ভিস) কৌশিক ঘোষ। শোরুমের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে ক্রেতাদের জন্য রয়েছে দুর্দান্ত অফার। ইতিমধ্যেই বুকিং শুরু হয়ে গিয়েছে। বুকিং সংক্রান্ত তথ্য শোরুমের ওয়েবসাইটে ক্রেতারা বিস্তারিত জানতে পারবেন। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এরিয়া সেলস ম্যানেজার অভিষেক দে, এরিয়া সার্ভিস ম্যানেজার রাজীব রায় প্রমুখ।

পুজোয় আমন্ত্রণের সম্ভার

শিলিগুড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর : পুজোয় শাড়ির বিপুল সম্ভার নিয়ে এসেছে মহাবীরস্থানের আমন্ত্রণ। এখানে রয়েছে অরগ্যাঞ্জা, কাঁকিনাড়া, মালবারি সিল্ক, ভাগলপুরি সিল্ক, সফ্টি সিল্ক, বালুচরি সিল্ক সহ আরও অনেক রকমের শাড়ি। কেনাকাটার উপর থাকছে বিশেষ উপহারও। শাড়ির পাশাপাশি রয়েছে চুড়িদার, টপ, জিন্স সহ ইন্দো-ওয়েস্টার্ন পোশাকের সম্ভার। এছাড়াও পুরুষদের জন্য পোশাকের দুর্দান্ত কালেকশন রয়েছে। সমস্ত কিছুই রয়েছে ক্রেতাদের সাধ্যের মধ্যে দামে।

পূর্ত দপ্তরের জমি পেতে পুরসভার তৎপরতা

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ১৯ সেপ্টেম্বর : ইসলামপুর শহরের প্রাণকেন্দ্র নিউটাউন রোডে পূর্ত দপ্তরের ৬০ কাঠা জমি নিজেদের দখলে রাখার উদ্যোগ নিতে চলেছে পুরসভা। এই মর্মে পুর দপ্তর সহ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে জমি হস্তান্তরের নথিপত্র তৈরির কাজ শীঘ্রই শুরু হবে বলে পুরবোর্ড জানিয়েছে। এই জমিতে একাধিক উন্নয়নের কাজ করার চিন্তাভাবনা রয়েছে পুরসভার। বর্তমানে জমিটি কাগজে-কলমে পূর্ত দপ্তরের (রোডস) এনএইচ ডিভিশনের স্টক ইয়ার্ড হিসাবে ব্যবহার হয়। কিন্তু বাস্তবে শহরের ভিআইপি জোনে বিশাল এই জমি জঙ্গলে ছেয়ে রয়েছে। দৈর্ঘ্যে জমিটি পুর টার্মিনাস থেকে শুরু করে পার্ক মোড় পর্যন্ত ৯০ মিটার। চওড়া ৪৫ মিটার। বিঘার হিসাবে ধরলে জমির পরিমাণ তিন বিঘা। তবে জমিটির সীমানা প্রাচীর দেওয়া রয়েছে। পুর চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল জানিয়েছেন, সরকারি জমি হস্তান্তরের প্রক্রিয়া জটিল। তবে শহরের স্বার্থে জমিটি পেতে আর্জি জানানো হবে। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, জমিটি উন্নয়নের কাজে লাগানো হলে শহরের ভোল পালটে যাবে। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার তাপস পাল বলেছেন, 'আমাদের ছোট দপ্তর সহ স্টক ইয়ার্ড মিলিয়ে জমির মোট পরিমাণ তিন বিঘা। পুরসভার আর্জি মেনে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ অনুমোদন দিলে আমাদের কোনও আপত্তি নেই।'

ইসলামপুর নিউটাউন রোডে পূর্ত দপ্তরের জমি।

প্রাথমিকভাবে পুরসভা জানিয়েছে, এই জমিটি সরকারি স্তরে তাদের হস্তান্তর করা হলে আধুনিকমানের মলের কায়দায় মার্কেট কমপ্লেক্স, অডিটোরিয়াম, সুইমিং পুল সহ অনেক কিছু করা সম্ভব। বর্তমানে পুর টার্মিনাস যেখানে রয়েছে সেই জায়গাটিও কয়েক দশক আগে পূর্ত দপ্তরের অধীনে ছিল। সেই সময়ও সেই জমি জঙ্গলে ছেয়ে থাকত। এলাকার প্রচুর মানুষ জমিটি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে ব্যবহার করতেন। কিন্তু তৎকালীন বাম পুরবোর্ড জমিটি নিয়ে টার্মিনাস গড়ে তোলে। বর্তমানে এই টার্মিনাস চত্বরই শহরের অন্যতম প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। ফলে পূর্ত দপ্তরের যে তিন বিঘা জমি খালি পড়ে রয়েছে সেই জমিতে শহরের উন্নয়নের কাজ করা হোক বলে বিভিন্ন মহলে দাবি উঠতে শুরু করেছে। তবে প্রশ্ন উঠছে, এত বিশাল পরিমাণ জমি পূর্ত দপ্তর আদৌ পুরসভাকে হস্তান্তর করতে রাজি হবে কি না? জমি হস্তান্তর হলেও সেখানে উন্নয়নের জন্য কোটি কোটি টাকার সংস্থানই বা পুরসভা কোথা থেকে করবে? পুর চেয়ারম্যান তথা তৃণমূলের উত্তর দিনাজপুর জেলা সভাপতি কানাইয়া বলছেন, 'পূর্ত দপ্তরের জমিটি পেতে আমরা প্রাথমিক আলোচনা করেছি। তবে পূর্ত দপ্তরের কাছে এই মর্মে আর্জি জানানো হবে। জমিটি আমাদের হস্তান্তর করা হলে শহরের উন্নয়ন ঘটবে।'

তারাদের কথা

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ বারো

শত শ্রদ্ধায় পালান

না পালানোর ছবি ‘পালান’। রমাপদ চৌধুরীর কাহিনী অবলম্বনে মৃণাল সেনের তৈরি ছবি। মৃণাল–শতবর্ষে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে পরিচালক কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের এক অনন্য নিবেদন। মৃণালের ছবির শেষ থেকেই কৌশিকের ছবির শুরু। নামও একই ‘পালান’। দুই ছবি যেন সময়ের সেতু। কেন্দ্রে সেই মধ্যবিত্তের চিরকালীন সমস্যা। যেখান থেকে পালানো যায় না। লিখেছেন শবরী চক্রবর্তী

বাড়ির বাচ্চা ‘চাকর’ পালান। দরজা–জানলা বন্ধ রান্নাঘরে শুয়ে দমবন্ধ হয়ে মরে গেল। শীতের রাতে ওই ঘরেই ঘুমোতে গিয়েছিল সে। মধ্যবিত্ত বাড়ি, মধ্যবিত্ত পাড়া, আক্ষেপ, দোষারোপ, চাপান–উতোর উচ্চকিত অথবা ম্রিয়মান। পুলিশ লাশ নিয়ে চলে যায়। ছেলেটির বাবা আসেন। সিঁড়ির নীচে দাঁড়িয়ে তিনি। সিঁড়ির ওপরে বাড়ির মালিক ও তার ছেলে। মালিকপক্ষের প্রস্তাবিত ক্ষতিপূরণকে ‘না’ বলেন গরিব পালানের ততোধিক গরিব বাবা। বড়লোকের দায়িত্ব জ্ঞানহীনতার মাশুল দিয়েছে তাঁর ছেলে। মালিকের দেওয়া ক্ষতিপূরণকে ‘খারিজ’ করে মালিকদের নমস্কার করে চলে যান সেই হতভাগ্য বাবা। চরম অনুতাপের মধ্যে আজীবন পোড়ে এই মধ্যবিত্ত পরিবার।

১৯৮২ সালে মৃণাল সেন রমাপদ চৌধুরির এই গল্প নিয়েই ‘খারিজ’ ছবিটি বানিয়েছিলেন। সেই গৃহস্বামী, তাঁর স্ত্রী, তাঁদের সেই ছোট ছেলেটি, তাঁর স্ত্রী —এখন কেমন আছেন? বাড়ির চাকর পালানের মৃত্যু কি আজও তাঁদের পোড়ায় নাকি তা এখন নিতান্তই একটা দুর্ঘটনা হয়ে আছে ওদের জীবনে? ‘খারিজ’–এর শেষ থেকেই শুরু পরিচালক কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের নতুন ছবির। যার নামও ‘পালান’।

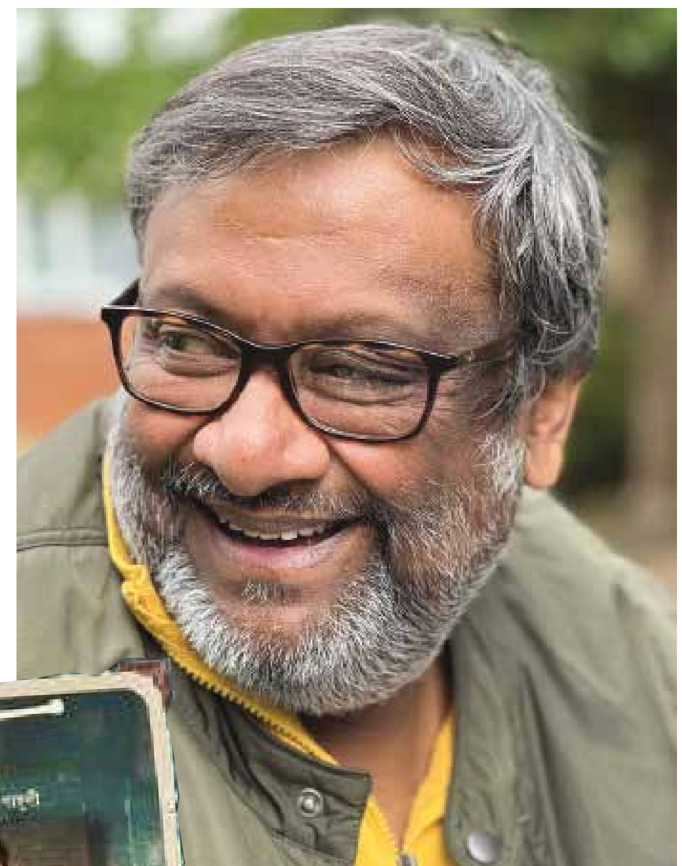

‘মৃণাল সেনের প্রতি শ্রদ্ধা জানাব, আবার বক্স অফিস নিয়ে ভাবব, এটা হয় না। উনি জীবনে বক্স অফিসের কথা ভাবেননি। তবে আমি নিজে প্রযোজকদের টাকা ফেরত দেবার কথা অবশ্যই ভাবি। তাই পালান যদি মৃণালদার ছবির মতো না হয়, তাতে আমার আপত্তি নেই।’

যখন কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়, ‘কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়’ হননি, তখন থেকেই তিনি মৃণাল–ভক্ত। তাঁর ছবির গল্প, গল্পের প্রকাশভঙ্গী, চরিত্রদের অভিব্যক্তি—সর্বত্র মৃণালীয় ছাপ স্পষ্ট। উষ্ণতার জন্য, শূন্য তার বুকে ইত্যাদি যখন বানাচ্ছেন কৌশিক টেলিভিশনের জন্য, তখন মৃণাল নিজে তাঁকে উৎসাহ দিয়েছেন, প্রশংসা করেছেন, ভুলের জন্য শাসনও চলেছিল পুরোদমে। তাই নতুন করে ১০০ বছর হতে মৃণাল সেনকে তাঁর মনে পড়েনি, তিনি চিরকালই নিজের ছবি দিয়ে তাঁর আরাধ্যকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। তাহলে কেন খারিজকে বেছে নেওয়া পালান–এর জন্য?

কৌশিক বলেছেন, ‘মৃণালদার সব ছবিতে একটা সোশ্যাল স্টেটমেন্ট থাকে। খারিজ–এ ছিল চাইল্ড লেবার আর ক্লাস ডিভিশন নিয়ে। সেটা এখনও আমাদের সমাজে আছে। ওই সময়ে দাঁড়িয়ে মৃণালদা যে স্টেটমেন্ট দিয়েছেন, আজকের দিনে দাঁড়িয়েও এই সামাজিক অবস্থান নিয়ে একটা স্টেটমেন্ট থাকা দরকার। মধ্যবিত্তের সমস্যা কিন্তু আছেই, তার চরিত্র বদলেছে। মধ্যবিত্তের সবথেকে বড় সমস্যা, আত্মসম্মান। বিপজ্জনক বোর্ড লাগানো বাড়িতেও মানুষ থাকে, বাড়ি ভেঙে পড়ে মানুষ মারা যায়, তবু থাকে। কারণ ওই আত্মসম্মান। তারা ট্যাক্স দেয়, প্যান কার্ড–আধার কার্ড আছে, স্বীকৃত নাগরিক, তবু ওইভাবে আছে, কারণ এছাড়া তাদের উপায় নেই। এই অবস্থা থেকে তাদের বার করে নিয়ে যাবার কেউ নেই। এটা আমার কাছে বড় সমস্যা।’

পালান–এর মৃত্যু ওই পরিবারকে একটা ধাক্কা দিয়ে যায়। সময়ের চলনে তার অভিঘাত আবছা হয়েছে, কিন্তু তা রয়ে গিয়েছে ওদের জীবনে। খারিজ–এরই বিস্তৃতি পালান, তাই পালান–এও আছেন মমতা শঙ্কর। তিনি বলেছেন, ‘গল্পটা বলতে পারব না। তবে খারিজ–এ যে ভুলটা করেছিলাম, সেখান থেকে শিক্ষা নিয়ে নতুন করে আসা পরিস্থিতির মুখোমুখি হব আমরা।’

খারিজ–এ গৃহস্বামীর ভূমিকায় ছিলেন অঞ্জন দত্ত, পালান–এও তিনিই। ছবিতে নতুন সংযোজন যীশু সেনগুপ্ত, পাওলি দাম। সেদিনের মমতা–অঞ্জনের ছোট্ট ছেলেটা আজ বড় হয়ে গিয়েছে, রীতিমতো বিবাহিত। তার চরিত্রই করছেন যীশু, তাঁর স্ত্রীর ভূমিকায় পাওলি দাম। আরও কিছু চরিত্র গল্পের জন্যই এসেছে। কৌশিক বলেছেন, ‘পালান নতুন গল্প নিয়ে তৈরি হওয়া নতুন ছবি। এখানে খারিজ–এর প্রসঙ্গ আসবে, তবে খারিজ–এর কোনও দৃশ্য বা ফুটেজ দেখা যাবে না। ৪১ বছর পর মানুষের জীবনে সমস্যা আসবে না, তা তো হয় না। সেই সমস্যার আলোচনায়, বিশ্লেষণে এবং সমাধানে অতীতের স্মৃতি ফিরে আসবে। খারিজ এভাবেই আসবে পালান–এ।’

মৃণাল সেনের রাজনৈতিক মতবাদ বা কমিউনিজমকে কৌশিক বলছেন মানবিকতা বা হিউম্যানিজম। তাঁর মতে, ‘কমিউনিজম গরিব মানুষদের নিরাপত্তা দিয়েছে। মৃণালদা সে কথাই বারবার তাঁর ছবিতে বলেছেন। এখানে রাজনৈতিক মত নয়, মানুষের কথাই গুরুত্বপূর্ণ। এটাই মৃণাল সেন। এই মৃণাল সেনকেই আমি সেলিব্রেট করতে চেয়েছি।’

আরও একটি দিকে তিনি মৃণালপন্থী। বক্স অফিস তাঁকে ভাবায় না। কৌশিকের কাছে ছবিটা মানুষের দেখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেছেন, ‘মৃণাল সেনের প্রতি শ্রদ্ধা জানাব, আবার বক্স অফিস নিয়ে ভাবব, এটা হয় না। উনি জীবনে বক্স অফিসের কথা ভাবেননি। তবে আমি নিজে প্রযোজকদের টাকা ফেরত দেবার কথা অবশ্যই ভাবি, না হলে পরের ছবির টাকা পাব না। তাই পালান যদি মৃণালদার ছবির মতো না হয়, তাতে আমার আপত্তি নেই। মৃণালদা এই ছবি দেখবেন না। তিনি থাকলে পালান আমি বানাতামও না।’

১৯৮২–তেই খারিজ শুরু আর শেষ হয়ে যায়নি। আজও প্রত্যক বাড়িতে মমতা–অঞ্জনরা আছেন, তাঁদের সমস্যা নিয়ে। মৃণাল সেনকে শ্রদ্ধা জানানোর আড়ালে তাদেরই পর্দায় নিয়ে আসছেন কৌশিক। কৌশিক বলেন, ‘মৃণালদাকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন সৃজিত, অঞ্জনদাও। তাঁদের পথ আলাদা। আমি মৃণালদার জীবনদর্শনকে নিয়ে এগিয়েছি।’

অবশেষে মুখ খুললেন জারিন

প্রতারণার মামলা আর সেই মামলার প্রেক্ষিতে তাঁকে গ্রেপ্তারির রায় বেরোতেই মুখ খুললেন জারিন খান। এই গোটা ঘটনাটার সঙ্গে তিনি কোনোভাবেই জড়িত নন বলে জানিয়েছেন। শুধু তাই নয়, এটা তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগ বলতেও কসুর করেননি তিনি। জারিন জানিয়েছেন, তিনি তাঁর আইনজীবীর সঙ্গে কথা বলবেন।

পুলিশ সূত্রে খবর, ২০১৮ সালে কলকাতা ও উত্তর ২৪ পরগনার ৬টি অনুষ্ঠানে আসার কথা ছিল জারিনের। বেশ কিছু কালীপুজো উদ্বোধন করার কথাও ছিল তাঁর। সেই মর্মে পড়েছিল পোস্টারও। এখানেই শেষ নয়, এক ভিডিয়ো বার্তায় জারিন নিজেও কলকাতা আসা নিয়ে তাঁর ইচ্ছের কথা জানিয়েছিলেন। যদিও তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, ম্যানেজার মারফত ১২ লক্ষ টাকা আগাম নিয়েও তিনি আসেননি। এর পরেই জারিনের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪০৬, ৫০৬, ১২০ বি ও ৪২০ ধারায় নারকেল ডাঙা থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। ওই ইভেন্ট সংস্থার দাবি, অভিযোগ দায়ের করার পর পাল্টা হুমকি দেওয়া হয় জারিনের টিমের তরফে।

ওদিকে জারিনের তরফে জানানো হয়, ওই ইভেন্ট সংস্থা তাঁকে ভুলপথে চালিত করেছে।

চমক লাগিয়ে ফিরছেন রাজামৌলি

বলিউড আর দক্ষিণ অনেকটাই মিলেমিশে গেছে। শাহরুখ খান ‘জওয়ান’ ছবি করার পর থেকে আর নতুন করে কোনও ফারাক নেই। তাই কি দক্ষিণও এবার অনেকটা বলিউডি পথে হাঁটছে? রাজামৌলিকে দেখে তো তাই মনে হচ্ছে।

আরআরআর–এর বিশ্বব্যাপী সাফল্যের পর আসছে এসএস রাজামৌলির নতুন প্রোজেক্ট। গণেশ চতুর্থীর শুভে দিনে এই বিশেষ খবর শেয়ার করে নিলেন পরিচালক নিজেই। সামাজিক মাধ্যমে নতুন সিনেমা ‘মেড ইন ইন্ডিয়া’র মোশন পোস্টার শেয়ার হতে না হতেই ভাইরাল। ভারতীয় সিনেমার জনক, অর্থাৎ দাদাসাহেব ফালকেকে নিয়ে বায়োপিক আনছেন রাজামৌলি।

টুইটারে ভিডিয়ো শেয়ার করে রাজামৌলি লিখেছেন, ‘যখন আমি প্রথমবার সিনেমাটির বর্ণনাটি শুনেছিলাম, তখনই তা আমাকে আবেগপ্রবণ করে তুলেছিল। এমনিতেই বায়োপিক বানানো কঠিন, আর তা যদি হয় ভারতীয় সিনেমার জনককে নিয়ে তাহলে তা আরও বেশি চ্যালেঞ্জিং। আমাদের ছেলেরা এর জন্য প্রস্তুত। অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে, মেড ইন ইন্ডিয়া উপস্থাপন করছি।’

মেড ইন ইন্ডিয়া পরিচালনা করবেন জাতীয় পুরস্কার বিজয়ী পরিচালক নীতিন কক্কর। মারাঠি, তেলুগু, হিন্দি, তামিল, মালায়লাম এবং কন্নড় ভাষায় মুক্তি পাবে সিনেমাটি। ছবি প্রযোজনায় ম্যাক্স স্টুডিওর বরুণ গুপ্ত এবং শোয়িং বিজনেসের এসএস কার্তিকেয়া।

এক প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, রাজামৌলি ‘ভারতীয় সিনেমার জন্ম ও উত্থানের’ গল্প বলতে আগ্রহী। সূত্রের খবর, ‘বিশাল স্কেল’–এ ছবিটি তৈরি হবে। এবং আরআরআরের মতোই একটি ‘ম্যাগনাম অপাস’ হতে চলেছে।

আত্মহত্যায় স্তম্ভিত ইন্ডাস্ট্রি

অভিনেতার বাড়িতেই আত্মহত্যা। অভিনেতা বাবার খ্যাতি আর সাফল্য গগনচুম্বী। তা সত্ত্বেও মেয়ে বেছে নিল আত্মহত্যার পথ। কিন্তু কেন এই সিদ্ধান্ত, এখনই তা না জানা গেলেও স্তম্ভিত গোটা দক্ষিণী ইন্ডাস্ট্রি।

অভিনেতা তথা সঙ্গীত পরিচালক বিজয় অ্যান্টনির মেয়েকে তাঁদের চেন্নাইয়ের বাড়ি থেকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। অভিনেতার মেয়ে মীরা দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী। সূত্রের খবর, সে দীর্ঘদিন ধরে নানা স্ট্রেসে ভুগছিল, তার চিকিৎসাও চলছিল। মঙ্গলবার শেষ পর্যন্ত চরম পন্থা বেছে নেয়। মীরা আত্মঘাতী হয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে।

চেন্নাইয়ের একটি বেসরকারি স্কুলে পড়ত মীরা। চেন্নাইয়ে অভিনেতার টেনাম্পেটের বাড়ি থেকে মঙ্গলবার ভোর রাতে প্রায় ৩টে নাগাদ ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় তাকে। মৃতের বয়স মাত্র ১৬ বছর। এদিন রাতেই অভিনেতা যখন মেয়ের ঘরে যান তখনই তিনি মেয়েকে ওভাবে দেখতে পান। বাড়ির পরিচারকরা তার দেহ নামিয়ে আনেন।

মেয়েকে ওভাবে উদ্ধার করার পর তড়িঘড়ি করে চেন্নাইয়ের একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় অভিনেতার তরফে। কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ।

প্রসঙ্গত, অভিনেতা বিজয় অ্যান্টনির দুই কন্যা। অভিনেতার স্ত্রীর নাম ফাতিমা। তাঁরা ২০০৬ সালে বিয়ে করেন। তাঁদের আরেক মেয়ের নাম লারা অ্যান্টনি।

সেলেব্রিটিরূপেণ

প্রতি বছরের মতো এবারও দেশজুড়ে গণেশ চতুর্থী বা গণেশ উৎসব পালিত হচ্ছে। আনন্দ, সুখ, শুভেচ্ছায় এবার গণেশ ঠাকুর সেলিব্রিটিরূপে আবির্ভূত হয়েছেন ধরাধামে। সেলিব্রিটিদের আদলে কিছু গণেশ মূর্তির ঝলক।

সত্যিই দেব?

বাংলার মেগাতারকা আবার নিজের খোলনলচে বদলে ফেললেন। ছবি দেখে আর তাঁকে দেব বলে চেনাই যাচ্ছে না। যে ছবি সামনে এসেছে, তার নীচে ক্যাপশন দিলে তবে সেই ছবির নেপথ্যের নায়কের নাম জানা সম্ভব।

একবার দেখুন, ঠিক মনে হবে ইনি বুঝি গঙ্গাসাগরের কোনও সাধু। কিন্তু না। আদতে তিনি হলেন দেব। দিন দিন ভোল বদল করে এক অন্যরূপে পর্দায় নিজেকে ধরা দিচ্ছেন অভিনেতা। যদিও অভিনয় প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলেই তিনি বারবার একবাক্যে জানিয়ে দেন, যে তিনি এখনও শিখছেন। দেবের এই শেখার তাগিদ কিংবা নিজেকে ভেঙে প্রতিনিয়ত প্রমাণ করার যে চেষ্টা, তা এককথায় বলতে গেলে সকলের চোখে প্রমাণিত। কখনও তিনি টলিপাড়ার ব্যোমকেশ, কখনও আবার তিনি সকলের চোখে হয়ে উঠছেন বাঘা যতীন। দেবের কথায়, নিত্য নতুন চরিত্রের চ্যালেঞ্জ নিয়ে দেখার চেষ্টা করছি, দর্শকদের স্বাদ বদল ঘটেছে কতটা। বর্তমানে তিনি প্রধান ছবির শুটে ব্যস্ত। তার আগে অভিনেতা দেব বাঘা যতীন ছবির প্রচারে নজর দিলেন।

থামতে বলছেন নীতি

আর মাত্র তিনটে দিনের অপেক্ষা, ইতিমধ্যে পরিণীতি চোপড়ার বাড়ি আলোর মালায় সেজে উঠল। সেই ছবি বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। যদিও প্রতি মুহূর্তে সমস্ত আপডেট এভাবে পাপারাৎজিদের হাতের মুঠোয় চলে আসাটা মোটেও পছন্দ করছেন না অভিনেত্রী পরিণীতি। প্রকাশ্যেই তিনি বারবার জানাচ্ছেন, অনেক হয়েছে এবার থামতে হবে। তবে কে কার কথা শোনে, হাতে গরম এই বিয়ের প্রতিটা আপডেট যথাসম্ভব দর্শক দরবারে তুলে দেওয়ার সমস্ত চেষ্টা করে চলেছেন গণমাধ্যমের কর্মীরা।

টিম তারাদের কথা মহুয়া বন্দ্যোপাধ্যায়, শবরী চক্রবর্তী, রমাপদ পাহাড়ি ই–মেল taraderkathaubs@gmail.com

দর্শকশূন্য ওয়ার্ম ম্যাচ
২৯ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান ও নিউজিল্যান্ডের ওডিআই বিশ্বকাপের ওয়ার্ম ম্যাচে কোনও দর্শক থাকবেন না। নিরাপত্তাজনিত কারণে এই সিদ্ধান্ত।

অশ্বীনের হয়ে ব্যাট ধরেন রোহিত

বিশ্বকাপেও আগরকারদের তুরুপের তাস কুলদীপ

মুম্বই, ১৯ সেপ্টেম্বর : ঘরের মাঠে ফের বিশ্বজয়ের সুযোগ।

২০১১ সালের স্বপ্নের রাত ফেরানোর স্বপ্নে বিভোর আসমুদ্র হিমাচল। এশিয়া কাপের সাফল্য স্বপ্নটাকে আরও উসকে দিয়েছে। ফেভারিট হিসেবে নামলেও বিশ্বযুদ্ধে থাকছে কঠিন একঝাঁক হার্ডল। থাকছে প্রতিপক্ষকে মেপে নেওয়ার সঙ্গে দল গুছিয়ে নেওয়ার চ্যালেঞ্জও।

অস্ট্রেলিয়া সিরিজের দল ঘোষণায় আবার নতুন ভাবনার প্রতিফলন। দীর্ঘদিন ওডিআই ফরম্যাটে প্রত্যাবর্তন রবিচন্দ্রন অশ্বীনের। যা নিয়ে নতুন অঙ্ক ভাসছে। অক্ষর প্যাটেলের চোট বিকল্প রাস্তার সুযোগ। অনেকের মতে, যা শাপে বর। যা শুধু অজি সিরিজেই নয়, বিশ্বকাপেও হাতিয়ার করতে পারে রাহুল দ্রাবিড়দের।

গতকাল নির্বাচনি বৈঠকের পর রোহিত শর্মা যেভাবে অভিজ্ঞ অশ্বীনের হয়ে 'ব্যাটিং' করেছেন, তাতে দুইয়ে দুইয়ে চার দেখছেন অনেকে। রোহিত জানিয়েছিলেন, অশ্বীন যে মানের ক্রিকেটার, যা অভিজ্ঞতা, তাতে ৫০-৫০ ক্রিকেটে দীর্ঘদিন না খেললেও কোনও সমস্যা হবে না। ঠিক মানিয়ে নেবেন।

প্রাক্তনদের অনেকের মতে, বিশ্বকাপের দল গঠনে ডানহাতি স্পিনার না রেখে ভুল করেছিলেন অজিত আগরকাররা। অক্ষরের চোটে সেই ভুল শুধরে নেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। আগরকার অবশ্য গতকাল জানিয়েছেন, তিনি আশাবাদী অজি সিরিজের তৃতীয় ম্যাচের আগেই ম্যাচ-ফিট হয়ে যাবেন অক্ষর।

পাশাপাশি অশ্বীন-সম্ভাবনা নিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ বক্তব্য, কখনও কী ঘটে যায় বলা মুশকিল। আগাম প্রস্তুতি হিসেবে বিকল্প প্রস্তুত রাখতে অশ্বীন, ওয়াশিংটন সুন্দরদের (এশিয়ান গেমসের দলেও রয়েছেন সুন্দর) তৈরি রাখা। যদি শেষ মুহূর্তে প্রয়োজন পড়ে, তাহলে ম্যাচ প্রস্তুতি যাতে অশ্বীনদের পথে অন্তরায় না হয়, তাই অজি সিরিজকে কাজে লাগানো।

প্রশ্ন অশ্বীন যদি সাফল্য পেয়ে যান? সেক্ষেত্রে তাহলে ২০২২ টি২০ বিশ্বকাপের মতো ফের শেষ মুহূর্তে (পরিবর্ত হিসেবে ২৮ সেপ্টেম্বরের মধ্যে আবেদন করতে হবে) বিশ্বযুদ্ধেও মেন ইন ব্লু-তে ঢুকে পড়লে অবাকের কিছু থাকবে না।

নির্বাচক কমিটির প্রধান আবার 'তুরুপের তাস' হিসেবে ধরছেন ছন্দে থাকা কুলদীপ যাদবকে। সুপার ফোরে পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কান ব্যাটাররা ভারতীয় চায়নাম্যান বোলারকে সামলাতে হিমসিম খেয়েছে। স্পিনের বিরুদ্ধে অভ্যস্ত দুই দেশের ব্যাটারদের বিরুদ্ধে সাফল্য কুলদীপকে নিয়ে আশা দেখিয়েছে টিম ম্যানেজমেন্টকেও। আগরকারের বিশ্বাস, বিশ্বকাপে কুলদীপের দাপট অব্যাহত থাকবে।

প্রাক্তন পেসার বলেছেন, 'আইপিএলে (দিল্লি ক্যাপিটালস) কুলদীপের সঙ্গে দীর্ঘসময় কাটানোর সুযোগ ঘটেছিল। ওর হাতে স্পেশাল স্কিল রয়েছে। প্রতিটি খেলোয়াড়ের অধিনায়ক, কোচ টিম ম্যানেজমেন্টে সমর্থন প্রয়োজন। কুলদীপও ব্যতিক্রম নন। যা পাওয়ায় সুফল সবার সামনে। নিঃসন্দেহে কুলদীপ তুরুপের তাস। বেশিরভাগ দল ওর বিরুদ্ধে সমস্যায় পড়েছে। আগামী ম্যাচগুলিতে কুলদীপের সেই দাপট দেখার জন্য আমরা মুখিয়ে রয়েছি।'

তাসটা কাপযুদ্ধে অন্যতম কাঁটা অস্ট্রেলিয়ার সামনে প্রকাশ না করতেই প্রথম দুই ম্যাচে কুলদীপকে বিশ্রাম।

এদিকে, অর্জুনা রণতুঙ্গাও আবার কুলদীপের সঙ্গে বিশ্বকাপ দলে অশ্বীনকে রাখার পরামর্শ দিচ্ছেন। ১৯৯৬ সালের বিশ্বজয়ী শ্রীলঙ্কান অধিনায়কের যুক্তি, ভারতীয় দলে জেনুইন স্পিনার শুধু কুলদীপ। রবীন্দ্র জাদেজা অলরাউন্ডার। একই ভাবনায় অক্ষর প্যাটেলকে গুরুত্ব দেওয়া বুমেরাং হতে পারে। বরং অশ্বীনের মতো ম্যাচ উইনার স্পিনার থাকলে, লাভবান হবে দল। কুলদীপ-অশ্বীন থাকলে ব্যাটাররা চাপে পড়বে। নাহলে একা হয়ে যাবে কুলদীপ।

দীর্ঘদিন ওডিআই ফর্ম্যাটে খেলেননি অশ্বীন। বয়সের ভারেও কিছুটা মন্থরও। কিন্তু তা অশ্বীনের সাফল্যের পথে কোনও অন্তরায় হবে না বলেই মনে করেন রণতুঙ্গা। দাবি করেন, উপমহাদেশীয় উইকেটে অশ্বীন যে কোনও অধিনায়কের বড় অস্ত্র। বিশ্বাস, যে বিশ্বকাপে অস্ত্র হাতছাড়া করবে না ভারত।

অশ্বীনকে নিয়ে অবশ্য ভিন্ন মেরুতে হরভজন সিং। অক্ষরের বিকল্প প্রয়োজন পড়লে প্রাক্তন অফস্পিনারের প্রথম পছন্দ যুযবেন্দ্র চাহাল। অস্ট্রেলিয়া সিরিজে চাহালকে না দেখে কিছুটা অবাকও হয়েছেন। হরভজন বলেছেন, 'চাহালকে দলে ফেরানোর পক্ষে আমি। নিজেকে ম্যাচ উইনার হিসেবে বারবার প্রমাণ করেছে। আমি নিশ্চিত, ওকে মিস করবে দল।'

প্রতিটি দল নির্বাচনের মতো সঞ্জু স্যামসনকে নিয়ে ফের দাবি-পালটা দাবি। সামাজিক মাধ্যমে সঞ্জু সমর্থকরা ফের কান্নাকাটি জুড়েছেন। প্রাক্তন অলরাউন্ডার ইরফান পাঠান যেমন লিখেছেন, তিনি সঞ্জুর জায়গায় থাকলে, নিশ্চিতভাবে হতাশ হতেন। স্বয়ং সঞ্জু যদিও বিতর্ক পিছনে ফেলে সামনের দিকে তাকানোর কথা বলেছেন। জানিয়েছেন, নির্বাচন তাঁর হাতে নেই। তাই এসব নিয়ে ভাবছেন না।

গণেশ চতুর্থীতে প্রার্থনা রোহিত শর্মার। স্ত্রী অনুষ্কার সঙ্গে ছবি পোস্ট করলেন বিরাট কোহলি। ছবি : ইনস্টাগ্রাম

ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের পরীক্ষা নিতে তৈরি হচ্ছেন কিম মিন-জায়ি, লিও গোরেৎজা ও হ্যারি কেন। ছবি : এএফপি

নামছে রিয়াল মাদ্রিদ, আর্সেনাল

ছাঁটাই আশঙ্কার মাঝে বায়ার্ন চ্যালেঞ্জ হ্যাগের

মিউনিখ, ১৯ সেপ্টেম্বর : চোটের জন্য ছয়জন মাঠের বাইরে। যার মধ্যে ৫৫ মিলিয়ন পাউন্ডে চলতি মরশুমে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে আসা ম্যাসন মাউন্টও রয়েছেন। আরেক নতুন মুখ সোফিয়ান আমরাবাত কবে ফিট হবেন কেউ জানে না। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে প্রথম পাঁচ ম্যাচে তিনবার হারের মুখ দেখেছে। সবমিলিয়ে মরশুমের শুরুতেই সমস্যার পাহাড়ে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। যার ফলে কোচ এরিক টেন হ্যাগের মাথার উপর চাকরি খোয়ানোর কালো মেঘ জমতে শুরু করেছে। ছাঁটাইয়ের এহেন আশঙ্কা নিয়েই বুধবার রাতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে অ্যাওয়ে বায়ার্ন মিউনিখের চ্যালেঞ্জ সামলাতে নামছেন হ্যাগ।

ক্যাসেমিরোর পাশে একজন যথার্থ সেন্ট্রাল মিডফিল্ডার দরকার ছিল লাল ম্যাঞ্চেস্টারের। কিন্তু হ্যাগ তারকা অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার ব্রুনো ফার্নান্ডেজের কভার হিসেবে মাউন্টকে নিয়ে এসেছে গ্রীষ্মকালীন দলবদলের বাজারে। অথচ ব্রুনোর কভার হিসেবে দিব্যি মানিয়ে নিয়েছেন ক্রিশ্চিয়ান এরিকসেন। সেন্ট্রাল ডিফেন্সে লিসান্দ্রো মার্টিনেজ অ্যাঙ্কর রোল পালন করতে পারেন। কিন্তু তাঁকে প্রধান ডিফেন্ডার বানানোর চেষ্টা করছেন হ্যাগ। ডাচ কোচের একগাদা ভুল চিন্তাভাবনার মাশুল ইতিমধ্যেই দিতে শুরু করেছেন ব্রুনোরা। বুধবার রাতে হ্যাগ নিজেকে না শোধরালে হ্যারি কেন, টমাস মুলাররা কিন্তু লজ্জা উপহার দিতে কসুর করবেন না।

কেন চলতি মরশুমে ইউনাইটেডের যোগ দেওয়ার বিষয়ে প্রায় মনস্থির করে ফেলেছিলেন। কিন্তু হ্যাগ ও গ্লেজার পরিবারের ব্যর্থতায় চুক্তি দিনের আলো দেখেনি। বুধবার আলিয়াঞ্জ এরিনায় কেন-কাঁটায় বিদ্ধ হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে ইউনাইটেড ডিফেন্সের। নাপোলির ভিক্টর ওসিমেন বা জুভেন্তাসের দুসান ভ্লাহোভিচের মতো প্রকৃত নম্বর নাইন থাকতে হ্যাগ আটালান্টা থেকে রাসমাস হোজলুন্ডকে নিয়ে এসেছেন। তাঁর পরিকল্পনা যে খুব একটা কাজে লাগছে সেটা আস্তে আস্তে বুঝতে পারছেন হ্যাগ। তাই মিউনিখ রওনা হওয়ার আগে লাল ম্যাঞ্চেস্টারের কোচ হ্যাগ বলেছেন, 'চাপ অবশ্যই রয়েছে। গতবছরও ছিল। এবারও আছে। ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের মতো দলের থেকে সমর্থকরা প্রতিটা ম্যাচ জেতার আশা রাখে। সত্যি বলতে আমরা গত কয়েকটি ম্যাচে একেবারেই ভালো খেলতে পারিনি। প্রচুর জায়গায় উন্নতির অবকাশ রয়েছে। দল খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু একটা বড় জয় চিত্রটা বদলে দিতে পারে।'

ইংল্যান্ডের আরেক ক্লাব আর্সেনালও আগামীকাল অভিযান শুরু করছে। গ্রুপ 'বি'-তে তাদের প্রতিপক্ষ পিএভি আইন্দহোভেন। গ্রুপ 'সি'-তে রিয়াল মাদ্রিদ ঘরের মাঠে মুখোমুখি হবে ইউনিয়ন বার্লিনের।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আজ

UEFA CHAMPIONS LEAGUE

রিয়াল মাদ্রিদ বনাম ইউনিয়ন বার্লিন
গালাতাসারে বনাম এফসি কোপেনহেগেন
ম্যাচ শুরু : রাত ১০.১৫ মিনিটে

বায়ার্ন মিউনিখ বনাম ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড
বেনফিকা বনাম আরবি সলজবার্গ
এফসি ব্রাগা বনাম নাপোলি
আর্সেনাল বনাম পিএসভি আইন্দহোভেন
সেভিয়া বনাম লেনস
রিয়াল সোসিয়েদাদ বনাম ইন্টার মিলান
ম্যাচ শুরু : রাত ১২.৩০ মিনিটে

সম্প্রচার : সোনি টেন নেটওয়ার্কে

বধূ নির্যাতনের মামলায় জামিন পেলেন সামি

কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর : ওডিআই বিশ্বকাপের আগে স্বস্তি পেলেন টিম ইন্ডিয়ার পেসার মহম্মদ সামি। বধূ নির্যাতন মামলায় মঙ্গলবার প্রথমবার আলিপুর অতিরিক্ত দায়রা বিচারকের আদালতে তিনি সশরীরে হাজিরা দেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর দাদা মহম্মদ হাসিম। দুজনেই জামিনের আবেদন করেন। বিচারক তাঁদের আবেদন মঞ্জুর করেন।

সামির হয়ে আদালতে সওয়াল করেন তাঁর আইনজীবী সেলিম রহমান ও নাজমুল আলম সরকার। ২০১৮ সালের ৮ মার্চ সামি ও তাঁর দাদার বিরুদ্ধে বধূ নির্যাতনের অভিযোগ তুলে এফআইআর দায়ের করেন তাঁর স্ত্রী হাসিন জাহান। ২০১৯ সালের ২৯ অগাস্ট সামির বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে আলিপুরের এসিজেএম আদালত। ওই বছরই ৯ সেপ্টেম্বর আলিপুর জেলা দায়রা আদালত ওই নির্দেশের ওপর স্থগিতাদেশ দেয়। এরপর ৪ বছর ধরে মামলাটি সেখানেই বিচারাধীন রয়েছে। জেলা দায়রা বিচারকের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন হাসিন জাহান। বিচারপতি শম্পা সরকার নিম্ন আদালতের নির্দেশ বজায় রাখলে হাসিন সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন। গতমাসে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দেয়, এক মাসের মধ্যে সব পক্ষের বক্তব্য শুনে দায়রা বিচারককে মামলার নিষ্পত্তি করতে হবে। সেইমতো জুলাইয়ের দ্বিতীয় সপ্তাহে আলিপুর জেলা আদালতে মামলার শুনানি হয়। মামলার শুনানিতে সামিকে সশরীরে হাজিরার নির্দেশ দেন বিচারক। স্ত্রীর করা মামলায় এর আগে অন্তর্বর্তী জামিনের আবেদন করেননি সামি। এশিয়া কাপ থেকে ফিরেই সামি আদালতে সশরীরে হাজিরা দিয়ে জামিন পেলেন।

সুখের দিনে মহম্মদ সামি ও হাসিন জাহান।

বিশ্বকাপের থিম সং আজ

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর : বিশ্বকাপের পারদ চড়িয়ে আগামীকাল প্রকাশ্যে আসছে মেগা আসরের থিম সং। বলিউডের বিখ্যাত সংগীত পরিচালক প্রীতম সুর দিয়েছেন। বিশ্বকাপের থিম সংয়ের ভিডিওয় দেখা যাবে রণবীর সিংকে। এর আগে বিশ্বকাপের প্রচার-ভিডিওয় ব্যবহার করা হয়েছিল বলিউড বাদশা শাহরুখ খানকে। থিম সং-এ রণবীর। আগামীকাল দুপুর বারোটায় উন্মোচিত হবে 'দিল জশন বোলে' নামের থিম সং। সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে আজ সেই কথা জানিয়েছে আইসিসি।

বিশ্বকাপ জিততে গিলক্রিস্টের পরামর্শ

শচীন-ধোনি-যুবরাজদের 'সাহায্য' নিক দ্রাবিড়রা

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর : মাস ঘুরলেই ক্রিকেটের বিশ্বযুদ্ধ।

বাঙালির সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজোর ঢাকে কাঠি পড়ার আগেই ওডিআই বিশ্বকাপের দামামা। যে যুদ্ধে বর্তমান ভারতীয় দলকে শচীন তেন্ডুলকার, মহেন্দ্র সিং ধোনি, যুবরাজ সিংয়ের সাহায্য নেওয়ার পরামর্শ অ্যাডাম গিলক্রিস্টের।

অজি কিংবদন্তির মতে, ২০১১ সালে ঘরের মাঠে ভারতের বিশ্বজয়ের অন্যতম কারিগর ছিলেন ত্রয়ী। নেতৃত্বে মহেন্দ্র সিং ধোনি। টুর্নামেন্ট সেরা যুবরাজ। সকলের অনুপ্রেরণা হয়ে হাজির ছিলেন মাস্টার ব্লাস্টার। করেছিলেন দলের পক্ষে সর্বাধিক ৪৮২ রানও। ত্রয়ীর যে অভিজ্ঞতা রোহিত শর্মা ব্রিগেডের জন্য সম্পদ হতে পারে।

রাহুল দ্রাবিড়দের কী করা উচিত, তা পরিষ্কার করে বলেও দিয়েছেন একাধিক বিশ্বজয়ের নায়ক গিলক্রিস্ট। পরামর্শ শচীন, ধোনিদের ডাকুক বর্তমান ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। শচীনদের কাছ থেকে বর্তমান দলের ক্রিকেটাররা শুনুক বিশ্বজয়ের কাহিনী, অভিজ্ঞতা। মানসিকভাবে যা উদ্বুদ্ধ করবে।

একইসঙ্গে প্রত্যাশার চাপ সামলে নিজেদের সেরাটা কীভাবে দিতে হবে, সেই মূল্যবান টিপসও মিলবে ধোনিদের থেকে। এক সাক্ষাৎকারে গিলি বলেছেন, 'জানি না বর্তমান দলের ক্রিকেটারদের আমার পরামর্শ পছন্দ হবে কি না। তবে আমি ভারতীয় দলে থাকলে অবশ্যই শচীন, এমএস ধোনিদের ডাকতাম। বলতাম, খেলোয়াড়দের সঙ্গে কিছুটা সময় কাটাক ওরা। বিশ্বজয়ের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিক। এগারোর দলে বিরাট কোহলিও ছিল। যে অভিজ্ঞতাও কাজে লাগবে বলে আমার বিশ্বাস।'

দিন পনেরো বাকি বিশ্বকাপে ঢাকে কাঠি পড়তে। তার প্রাক্কালে আগামী শুক্রবার থেকে ভারত-অস্ট্রেলিয়া সিরিজ। গিলক্রিস্টের মতে, ভারতের মাটিতে, আবহাওয়ায় শেষবেলার যে প্রস্তুতি ক্যাঙারুদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ট্রফির অন্যতম দুই দাবিদার ভারত, অস্ট্রেলিয়া। ফলে এই সিরিজ থেকে লাভবান হবে দুই দেশই।

আয়োজক ভারত আর নিজের দেশের সঙ্গে ইংল্যান্ডের সঙ্গে পাকিস্তানকে সেমিতে রাখছেন গিলি। প্রাক্তন অজি উইকেটকিপার-ব্যাটারের মতে প্যাট কামিন্সের নেতৃত্বাধীন অস্ট্রেলিয়া টুর্নামেন্টের হট ফেভারিট। সাম্প্রতিককালে দুরন্ত ক্রিকেট উপহার দিচ্ছে কামিন্সের দল। গতবারের চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ডের মধ্যেও সেই দাপট অব্যাহত। ঘরের মাঠে ভারত বরাবরই শক্ত হার্ডল।

এদিকে, প্রথম বিশ্বজয়ী ভারতীয় অধিনায়ক কপিল দেব ফের মাতলেন শুভমান গিলের প্রশংসায়। দাবি, বিরাট-রোহিত শর্মাদের পর ভারতীয় ক্রিকেটের ব্যাটন সামলাবেন শুভমানই। সদ্যসমাপ্ত এশিয়া কাপে ছন্দে ছিলেন। ৭৫.৫০ গড়ে ৩০২ রান করেন। কপিলের বিশ্বাস, আসন্ন বিশ্বকাপেও শুভমান শো অব্যাহত থাকবে।

এক সাক্ষাৎকারে তিরাশির বিশ্বকাপ জয়ের নায়ক বলেছেন, 'তরুণ শুভমানের দিকে নজর রাখতে হচ্ছে। ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ। ওর মতো দক্ষ, দুরন্ত ক্রিকেটার পাওয়া ভারতের জন্য গর্বের।' আর বিশ্বকাপে ভারতের টপ ফোরের হাতেই যে চাবিকাঠি থাকবে বলেই মনে করছেন। প্রথম চারজন যদি ছন্দে থাকে এবং ভাগ্য সহায়তা করে, তাহলে তৃতীয় ওডিআই বিশ্বকাপ জয়ের সম্ভাবনা প্রবল। কপিলের দাবি, রোহিতের দল বেশ শক্তিশালী। প্রস্তুত বিশ্বজয়ের জন্যও।

২০১১ বিশ্বকাপের তিন কারিগর ছিলেন শচীন তেন্ডুলকার, মহেন্দ্র সিং ধোনি ও যুবরাজ সিং। আবার বিশ্বজয়ের তাঁদের সাহায্য নিতে বলছেন অ্যাডাম গিলক্রিস্ট।

> তরুণ শুভমানের দিকে নজর রাখতে হচ্ছে। ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ। ওর মতো দক্ষ, দুরন্ত ক্রিকেটার পাওয়া ভারতের জন্য গর্বের। -কপিল দেব

ড্র নেইমারদের

রিয়াধ, ১৯ সেপ্টেম্বর: এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স লিগে অভিষেক সুখের হল না ব্রাজিলিয়ান তারকা নেইমারের। গ্রুপ লিগের প্রথম ম্যাচে ১-১ গোলে উজবেকিস্তানের দল নাভবাহোরের সঙ্গে ড্র করল তাঁর দল আল হিলাল। কিছুদিন আগে প্যারিস সাঁ জাঁ থেকে রেকর্ড অর্থে আল হিলালে যোগ দিয়েছেন ব্রাজিলিয়ান সুপারস্টার। আল হিলালে যোগ দেওয়ার পর এই ম্যাচে তাঁকে প্রথমবারের জন্য প্রথম একাদশে রেখেছিলেন হিলাল কোচ জর্জে জেসুস। ম্যাচের ৫২ মিনিটে তোমা তাবাতাদজের গোলে এগিয়ে যায় নাভবাহোর। সংযোজিত সময়ের দশ মিনিটের মাথায় ব্রাজিলিয়ান উইঙ্গার মাইকেলের সেন্টার থেকে হেডে গোল করে দলকে সমতায় ফেরান ডিফেন্ডার আল বুলাইহি। প্রথম ম্যাচ ড্র করে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে আল হিলাল। অন্যদিকে, সৌদি প্রো লিগে আল ইত্তিহাদ ৩-০ গোলে হারিয়েছে উজবেকিস্তানের দল এজিএমকে-কে।

স্প্যানিশ দল নিয়ে ডামাডোল অব্যাহত

মাদ্রিদ, ১৯ সেপ্টেম্বর : চুম্বন কাণ্ড নিয়ে স্পেনে বিতর্ক চলছে। স্পেনের মহিলা ফুটবল দলের নতুন কোচ মন্টসে টোমে আগামী দুটি ম্যাচের জন্য স্প্যানিশ দল ঘোষণা করেছেন। এই দলে ১৫ জন বিশ্বকাপ জয়ী ফুটবলার রয়েছেন যাঁরা স্পেনের হয়ে খেলতে অস্বীকার করেছেন। এদিকে, ২২ ও ২৬ সেপ্টেম্বর সুইডেন ও সুইৎজারল্যান্ডের বিপক্ষে খেলা রয়েছে স্পেনের। উল্লেখ্য, বিশ্বকাপ ফাইনালের পর স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশন সভাপতি লুইস রুবিয়ালেস মিডফিল্ডার জেনি হারমোসোকে চুম্বন করেন যা নিয়ে বিতর্কের ঝড় ওঠে।

এদিকে খেলোয়াড়রা জানিয়েছেন, দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা জাতীয় দলের হয়ে খেলবেন না। তবে রুবিয়ালেস ইতিমধ্যে পদত্যাগ করেছেন ও স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশন কোচ জর্জে ভিলদাকে বরখাস্ত করেছে। কিন্তু খেলোয়াড়দের এখনও দাবি, দেশের ফুটবল ফেডারেশনে যতক্ষণ না আমূল পরিবর্তন হচ্ছে ততক্ষণ তাঁরা তাঁদের অবস্থান থেকে সরছেন না।

হারমোসোকে বিতর্ক থেকে বাঁচানোর জন্য তাঁকে দলে ডাকেননি বলে জানিয়েছেন স্প্যানিশ কোচ টোমে। সোমবার খেলোয়াড়রা বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছেন, ফিফার নিয়মানুযায়ী তাঁদের জাতীয় দলে ডাকা হয়নি। এদিকে, স্পেনের আইন অনুযায়ী খেলোয়াড়দের জাতীয় দলের ডাকে সাড়া দিতেই হবে যদি তাঁদের চোট-আঘাত না থাকে। স্প্যানিশ কোচ টোমের আশা, দলে ডাক পাওয়া সব খেলোয়াড়ই জাতীয় দলের হয়ে খেলবেন।

শাদাবকে সরিয়ে সহ অধিনায়ক হতে পারেন শাহিন

বিশ্বকাপের আগে পাক ক্রিকেটে টালমাটাল

লাহোর, ১৯ সেপ্টেম্বর : এশিয়া কাপের ব্যর্থতার জের।

পাক ক্রিকেটে চাপানউতোর কমার লক্ষণ নেই। বরং বিশ্বকাপ যত এগিয়ে আসছে, বাবর আজমের নেতৃত্ব, শাদাব খানের ফ্লপ শো, সাজঘরে বাবর-শাহিন শা আফ্রিদি বাকবিতণ্ডায় বিতর্কের পারদ রীতিমতো উর্ধ্বমুখী। সূত্রের খবর, পাকিস্তানের সাজঘরে, দলে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হতে চলেছে।

স্পিন-অলরাউন্ডার শাদাব খানকে সহ অধিনায়ক পদ থেকে সরানোর দাবি ক্রমশ জোরালো হচ্ছে। পাক ক্রিকেট বোর্ডের একাংশও রদবদলের পক্ষে। বিশ্বকাপে শাদাবের বদলে শাহিনকে দেখা যেতে পারে বাবর আজমের ডেপুটির দায়িত্বে। এমনকি শাদাবকে বিশ্বকাপ দল থেকে ছাঁটাইয়ের খবরও শোনা যাচ্ছে।

এশিয়া কাপে চূড়ান্ত ব্যর্থ তারকা স্পিনার। বিরাট কোহলি, লোকেশ রাহুলের হাতে অভিজ্ঞ শাদাবের বেধড়ক মার খাওয়া তার বিপক্ষে যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে তরুণ লেগস্পিনার আবরার আহমেদকে পরিবর্ত হিসেবে বিশ্বকাপে নেওয়ার দাবি তুলছেন অনেকে। টেস্ট ফর্ম্যাটে দুরন্ত অভিষেকের (৬টি টেস্টে ৩৮ উইকেট) পর নির্বাচক কমিটির প্রধান ইনজামাম-উল-হকের গুডবুকে রয়েছেন আবরার।

যদিও পাক সংবাদমাধ্যমের দাবি অনুযায়ী শাদাবকে এখনই ছেঁটে ফেলার রাস্তায় হয়তো হাঁটবে না নির্বাচকমণ্ডলী। শাদাবকে রেখে বিশ্বকাপ দলও তৈরি। অধিনায়ক বাবর আজমের ছাড়া সম্ভাব্য যে দলে বাকি সদস্যরা হলেন ইমাম-উল-হক, ফখর জামান, আবদুল্লাহ শফিক, আঘা সলমন, ইফতিকার আহমেদ, সাউদ শাকিল, মহম্মদ রিজওয়ান (উইকেটকিপার), মহম্মদ নওয়াজ, শাদাব, শাহিন, হ্যারিস রউফ, হাসান আলি ও জামান খান। লিডারশিপ গ্রুপে পরিবর্তন প্রায় নিশ্চিত। এশিয়া কাপে অধিনায়ক বাবরের সঙ্গে বাকিদের দূরত্ব নজর কেড়েছে। সতীর্থরা সেভাবে চাপের মধ্যে বাবরের পাশে দাঁড়াননি। খবর, শাদাব নাকি অভিযোগ করেছেন, বাবরের সান্নিধ্য দলের একটা বড় অংশ পছন্দ করছে না। বাবর অপরদিকে সিনিয়ারদের (শাদাব তালিকার শীর্ষে) পারফরমেন্সে হতাশ।

শাহিনকে সেক্ষেত্রে বাবরের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হতে পারে বিশ্বকাপে। কিন্তু শাহিন-বাবরের সাজঘরের ঝামেলার ঘটনার পর, দুজনকে একসূত্রে বাঁধা কঠিন বলে মনে করছে পাকিস্তান ক্রিকেটমহলও। কিন্তু শাহিনকে লিডারশিপ গ্রুপে রাখার জন্য চাপ তৈরি হচ্ছে বেশ কিছুদিন ধরে।

কলকাঠি নাড়ছেন শাহিনের 'শ্বশুরমশাই' স্বয়ং শাহিদ আফ্রিদি। খবর, প্রাক্তন পাক অধিনায়ক জামাইকে দলের অধিনায়ক পদে দেখতে মরিয়া। বাবরের নেতৃত্ব নিয়ে নেতিবাচক পরিস্থিতি তৈরি করে শাহিনের রাস্তা সুগম করতে উদ্যোগী প্রাক্তন অলরাউন্ডার। যদিও শাহিদ স্বয়ং সেই দাবি উড়িয়ে দিয়েছেন।

আফ্রিদির অভিযোগ, তার বক্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা করে বিতর্ক ছড়াচ্ছে পাক সংবাদমাধ্যমের একটা অংশ। শাহিনের নেতৃত্বে এবার পাকিস্তান সুপার লিগ জিতেছে লাহোর কালান্দার্স। বলা হচ্ছে, শাহিদ নাকি বলেছেন, বাবরের থেকে ভালো নেতা শাহিন, তা পিএসএলে প্রমাণিত। যদিও প্রাক্তনের দাবি, এরকম কিছু তিনি কখনও বলেননি। বরং তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যে এখনই শাহিনকে পাক দলের অধিনায়ক হিসেবে দেখতে চান না।

এশিয়া কাপের ব্যর্থতায় সহঅধিনায়কত্ব যেতে পারে শাদাব খানের। এমনকি বাদ পড়তে পারেন দল থেকেও।

রেকর্ড না গড়লে হতাশ হতেন জকো : নাদাল

মাদ্রিদ, ১৯ সেপ্টেম্বর : সবচেয়ে বেশি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের রেকর্ড না গড়লে হতাশ হয়ে পড়তেন নোভাক জকোভিচ, এমনটাই মনে করেন স্প্যানিশ টেনিস তারকা রাফায়েল নাদাল। গত সপ্তাহে ইউএস ওপেন জেতার পাশাপাশি জকোভিচ পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে সর্বাধিক গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের রেকর্ড গড়েছেন।

নাদাল বলেছেন, 'সবচেয়ে বেশি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের রেকর্ড না গড়লে হতাশ হয়ে পড়তেন জকোভিচ। আমি এই সাধারণ কারণে হতাশ হতাম না। কারণ, আমি মনে করি আমার পক্ষে যা কিছু করা সম্ভব তা আমি করেছি। কিন্তু নোভাক আরও কঠোর জীবনযাপন করে। তাই ও সেরা।' তিনি আরও যোগ করেন, 'আমি দীর্ঘদিন ধরে নিষ্ক্রিয় রয়েছি। অন্যদিকে নোভাক আমার চেয়ে বেশি খেলেছে কারণ ওঁর ফিটনেস সত্যি অসাধারণ।' নাদাল মনে করেন, তাঁর পক্ষে আর ফিরে এসে ফ্রেঞ্চ ওপেন বা অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জেতা সম্ভব নয়। বরং তিনি প্যারিস অলিম্পিক দিয়ে নিজের কেরিয়ার শেষ করতে চান।

অনুশীলন শুরু করে দিলেন রাফায়েল নাদাল।

নাদালকে বলা হয় ক্লে কোর্টের রাজা। এখানে তাঁর ১১২টি জয় ও ৩টি পরাজয়ের অবিশ্বাস্য রেকর্ড রয়েছে। তিনি মোট ২২টি গ্র্যান্ডস্ল্যাম জিতেছেন যার মধ্যে রয়েছে ১৪টি ফরাসি ওপেন, চারটি ইউএস ওপেন, জোড়া অস্ট্রেলিয়ান ওপেন ও উইম্বলডন। চোটের জন্য গত মে মাস থেকে কোর্টের বাইরে নাদাল।

দিনদশেক আগে করেছেন কেরিয়ারের সেরা সময়

এশিয়াডে নামতে তৈরি রায়গঞ্জের সোনিয়া

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

রায়গঞ্জ, ১৯ সেপ্টেম্বর : কেরিয়ারের প্রথম এশিয়ান গেমসে মাঠে নামার সুযোগ পাননি রায়গঞ্জের সোনিয়া বৈশ্য। হ্যাংঝৌতে তিনি মাঠে নামার জন্য তৈরি বলে জানাচ্ছেন তাঁর বাবা বরেন বৈশ্য। ২৬ সেপ্টেম্বর সেই স্বপ্ন নিয়েই সোনিয়া চিনের উদ্দেশে রওনা হবেন। তাঁর বাবাকে আশাবাদী করছে, দিনদশেক আগে চণ্ডীগড়ে ফিটনেস ট্রায়ালে কেরিয়ারের সেরা সময় ৫৩.৩২ সেকেন্ডে ৪০০ মিটার দৌড় শেষ করা।

৪x৪০০ মিটার মহিলাদের ও মিক্সড টিমের রিলেতে নামবেন সোনিয়া বৈশ্য।

হ্যাংঝৌগামী দলে সোনিয়াকে রাখা হয়েছে ৪x৪০০ মিটার মহিলাদের ও মিক্সড টিমের রিলেতে। তাই তাঁর ট্র্যাকে নামাটা কোচের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করলেও সোনিয়া প্রস্তুতিতে কোনও ত্রুটি রাখছেন না। বরেনবাবুর কথায়, 'গত ২ মাস ধরে কেরলের তিরুবনন্তপুরমে ও কঠোর অনুশীলন করছে। ১৫ দিন আগে সেই শিবির শেষ হয়েছে। সোনিয়ার এখন এক ও একমাত্র লক্ষ্য দেশের হয়ে পদক জিতে উত্তরবঙ্গ ও নিজের শহরের নাম উজ্জ্বল করা।'

তাঁর উঠে আসার কথাও শোনা গিয়েছে বরেনবাবুর মুখে, 'ছোট থেকেই ও খেলা, পড়াশোনায় সমান পারদর্শী ছিল। রায়গঞ্জের সেন্ট জেভিয়ার্স বিদ্যালয়ের ছাত্রী সোনিয়া চণ্ডীতলার মাঠে কেসি রায়ের কাছে দৌড়ের প্রশিক্ষণ নেন। উচ্চমাধ্যমিক পাস করে শিলিগুড়িতে অরবিন্দ দে-র কাছেও প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। ২০১৭ সালে চেন্নাইয়ে ন্যাশনাল গেমসে সোনিয়া ব্যক্তিগত বিভাগে ৪০০ মিটার দৌড়ে পেয়েছেন রুপো। গতবছর বেঙ্গালুরুতে ওপেন ন্যাশনালে ৪x৪০০ মিটার মহিলাদের ও মিক্সড টিমের রিলেতে সোনা পেয়েছিল। রুপো এনেছিল ব্যক্তিগত বিভাগ থেকে।'

সোনিয়ার মা মমতা বৈশ্যর মন্তব্য, '২০২০ সালে ও রেলে চাকরি পায়। করোনাকালে বেশ কয়েকমাস মাঠ থেকে দূরে ছিল। তারপর কলকাতায় সাইয়ে কোচ তরুণ সাহার কাছে প্রশিক্ষণ নেওয়া শুরু করে। তিনি অবসর নিলে ৬-৭ মাস একাই অনুশীলন চালিয়ে যায়। হ্যাংঝৌতে সোনিয়া মাঠে নামবেই এবং পদক নিয়েও ফিরবে।'

কলিঙ্গ জয়ে এএফসি শুরু বাগানের

ওড়িশা এফসি-০
মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-৪
(সাহাল, পেত্রাতোস-২ ও লিস্টন)

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর : দলের খেলা দেখতে গত রাতে ধর্মতলা থেকে বিশেষ বাসের ব্যবস্থা নিজেরাই করেন মোহনবাগান সমর্থকরা। ভুবনেশ্বরে যাওয়ার ট্রেনগুলোতেও এদিন তিলধারণের জায়গা ছিল না। বহু সমর্থকই দিনের বেলা গিয়ে খেলা দেখে রাতের বাস বা ট্রেন ধরেছেন থাকার খরচ এড়াতে। সমর্থকদের এই কষ্টের দাম দিল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। ওড়িশা এফসি-কে ৪-০ গোলে হারিয়ে এএফসি কাপ অভিযান শুরু করল হুয়ান ফেরান্দোর দল।

প্রথম ম্যাচেই মোহনবাগান ফোর স্টার। শুরুটা সাবধানে করলেও ওড়িশা এফসি ১০ জন হয়ে যেতে দ্বিতীয়ার্ধে কলিঙ্গ স্টেডিয়ামজুড়ে শুধুই সবুজ-মেরুন। ২ গোল করাই শুধু নয়, দুর্দান্ত খেললেন দিমিত্রিস পেত্রাতোস। আর বহুদিন বাদে মাঝমাঠে দুর্দান্ত হুগো বৌমৌস ও মনবীর সিংও। মোহনবাগানের প্রথম গোল লেমন ব্রেক থেকে ফিরেই। সাহাল আব্দুল সামাদ সবুজ-মেরুন জার্সিতে তাঁর প্রথম গোল পেলেন ৪৬ মিনিটে।

বৃষ্টির মধ্যেই ওড়িশা এফসি-কে গোলে ভাসিয়ে উচ্ছ্বাস সাহাল আব্দুল সামাদ ও হুগো বৌমৌসের। ভুবনেশ্বরে মঙ্গলবার। ছবি : ইনস্টাগ্রাম

মনবীরের তোলা বল পেত্রাতোস নামিয়ে দিলে ডান পায়ের ভলিতে গোল তাঁর। এরপর আর্মান্দো সাদিকু উঠে গিয়ে জেসন কামিংস নামতেই ১০ জনের ওড়িশা দিশেহারা হয়ে যায়। ৬৭ মিনিটে দিমিত্রি ২-০ করেন। তার আগেই ব্রেন্ডান হামিলের গোল বাতিল হয় অফসাইডের জন্য। লিস্টন কোলাসোও গোল পেলেন বহুদিন বাদে। তাঁর গোল ৭৯ মিনিটে। কামিংস ফলস দেন মনবীরের ক্রসটা দেখেই। তবে সেরা বোধহয় ৮২ মিনিটে করা দিমিত্রির দ্বিতীয় ও দলের চার নম্বর গোলটা। অমরিন্দার সিংয়ের মাথা উপর দিয়ে লব করে বল জালে পাঠান তিনি। কামিংসের একটা শট দুর্দান্ত বাঁচান অমরিন্দার। এদিন মোহনবাগান যা খেলল তাতে সাদিকু ছাড়া বাকিদের পারফরমেন্স কিন্তু আইএসএল শুরুর আগে সমর্থকদের যেমন উচ্ছ্বসিত করবে তেমনি প্রতিপক্ষ কোচদের কপালে প্রচুর চিন্তার ভাঁজ ফেলে দিল। সঠিক সময়ে যেন দলটা নিজেদের সেরাটা বার করে আনার কাজটা শুরু করে দিল।

> **মোহনবাগান**
> বিশাল, ইউসতে, আনোয়ার, হামিল, মনবীর (কিয়ান), হুগো (আশিস), অনিরুদ্ধ, সাহাল (লিস্টন), শুভাশিস (গ্লেন), দিমিত্রিস ও সাদিকু (কামিংস)।

এদিন ফেরান্দো ৩-২-৩-২ ছকে দল নামান শুরুতে। ডিফেন্সে দুই বিদেশি হেক্টর ইউসতে ও ব্রেন্ডান হামিলের সঙ্গে রাখেন আনোয়ার আলিকে। আর শুভাশিস বসু বাঁদিকে খেললেন উইং হাফ হিসাবে। ডিফেন্সিভ ব্লকারে অনিরুদ্ধ থাপার সঙ্গে উঠে-নেমে খেললেন সাহাল। একমাত্র কামিংস ছাড়া পাঁচ বিদেশিই নামিয়ে দেন তিনি। এদিনের ম্যাচটা এমন দুই কোচের মগজাস্ত্রের লড়াই ছিল, যাঁরা দুইজনেই স্পেন থেকে এদেশে এসে সম্প্রতি তাঁদের ক্লাবকে সাফল্যের মুখ দেখিয়েছেন। ফলে দুই কোচই কোনওরকম বাড়তি ঝুঁকির মধ্যে যাননি শুরু থেকে। সের্জিও লোবেরা তাঁর ছয় বিদেশিকেই রাখেন প্রথম একাদশে। তবে কেউই চোখে পড়েননি। বিশেষ করে দিয়েগো মৌরিসিও একেবারেই আনফিট। শুধু প্রাক্তন ক্লাবের বিরুদ্ধে রয় কৃষ্ণা ছটফট করছিলেন খানিকটা। একবার প্রায় গোল করেও ফেলেছিলেন। লাইন্সম্যান অফসাইডের জন্য বাতিল করেন। আসলে মোহনবাগানের অ্যাটাক লাইন এত শক্তিশালী বলেই সম্ভবত লক্ষ্মণের গণ্ডি কেটে রাখার মতো গোটা দলকে নিজেদের অর্ধেই আটকে থাকার নির্দেশ দেন। সুযোগ এলে কাউন্টার অ্যাটাকে গিয়ে দল গোল করবে, এমনই ভাবনা ছিল। কিন্তু ৪৪ মিনিটে মৌরতাদা ফল দ্বিতীয় হলুদ ও লাল কার্ড দেখায় দল ১০ জন হয়ে যাওয়ায় নিশ্চিতভাবে যাবতীয় পরিকল্পনা গোলমাল হয়ে যায় লোবেরার। এই সময়ে ঝামেলা করে তিনি নিজে ও আহমেদ জাহৌও হলুদ কার্ড দেখেন। কিছু সুযোগ পেলেও তা কাজে লাগেনি ইউসতে-আনোয়ার-হামিলদের আত্মবিশ্বাসী প্রতিরোধে।

চিনের বিরুদ্ধে দুর্দান্ত গোল রাহুলের

প্রথমার্ধের লড়াই কাজে এল না শারীরিক ক্লান্তিতে

চিন-৫ (গাও টিয়ানি, ওয়াং দাই, টাও চিয়াংলঙ ২ ও ফাঙ)
ভারত-১ (রাহুল)

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর : সাহু মেওয়ালাল হওয়া হল না রাহুল কেপির!

চিনের বিরুদ্ধে ১-১ পরিস্থিতি থেকে স্রেফ শারীরিক ক্লান্তির জন্য ম্যাচের শেষদিকে হারিয়ে গিয়ে ১-৫ গোলে হার ভারতের। ক্লাব, এফএসডিএল ও এআইএফএফ কর্তাদের অপেশাদার মানসিকতার জন্যই একঝাঁক বাচ্চা ছেলের লড়াই মূল্য পেল না। মন চাইলেও শরীর সঙ্গ না দিলে বহু হার্ডল পার করা যায় না। নাহলে হয়তো এদিনের করা গোলের জেরে মেওয়ালালের মতো রাহুলকেও ভারতবাসী মনে রাখতে পারত চিরকাল!

কোনওক্রমে খাড়া করা একটা দল। প্রায় ২৪ ঘণ্টার ক্লান্তিকর সফর। লম্বা সময় অনুশীলনের মধ্যে নেই তিনি এবং ম্যাচ এমন একটা দলের বিরুদ্ধে যারা এশিয়ান গেমসের আয়োজক অর্থাৎ পুরো গ্যালারি বিপক্ষে চিৎকার করবে। তার থেকেও বড় কথা ওদেশে গিয়ে কোনও অনুশীলন ছাড়াই মাঠে নেমে পড়া। এত প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তিনি যদি খেলবেন না বলতেন, তাহলে কারও কিছু বলার থাকত না। কিন্তু সুনীল ছেত্রী জানেন, ঠিক এই পরিস্থিতিতেই এগিয়ে আসতে হয় অধিনায়ককে। নাহলে বাকিরা লড়াই করার সাহস পাবে কোথা থেকে! শারীরিকভাবে খুব ভালো জায়গায় নেই, এটা বোঝা গেলেও ৮৬ মিনিট পর্যন্ত তাঁর উপস্থিতিটাই বাকিদের কাছে ছিল যথেষ্ট।

চিনের স্কিলের কাছে হার মানলেন রাহুল কেপিরা। মঙ্গলবার এশিয়ান গেমসে।

আয়ুষ দেব ছেত্রী, ব্রেস মিরান্ডা, আব্দুল রাবিহরা এই প্রথমবার ভারতের সিনিয়ার দলের জার্সি গায়ে চাপালেন। অধিনায়কের আচরণই যেন উদ্বুদ্ধ করল এঁদের। শক্তি অনেক কম! তবু ওঁরা লড়ার চেষ্টা করলেন জানপ্রাণ দিয়ে। অমরজিৎ সিং কিয়াম, সুমিত রাঠিরা নিজেদের ক্লাব দলে সুযোগ না পেয়ে পেয়ে নষ্ট হচ্ছেন। রাহুল কেপি কখনও চোটের জন্য, কখনও ক্লাবের প্রয়োজন না থাকায় নিয়মিত নন। অথচ এদিন ওঁরাই চেষ্টা করে গেলেন তেরঙার মান রাখতে।

মাত্র ১৭ মিনিটে চিনের গোল। এল সেট পিস থেকে। পরপর কর্নার হচ্ছিল। দলের অন্যতম সিনিয়ার ফুটবলার গাও টিয়ানি অরক্ষিত থাকার সুযোগ নিলেন বাঁ পায়ের ঘোরানো শটে। এরপর ডিফেন্সের ভুলে ২৩ মিনিটে একের বিরুদ্ধে এক পরিস্থিতিতে তাঁকে ফাউল করা ছাড়া উপায় ছিল না গুরমিত সিংয়ের কাছে। কিন্তু পেনাল্টি বাঁচিয়ে তিনি নিজেই সেই ভুল শুধরে নেন। রাহুলের গোলটা সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে রাখার মতো। বিরতির ঠিক আগের মুহূর্তে বাঁ দিক থেকে আসা থ্রু দেখেই তিনি গতি বাড়িয়েছিলেন। মার্কারকে পিছনে ফেলে অসাধারণ দক্ষতায় কোনাকুনি শটে দ্বিতীয় পোস্ট দিয়ে ১-১ করেন তিনি। রাহুলের গোলের আগে গোল পেতে পারতেন রহিম আলি। তাড়াহুড়ো না করে আর একটু ধরে শট নিলেই বল গোলে যায়। ১৪ মিনিটে মিস পাস থেকে পাওয়া বলে সুনীলের আচমকা নেওয়া শটই সম্ভবত এই জুনিয়ার ছেলেদের মানসিক শক্তি এক ধাক্কায় বাড়িয়ে দেয় প্রথমার্ধে।

> **ভারত**
> গুরমিত, আয়ুষ, চুঙ্গনুঙ্গা, সন্দেশ, রাহুল (আফজার), অমরজিৎ (স্যামুয়েল), ব্রেস (ভিন্সি ব্যারেটো), রহিম, সুনীল (রোহিত) ও রাবিহ।

ডিফেন্স ঠিকমতো প্রতিক্রিয়া না দেখানোয় চিনের দ্বিতীয় গোলের সময়েও ফাঁকায় শট মেরে গেলেন দাই ওয়াং জুং। তবে এরপর শারীরিক সক্ষমতায় বাজিমাত করে গেলেন চিনারা। টাও চিয়ার দুটি এবং শেষমুহূর্তে ফাংয়ের গোলের সময়ে পরিষ্কার বোঝা গিয়েছে, ভারতীয়দের শরীর আর চলছে না। অথচ ক্লাবদের বদান্যতায় সুমিত-অমরজিৎদের খোঁড়াতে খোঁড়াতে প্রায় শেষপর্যন্ত খেলে যেতে হয়েছে সঠিক পরিবর্ত না থাকায়। তবে এদিন ব্রেস-আয়ুষদের লড়াই পরবর্তী বাংলাদেশ ও মায়ানমার ম্যাচের জন্য আশা জোগাতেই পারে।

মহমেডান ফুটবলারদের টানা খেলে যাওয়াই চিন্তা

দল ডেভিড নির্ভর নয় : আন্দ্রেই

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর : রাত পোহালেই লিগের দ্বিতীয় মিনি ডার্বি। ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে নামার আগে মঙ্গলবার নিজেদের মাঠে বিকালে চূড়ান্ত প্রস্তুতি সারল মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। এদিন ঘড়ি ধরে এক ঘণ্টা অনুশীলন করালেন সাদা-কালো কোচ আন্দ্রেই চেরনিশভ।

শুরুতে হালকা স্ট্রেচিংয়ের পর বাকি সময়টা চলল লং ও শর্ট পাসের প্রস্তুতি। কার্ড সমস্যা না থাকায় দলের নিয়মিত দুই সাইডব্যাক জুইডিকা ও আদিঙ্গাকে পাবে মহমেডান। সেইসঙ্গে ফিরতে পারেন অধিনায়ক সামাদ আলি মল্লিক। এমনই আভাস দিয়ে চেরনিশভ বলেছেন, 'দলে আর কোনও কার্ড সমস্যা না থাকায় সেরা একাদশই নামাতে পারব। সামাদ আগের থেকে অনেকটাই সুস্থ। ওকে খেলানোর ব্যাপারে ভাবছি।' ফুটবলারদের ক্লান্তি ও পর্যাপ্ত প্রস্তুতির সময় না পাওয়ার ফলে কিছুটা চিন্তায় রাশিয়ান কোচ। বলেন, 'দুইটি ম্যাচের মাঝে মাত্র ২ দিনের সময়। এর মধ্যে একদিন ফুটবলারদের রিকভারি ও আরেকদিন প্রস্তুতির সময় পাচ্ছি। ফলে ফুটবলারদের ক্লান্তি অবশ্যই চিন্তার বিষয়। তবে আমাদের মানিয়ে নিতে হবে। কালকে একটা হাড্ডাহাড্ডি ম্যাচ হতে চলেছে।'

> **কলকাতা লিগে আজ**
> **সুপার সিক্সের ম্যাচ**
> **ইস্টবেঙ্গল এফসি** বনাম **মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব**
> **স্থান :** কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গন
> **ম্যাচ শুরু :** বিকাল ৩টা

ম্যাচে বিপক্ষ ডিফেন্ডাররা গোলমেশিন ডেভিড লালহালানসাঙ্গাকে নজরে রাখলেও গোল করতে দলের অন্যরাও পারদর্শী। এমনই হুংকার দিয়ে চেরনিশভ বলেছেন, 'দলে লিগের সর্বোচ্চ স্কোরার থাকলে বিপক্ষ দল তাকে নিয়ে ভাববে। তবে আমাদের দলে গোল করার আরও ফুটবলার আছে। আমাদের পরিকল্পনা শুধু ডেভিডকে ঘিরেই নয়। যেদিন ডেভিড গোল পাবে না, সেদিনও যাতে গোল আসে সেভাবেই আমরা তৈরি হচ্ছি।'

ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া BOI Bank of India
শিলিগুড়ি জোনাল অফিস, প্রণামী মন্দির রোড
পোঃ অঃ শিলিগুড়ি, জেলা- দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ,
পিন- ৭৩৪০০১, ফোন নং. ০৩৫৩-২৬৪১৭১৮

ভাড়া/ইজারায় প্রেমাইসেসের প্রয়োজন

ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, শিলিগুড়ি জোনাল অফিসের সুনির্মিত বাণিজ্যিক প্রেমাইসেসের ইজারার ভিত্তিতে প্রয়োজন যার আয়তন শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যালিটির অধীন শিলিগুড়িতে প্রণামী রোডের কাছে ভূমিতল/প্রথম তল/দ্বিতীয় তলে যার আয়তন ১৫০০ বর্গফুট (অনুমিত)। আরও বিবরণের জন্য ব্যাংকের ওয়েবসাইট www.bankofindia.co.in এতে আসুন বা উপরোক্ত ঠিকানায় আমাদের জোনাল অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।
আবেদনপত্র দাখিল করার শেষ তারিখ সিলকরা খামে দুই দর পদ্ধতিতে ০৭.১০.২০২৩-এতে বা তার আগে। ব্যাংক যে কোনও বা সকল দর খারিজ করার অধিকার কোনও কারণ না দর্শিয়ে সংরক্ষিত রাখছেন।

জোনাল ম্যানেজার, শিলিগুড়ি জোন

কঠিন লড়াই হবে : ইস্টবেঙ্গল কোচ বিনো

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর : গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে কলকাতা লিগের সুপার সিক্সে উঠেছে ইস্টবেঙ্গল। বুধবার সুপার সিক্সের প্রথম ম্যাচে প্রতিপক্ষ মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। এবারের লিগের সবকয়টি দলকে দুইটি গ্রুপে ভাগ করা হয়। যেখানে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট, মহমেডান একই গ্রুপে থাকলেও ইস্টবেঙ্গল অন্য গ্রুপে ছিল। ফলে কলকাতার অপর দুই প্রধানের সঙ্গে সুপার সিক্সের আগে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। গ্রুপ পর্বে ১২ ম্যাচে ৩০ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে ছিল বিনো জর্জের ছেলেরা। এখনও পর্যন্ত একটিও ম্যাচে পরাজয়ের মুখ দেখেনি তাঁরা। অপরাজিত অবস্থায় ইস্টবেঙ্গল মুখোমুখি হতে চলেছে মহমেডানের।

মহমেডান সম্পর্কে কোচ বিনো জর্জ বলেছেন, 'সুপার সিক্সে খুব কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। দুই ক্লাবেরই একটা বড় ইতিহাস ও ঐতিহ্য আছে। বুধবার কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে একটি দুর্দান্ত ম্যাচ দেখবেন দুই দলের সমর্থকরা। আমরা নিজেদের সেরাটা উপহার দিতে তৈরি।' প্রতিপক্ষ মহমেডানের আগে খেলতে নামার আগে সতর্ক কোচ বিনো জর্জ। বুধবার মিনি ডার্বিতে মহমেডানের গোলমেশিন ডেভিড লালহালানসাঙ্গাকে আটকানোই সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ ইস্টবেঙ্গল ডিফেন্সের। তবে লিগে দারুণ ছন্দে রয়েছে লাল-হলুদের আক্রমণভাগও। গোলের মধ্যে রয়েছেন অভিষেক কুনজম, পিভি বিষ্ণুরা। তবে চোটের জন্য খেলবেন না নির্ভরযোগ্য মিডিও আমন সিকে। ম্যাচের দিন সকালেই প্রথম একাদশ ঠিক করবেন লাল-হলুদ কোচ বিনো।

এদিকে, ইস্টবেঙ্গল-মহমেডান ম্যাচের টিকিট মঙ্গলবারও কোনও ক্লাবে পৌঁছোয়নি। এই প্রসঙ্গে আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত জানিয়েছেন, শেষমুহূর্তে খেলার মাঠ পরিবর্তন হওয়ায় টিকিট ছাপতে দেরি হয়েছে। বুধবার স্টেডিয়াম থেকেই ম্যাচের টিকিট দেওয়া হবে।

হ্যাংঝৌ এশিয়ান গেমসে সোনার খোঁজে মীরাবাই

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর : এশিয়ান গেমস ভারতীয় ভারোত্তোলকদের কাছে যেন অভিশাপ। প্রতিযোগিতার এই খেলায় ভারত এখনও পর্যন্ত ১৪টি পদক জিতেছে। ৫টি রুপো ও ৯টি ব্রোঞ্জ। স্বর্ণপদকের দেখা নেই। উপরন্তু শেষ ২৫ বছর ভারোত্তোলনে কোনও পদক আসেনি। শেষবার ১৯৯৮ সালে ব্যাংকক এশিয়াডে কর্ণম মালেশ্বরী রুপো জিতেছিলেন।

এই পদক খরা কাটাতে এবার ভারতের বাজি মীরাবাই চানু। ৪৯ কেজি বিভাগের ভারতের এই তারকা অ্যাথলিট টোকিও অলিম্পিকে রুপো জিতেছেন। পাশাপাশি গত কমনওয়েলথ গেমসেরও চ্যাম্পিয়ন। তাঁর ট্রফি ক্যাবিনেটে জাতীয় ও বিশ্ব স্তরের সব পদকই শোভা পাচ্ছে। নেই শুধু এশিয়াডের পদক। পিঠে চোটের জন্য ২০১৮ সালে জাকার্তা এশিয়াডে নামতে পারেননি।

তাই হ্যাংঝৌ এশিয়াডে পদক জয়ের স্বপ্নে বিভোর এই মণিপুরি তারকা। তিনি বলছেন, 'যখন আমি একা থাকি, তখন নিজের সঙ্গে নিজেই কথা বলি। সেসময় নিজের পারফরমেন্সের কাটাছেঁড়া করতে করতে মনে করার চেষ্টা করি, কী কী জিতেছি ও আর কী জেতা বাকি। আমার কোনও এশিয়ান গেমসের পদক নেই।' যোগ করেছেন, 'মাঝে মাঝে নিজের ওপরই রাগ হয়। আমার লক্ষ্য স্ন্যাচে ৯০ কেজি তোলা। কিন্তু আমি এখনও এই ওজন তুলতে পারিনি। স্যরও (কোচ বিজয় শর্মা) বলেছেন যে এশিয়াডে আমায় ৯০ কেজি তুলতেই হবে।'

সফল হতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ চানু। তাঁর কথায়, 'আমি কোনও চ্যালেঞ্জকে ভয় পাব না। প্রতিদ্বন্দ্বীদের সেয়ানে-সেয়ানে টক্কর দিতে আমি তৈরি। এশিয়াডের জন্য আমি কঠোর পরশ্রম করেছি। সবচেয়ে ভালো ব্যাপার হল আমার কোনও চোট নেই।' এশিয়াডে ভারোত্তোলনের প্রতিযোগিতা ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ৭ অক্টোবর হবে।

উত্তরের খেলা

আন্তঃকলেজ টিটি শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদের আন্তঃকলেজ টেবিল টেনিস মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলাঘরে শুরু হল। বুধবার দলগত বিভাগে প্রথম সেমিফাইনালে খেলবে শিলিগুড়ি কলেজ ও শিলিগুড়ি কমার্স কলেজ। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে শিলিগুড়ির সালেসিয়ান কলেজ ও কালিম্পং কলেজ। পুরুষদের সিঙ্গলসে প্রথম সেমিফাইনালে খেলবেন জয়ব্রত ভট্টাচার্য ও সম্রিক সাহা। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে নামবেন সিঞ্চন সরকার ও কৌশিক ছেত্রী। মহিলাদের সিঙ্গলসে প্রথম সেমিফাইনালে খেলবেন শতপর্ণী দে ও জেসিকা সরকার। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে দেখা হবে সায়োনিশা চাকী ও দীক্ষা বিশ্বাস।

সেমিফাইনাল-ফাইনালের বদলে এবার সুপার ফোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর : আসন্ন ক্রিকেট মরশুমে প্রথম ও সুপার ডিভিশন লিগে বেশ কিছু বদল আনছে মহকুমা ক্রীড়া পরিষদ। সোমবার কার্যনির্বাহী সমিতির সভায় তা চূড়ান্ত হয়ে যাওয়ার পর ক্লাবগুলিকে চিঠি পাঠানো হচ্ছে। ক্রিকেট সচিব মনোজ ভার্মা বলেছেন, 'সুপার ডিভিশনে এবার সেমিফাইনাল ও ফাইনালের বদলে থাকবে সুপার ফোর। লিগ ফরম্যাটে খেলে সেরা চার দলের মধ্যে পয়েন্টের ভিত্তিতে চ্যাম্পিয়ন বাছা হবে।

সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগ

প্রথম ডিভিশনে প্রাথমিক রাউন্ডে খেলা হবে প্রতি ইনিংসে ২৫ ওভার করে। প্রথম ও সুপার ডিভিশনে আবশ্যক করা হচ্ছে প্রথম একাদশে অনূর্ধ্ব-১৫ এবং ১৯ দুইজন করে ক্রিকেটার রাখা। শুধু তাই নয়, সংশ্লিষ্ট ক্রিকেটারকে শিলিগুড়ি মহকুমার ভূমিপুত্র হতে হবে।'

বদল আনা হচ্ছে দুই ডিভিশনের দলবদলের নিয়মে। মনোজবাবু জানিয়ে দিয়েছেন, এবার কারও চুক্তি পুনর্নবিকরণ হবে না। সবাইকে নতুন করে সই করতে হবে। সই করানো হবে আধার কার্ড স্ক্যান করিয়ে। বয়স ভাঁড়ানো রুখতেই এই পদক্ষেপ।

প্রথম ও সুপার ডিভিশন লিগের জন্য ইতিমধ্যে তিনটি মাঠ চিহ্নিত করানো হয়েছে। মনোজবাবু বলেছেন, 'চাঁদমণি, হিন্দি হাইস্কুলের সঙ্গে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠ ভেবে রাখা হয়েছে। আজ চাঁদমণি মাঠ দেখে এলাম। মাঠ সংস্কার প্রয়োজন। চেষ্টা করছি নভেম্বরে প্রথম ডিভিশন লিগ শুরু করার। আশা করছি তার মধ্যেই মাঠ তৈরি করে ফেলতে পারব।'

মেয়র কাপ কাবাডি শুরু আজ থেকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর : পুরনিগমের মেয়র কাপ কাবাডি বুধবার মার্গারেট স্কুলের মাঠে শুরু হবে। ছেলে ও মেয়েদের বিভাগে শিলিগুড়ির ৮টি করে দল অংশ নেবে। সকাল ১১টায় প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করবেন মেয়র গৌতম দেব। ফাইনাল বৃহস্পতিবার।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন দার্জিলিং-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, দার্জিলিং - এর একজন বাসিন্দা বিশ্বনাথ বর্মন - কে 05.08.2023 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 91D 36164 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতা-এ অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তাঁর বিজয়ী টিকিট জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি আমাদের রাজ্যে খুবই বিখ্যাত কারণ এর মাধ্যমে অনেক সাধারন মানুষ কোটিপতি হয়েছে। আমি আমার ভাগ্য পরীক্ষা করার জন্য অল্প কিছু টাকা দিয়ে ডিয়ার লটারির টিকিট কিনেছিলাম এবং সেই টিকিটটি থেকে এক কোটি টাকা জিতেছি। আমার মতো একজন মধ্যবিত্ত ব্যক্তির কোটিপতি হওয়ার জন্য ডিয়ার লটারিই সবচেয়ে সহজ উপায়। আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।"

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী : মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি- ৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী- ৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ৭ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১, ফোন : ০৩৩-২২১০১২০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানামোড়, জলপাইগুড়ি- ৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড, কোচবিহার- ৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট, আলিপুরদুয়ার-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, সরযুপ্রসাদ রোড, নেতাজি মোড়, মালদা- ৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ২৪৩৬২৫১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Registration No. RN/35012/80 and Postal Reg. No. WB/NBSR/D-03/2003-08, E. Mail : uttarbanga@hotmail.com uttarbanga@yahoo.com uttarmail2014@gmail.com Website : http://www.uttarbangasambad.in